كتاب اتباع السنة

(باللغة البنغالية)

تأليف

محمد إقبال كيلاني

ترجمة

محمد هارون عزيزي ندوي

مكتبة بيت السلام - الرياض

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মাসায়েল
প্রণেতা
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
অনুবাদ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ-২

كتاب اتباع السنة باللغة البنغالية

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মাসায়েল

প্রণেতা
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد إقبال

كتاب اتباع السنة باللغة البنغالية./ محمد إقبال كيلاني - ط٤ .

. - الرياض، ١٤٣١هـ

.....ص ؛ .... سم

ردمك :٤- ٦٠٧٦- ٠٠ . ٦٠٣- ٩٧٨

١- السنة النبوية ٢- الحديث - مباحث عامة أ. العنوان

ديواي ٢١٢,١ ١٤٣١/٨٦٦٦

رقم الإيداع ٨٦٦٦ / ١٤٣١

ردمك :٤- ٦٠٧٦- ٠٠- ٦٠٣ - ٩٧٨

تقسيم كننده

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس : 4385991
4381155

موبائل: 0542666646-0505440147

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

ক্রমিক	الموضوعات	বিষয় সমূহ	পৃষ্ঠা
১	فهرس الموضوعات	সূচীপত্র	৩
২	مصطلحات الحديث بالاختصار	হাদীসের পরিভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৬
৩	كلمة المترجم	অনুবাদকের আরয	৯
৪	بسم الله الرحمن الرحيم	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১২
৫	الكتاب والسنة محافظان للعقائد والأعمال	কুরআন সুন্নাহ আকীদা ও আমলের সংরক্ষক	১৪
৬	الكتاب والسنة أساسان قويان لإتحاد الأمة	কুরআন সুন্নাহ উম্মতের ঐক্যের জন্য মজবুত ভিত্তি	১৫
৭	التقليد و عدم التقليد	তাক্বলীদ ও গায়রে তাক্বলীদের কথা	১৬
৮	اتباع السنة في المسائل الفرعية أيضا	ইত্তিবায়ে সুন্নাহ ও শাখা মাসায়েল	১৮
৯	اتباع السنة هو المحك الواقعي لحب الرسول صلى الله عليه وسلم	ইত্তিবায়ে সুন্নাহ রাসূল প্রেমের বাস্তব মাপকাঠি	১৮
১০	وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة لايمنع اتباع السنة	ইত্তিবায়ে সুন্নাহ এবং দূর্বল ও জাল হাদীসের বাহানা	২০
১১	طريقة انتخاب الأحاديث	হাদীস নির্বাচনের মাপকাঠি	২০
১২	إزالة شبهة	একটি ভুল ধারণার নিরসন	২১

ক্রমিক	الموضوعات	বিষয় সমূহ	পৃষ্ঠা
১৩	عرض خاص	বিশেষ আরয	২২
১৪	الملحق الأول: فتنة انكار الحديث	পরিশিষ্ট নং-১ হাদীস অস্বীকারের ফিতনা	২৪
১৫	عرض سريع لخدمات المحدثين	হাদীস বিশারদ ইমামগণের অবদান সমূহ একটি সমীক্ষা	২৪
১৬	الاعتراضات على السنة	হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ	২৯
১৭	تدوين الحديث	হাদীস সংকলন	৩০
১৮	كتابة الحديث وتدوينه فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم	নবীযুগ এবং ছাহাবাযুগে হাদীস সংকলন	৩২
১৯	كتابة الحديث وتدوينه فىعهد التابعين	তাবেয়ীগণের যুগে হাদীস সংকলন	৩৭
২০	تدوين الحديث فيما بعد عهد التابعين	তাবেয়ীগণের পরবর্তীযুগ	৩৯
২১	الملحق الثاني: حكم الأحاديث الضعيفة والموضوعة	পরিশিষ্ট নং-২ জ্বাল ও দূর্বল হাদীসের বিধান	৪১
২২	الملحق الثالث: البدعة، ما هى البدعة؟	পরিশিষ্ট নং-৩ বিদাত, সংজ্ঞা ও পরিচয়	৬১
২৩	اهم أسباب انتشار البدعة	বিদাত প্রচারের বড় বড় কারণ সমূহ	৬২
২৪	١) تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة	বিদাতের বিভক্তি	৬২
২৫	٢) التقليد الأعمى	অন্ধ অনুকরণ	৬৪
২৬	٣) الغلوفى الصالحين	বুজুর্গ ব্যক্তিদের অতিভক্তি	৬৪
২৭	٤) الانخداع بكونها مسألة خلافية	মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েলের ধোকা	৬৫

ক্রমিক	الموضوعات	বিষয় সমূহ	পৃষ্ঠা
২৮	٥) الجهل عن السنة الصحيحة	সহীহ্ সুন্নাহ থেকে অজ্ঞতা	৬৫
২৯	٦) المصالح السيا سية	রাজনৈতিক স্বার্থসমূহ	৬৬
৩০	النية	নিয়তের মাসায়েল	৬৮
৩১	تعريف السنة	সুন্নাহের পরিচয়	৬৯
৩২	السنة في ضوء القرآن الكريم	কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্নাহ	৭৩
৩৩	فضل السنة	সুন্নাহের ফযীলত	৮১
৩৪	أهمية السنة	সুন্নাহের গুরুত্ব	৮৭
৩৫	تعظيم السنة	সুন্নাহের মর্যাদা	৯৯
৩৬	مكانة الرأى لدى السنة	সুন্নাহ বর্তমান থাকাবস্থায় মতামতের অবস্থান	১০৩
৩৭	احتياج السنة لفهم القرآن	কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহ এর প্রয়োজনীয়তা	১০৮
৩৮	وجوب العمل بالسنة	সুন্নাহের উপর আমল করা আবশ্যক	১১৭
৩৯	السنة والصحابة	ছাহাবীদের দৃষ্টিতে সুন্নাহ	১২৯
৪০	السنة والأئمة	মহিমান্বিত ইমামগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহ	১৩৯
৪১	تعريف البدعة	বিদাতের পরিচয়	১৪৪
৪২	ذم البدعة	বিদাতের নিন্দা	১৪৬
৪৩	الأحاديث الضعيفة و الموضوعة	দূর্বল ও জ্বাল হাদীসসমূহ	১৫৭

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীসঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাঃ) এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফুঃ কোন সাহাবী রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ কোন সাহাবী রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম নেয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথাঃ মাশহুর, আযীয, গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে দু'য়ে দাঁড়ায়।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাক্বুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাক্বুল' বলে। হাদীসে মাক্বুল দুই প্রকার। যথা, সহীহ ও হাসান।

সহীহঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষন দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সুত্র) বর্ণিত আছে এবং যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত বর্ণনাকারী নেই, তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমানিত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

হাদীসে সহীহের স্তরসমূহঃ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেন।

গায়রে মাক্ববুল তথা যয়ীফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যয়ীফ' বলে।

মুআ'ল্লাকঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায়, তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনক্বাতিঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে, তাকে 'মুনক্বাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর নাম নেই, তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দ্বালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দ্বাল বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওযু' বলে।

মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরুক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি সেই হাদীসকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তাহঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবে সিত্তা' বলে।

জামিঃ যে হাদীস গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়। যেমনঃ 'জামি তিরমিযী'।

সুনানঃ যে হাদীসগ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয়। যেমনঃ সুনানু আবু দাউদ।

মুস্‌নাদঃ যে হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদু ইমাম আহমদ।

মুস্‌তাখরাজঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসুত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুস্‌তাদরাকঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবায়ীনঃ যে হাদীস গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপরও।

মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রথমঃ 'কিতাবুল্লাহ' দ্বিতীয়ঃ 'রিজালুল্লাহ'। 'কিতাবুল্লাহ' অর্থাৎ আসমান থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ তাআ'লার মহা গ্রন্থসমূহ। আর রিজালুল্লাহ অর্থাৎ মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরীত নবী ও রসূলগণ। আল্লাহ তাআ'লা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হন নি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তাআ'লা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বরং একদিকে আল্লাহর হেদায়েত ও আল্লাহর সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কুরআন বলা হয় এবং অপর দিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আল্লাহর হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারন মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না, তবে শিক্ষা দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দুয়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চ স্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরিয়ত এবং অন্য দিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কেউ কেউ কুরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকে সবকিছু মনে করে বসে, তারা শরিয়তের অনুসারী কিনা তারও খোঁজ নেয় না। এই রোগটি আসলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাঁদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। [তাওবাহঃ ৩১।]

পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন উস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজন মনে করে না। তারা বলে, আল্লাহর কিতাব কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এরূপ ব্যক্তি

অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়। এই ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

রাসূলগণের মহান দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্ তাআ'লার কিতাবের মর্মবানী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষকে বলে দেয়া এবং আল্লাহর কিতাব মতে কিভাবে আমল করা যায়, তার একটি বাস্তব নমূনা ও আদর্শ জনগণের সামনে পেশ করা। অতএব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান দায়িত্ব আদায় করতঃ এবং নবী-রাসূল, দায়ী ও মুবাল্লিগ, মুআ'ল্লিম ও মুরুব্বী, ন্যায়-নিষ্ঠ শাসক ও বিচারক, আমির বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল্ মুনকার, আত্মশুদ্ধিকারক ও আধ্যাত্মিক গুরু, কুরআনের ব্যাখ্যাকার ও আল্লাহর মুরাদ বর্ণনাকারী এবং পরস্পরের বিবাদ মীমাংসাকারী ও হালাল হারাম নির্ণয়কারী হিসেবে যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যা অনুমোদন ও সমর্থন করেছেন, সেই সব কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকেই বলা হয় হাদীস ও সুন্নাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্বাউলি, ফে'লী ও তাক্বরীরি তিন প্রকারের হাদীস বা সুন্নাহই মূলতঃ শরীয়তের দ্বিতীয় মহান দলীল বা উৎস। কুরআন মজীদের পরপরই তার স্থান। এতদুভয়ের উপর দ্বীন ইসলাম নির্ভরশীল। যদি কেউ কেবল কুরআনকে মানে, হাদীস ও সুন্নাহ কে শরীয়তের দলীল হিসেবে মানে না তবে তা হবে চরম ধর্মদ্রোহীতা। কুরআন মজীদ অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ কিন্তু তা এক সংক্ষিপ্ত কিতাব যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে। বস্তুত হাদীস বা সুন্নাহই হল সেই ব্যাখ্যা। কুরআনের মত হাদীসও আল্লাহর অহী, কুরআন বোঝার জন্য হাদীস ও সুন্নাহের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। হাদীসকে অস্বীকার করলে কুরআনকে অস্বীকার করা হবে বরং সে ব্যক্তি ধর্মচ্যুত ও ইসলাম বহির্ভূত হবে। বস্তুত হাদীস ও সুন্নাহ ব্যতীত কেবল কুরআন দ্বারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ বোঝা অসম্ভব।

সৌদি আরব, রিয়াদে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ্ হাদীসসমূহের আলোকে 'কিতাবু ইত্তিবায়িস সুন্নাহ' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে সুন্নাহের পরিচয়, কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্নাহ , সুন্নাহের ফযীলত ও গুরুত্ব, সুন্নাহের মর্যাদা, সুন্নাহের পরিবর্তে মানুষের মতামতের স্থান, কুরআন বোঝার জন্য সুন্নাহের প্রয়োজনীয়তা, সুন্নাহ মতে আমলের অপরিহার্যতা, ছাহাবীদের দৃষ্টিতে সুন্নাহ, ইমামদের দৃষ্টিতে সুন্নাহ, বিদাতের পরিচয় এবং বিদাতের নিন্দা, ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া পুস্তিকার প্রারম্ভে সুন্নাহের তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পকীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদাতের পরিচয় ও বিদাত প্রচারের কারণ সম্পর্কে একটি মুল্যবান পরিশিষ্ট এবং হাদীস অস্বীকারের ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমৃদ্ধ আর একটি পরিশিষ্ট যুগ করে পুস্তিকার গুরুত্ব ও উপকারিতাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। শেষোল্লিখিত পরিশিষ্টে তিনি হাদীস

অস্বীকারকারীদের অভিযোগের খন্ডন করতঃ সংক্ষিপ্তাকারে অতি সুন্দর ভাবে হাদীস সংকলনের ইতিহাসও বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেহেতু আমাদের দেশের লোকজন জ্বাল ও দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে অনেক উদাসীনতায় ভুগছে, অনেককে হাদীসের নামে নির্দ্বিধায় জ্বাল কথাবার্তা বলতে শুনা যাচ্ছে, আবার অনেককে শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূর্বল হাদীসকে দ্বীনের ভিত্তি হিসেবে মেনে নিতে দেখা যাচ্ছে। অনেককে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের কাছে জ্বাল ও দূর্বল হাদীস সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণাই নেই, যাই হাদীসের নামে পাচ্ছে তাই গ্রহণ করে নিচ্ছে। এমনিভাবে দ্বীনের ল্যাবেল নিয়ে হরদম নব আবিস্কৃত বিদাত ও কুসংস্কার প্রচার ও প্রসার লাভ করছে, সেহেতু অধম (অনুবাদক) জনগণকে জ্বাল ও দূর্বল হাদীস সম্পর্কে সঠিক ধারণা দানের উদ্দেশ্যে ''জ্বাল ও দূর্বল হাদীসের বিধান'' নামে আর একটি পারিশিষ্ট যোগ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

সব মিলে ইনশাআল্লাহ হাদীস ও সুন্নাহ বিষয়ে পুস্তিকাটি শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ সবার জন্যে সমানভাবে উপকারী ও সহায়ক হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে 'কিতাবু ইত্তিবায়িস সুন্নাহ' বাংলা ভাষায় অনুদিত হল। আশা করি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক পাঠিকাগণ এই পুস্তিকার মাধ্যমে হাদীস ও সুন্নাহের গুরুত্ব ও মর্যাদা, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, সুন্নাহের অনুসরণের আবশ্যকীয়তা এবং বিদাতের অপকারীতা ও বিদাত থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা পেতে সক্ষম হবেন।

বাহরাইনে অবস্থানরত অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব পুস্তিকাটির অনুবাদ, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাহকীক তথা শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাঁছাই করার জন্য গভীর প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অর্থায়নের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে প্রার্থনা করি যেন পুস্তিকাটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর্থিক সহযোগী ও প্রচারকারী সকলের জন্য দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসিলা করুন। আমীন।

বাহরাইন
১০/১/১৪২৪ হিজরী
১৩/৩/২০০৩ ইংরেজী

বিনীত
কুরআন ও সুন্নাহের খাদেমঃ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব মসজিদ আলী
পোষ্ট বক্স নং ১২৮, মানামা, বাহরাইন।
ফোন নং ঃ ৯৮০৫৯২৬, ৭১৬০৯৫।

بْسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

ইসলাম ধর্মে যেমন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা ফরয, তেমনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করাও ফরয। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র অনুগত হল। (সুরা নিসা ঃ ৮০)।

সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর (তাদের অবাধ্য হয়ে) নিজের আমল সমূহ নষ্ট করনা (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)।

আনুগত্য আবশ্যকীয় হওয়ার কারণও আল্লাহ্ তাআ'লা বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَي

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মন মত কোন কথা বলেন না, বরং তাতো ওহী, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর সে মতেই তিনি কথা বলেন। (সূরা আন্নাজম ঃ ৩)।

তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে ওযুর সেই নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন যা তাঁকে আল্লাহ তাআ'লা জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। ছালাতের জন্য সেই সময়সমুহ নির্ধারণ করলেন যা আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে হযরত জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, ছালাতের সেই নিয়মই শিক্ষা দিলেন যা আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে হযরত জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের পবিত্র জীবন থেকে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়

যে দ্বীনি মাসায়েলের ব্যাপারে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী না আসত ততক্ষণ কোন উত্তর দিতেন না। হযরত ওয়াইস ইবনে ছামেত (রাঃ) নিজের স্ত্রী হযরত খাওলা (রাঃ) এর সাথে যেহার (স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করা) করে ফেললেন তখন হযরত খাওলা (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ ওহী আসেনি ততক্ষণ কোন উত্তর দেন নি। রূহ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তখনও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী না আসা পর্যন্ত কোন উত্তর দেন নি। একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি ওহী না আসা পর্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না। একদা এক আনসারী ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্ যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পর পুরুষকে দেখে তখন সে কি করবে ? যদি সে (সাক্ষী ব্যতীত) মুখে বলে তখন তো আপনি মিথ্যা অপবাদের বিধান চালু করবেন, আর যদি (রাগে) হত্যা করে দেয় আপনি কিছাছ হিসাবে হত্যা করে দিবেন, আর যদি চুপ থাকে তাহলে নিজকে নিজে স্বান্তনা দিতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এই সমস্যার একটি সমাধান পেশ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা লিআ'নের আয়াতসমূহ (সূরা নূর ঃ ৬-৯) নাযিল করলেন। তারপর তিনি সেই ছাহাবীকে উত্তর দিলেন।

রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর আনুগত্য শুধু তাঁর জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর ইন্তেকালের পরও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের উপর ফরয। সুরা সাবায় আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি (সাবাঃ ২৮)। সূরা আনআ'মে আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেছেনঃ

وَ أُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ

অর্থাৎ, আমার কাছে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও যাদের পর্যন্ত এ কুরআন পৌছবে। (আনআম ঃ১৯)।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের ব্যাপারে সহীহ বুখারী শরীফের এ হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে যাবে, কিন্তু যে অস্বীকার করল সে যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! কে অস্বীকার করল? তখন তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকার করল (বুখারী)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে বিপথগামিতা এবং অন্য পথাবলম্বীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা নিজ স্বত্ত্বার শপথ করে বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভুর শপথ, লোকেরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে, অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে অন্তরে কোন সংকীর্ণতা পোষন করেনা এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সুরা নিসা ঃ ৬৫)। এতে বুঝা গেল যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য এবং ঈমান একে অপরের পরিপুরক। আনুগত্য থাকলে ঈমানও থাকবে আর আনুগত্য না থাকলে ঈমানও থাকবে না। রাসুলের আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদীস অধ্যয়নের পর এই মীমাংসা করা দুস্কর হবে না যে, দ্বীনে ইসলামে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের স্থান কোন শাখা মাসআলার মত নয় বরং তা হল দ্বীনের মৌলিক দাবীগুলোর একটি।

কুরআন-সুন্নাহ আকীদা ও আমলের সংরক্ষক

আকীদা ও আমলের সব ধরণের পরিবর্তন এক মাত্র কুরআন-সুন্নাহকে ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে, ওয়াহদাতুলওজুদ (অদ্বৈতবাদ) ওয়াহদাতুশশুহুদ (সর্বেশ্বরবাদ) প্রত্যেক বস্তুতে প্রভুর অনুপ্রবেশ, পীরকে প্রতি নিয়ত স্মরণ করা, পীরের আনুগত্য, মাকামে বেলায়ত, যাহেরী ও বাতেনি ইলম, মৃত্যুর পর বুজুর্গদের বিচরণক্ষমতা, উছিলা, ইলমে গায়েব, সাহায্য প্রার্থনা এবং আত্মাসমূহের উপস্থিতি ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, আর ফাতেহার রসম, কুলখানী, চল্লিশা, কুরআনখানী, ওরস, মীলাদ মাহফীল এবং গান ইত্যাদি অনৈসলামিক আকীদা ও আমল শুধু সেসব পরিবেশেই গ্রহনযোগ্য হয়, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন শিক্ষা নেই। পক্ষান্তরে এসব বাতিল আকীদা ও আমল থেকে বাচাঁর একমাত্র উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহ কে মজবুত করে আকঁড়ে ধরা। ২১৮ হিজরী সনে মামুনুর রশীদের শাসনামলে মু'তাযিলা ফিরকার বাতিল আকীদা 'কুরআন

মখলুক' তথা কুরআন সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মামুনুর রশীদ তৎকালের সকল আলিমদের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) এই মনগড়া আকীদার বিরুদ্ধে পাহাড় হয়ে দাঁড়ালেন, জেল খানায় আবদ্ধ অবস্থায় শক্তিশালী জল্লাদ এসে দুটি করে চাবুক মেরে যেত এবং জিজ্ঞাসা করত, কুরআন মাখলুক না গায়রে মাখলুক ? প্রত্যেক বারই ইমাম আহমদ (রাহঃ) একই কথা বলতেন ---

أَعْطُوْنِى شَيْئًا مِنَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ حَتَّى أَقُوْلَ بِهِ

অর্থাৎ, ''আমাকে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ থেকে কোন প্রমান দাও তখন আমি মেনে নিব।'' কলা কৌশল অবলম্বন বা হেকমতের কোন পরামর্শ তাঁকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী --

إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থাৎ, ''আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যাকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'' --- এর উপর আমল করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি, ফলে সম্পূর্ণ উম্মত সব সময়ের জন্য এই ফিতনা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। বর্তমান যুগেও যেখানে ভ্রান্ত আকীদা ও বিদাত জঙ্গলের আগুনের মত দ্রুত প্রসার হচ্ছে, সেখানে তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহকে শক্ত হাতে ধারণ করা এবং জনসাধারণের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত এবং উভয়ের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেশী বেশী গুরুত্ব দান করা।

কুরআন ও সুন্নাহ উম্মতের ঐক্যের জন্য মজবুত ভিত্তি

উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ফির্কাবাজী ও দলাদলী আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় ক্ষতি সাধন করেছে। যা আমরা প্রিয় মাতৃভূমিতে (পাকিস্তান) দীর্ঘ সময় থেকে প্রত্যক্ষ করে আসছি। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল যে, প্রিয় মাতৃভূমিতে ইসলামী জীবন বিধান চালু করার পথে অন্যান্য বাধার মধ্যে উম্মতের দলাদলীটাও একটি বড় বাধা। যখন কখনো ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার সময় ঘনিয়ে আসে তখন কোন না কোন পক্ষ থেকে হঠাৎ করে কুরআন-সুন্নাহর স্থানে অন্য কোন বিশেষ ফিক্হ চালু করার দাবী উঠে। ফলে ইসলামী বিধান চালু করার কাজ অগ্রগতি হওয়ার স্থলে লাগাতর পশ্চাদপদতার শিকার হয়। বস্তুতঃ দ্বীন ইসলামকে চালু করার ব্যাপারে যতসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলছে এগুলোর একটিও ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম ফলদায়ক হবেনা যতক্ষণ না দ্বীনের পতাকাবাহী দল সমূহের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহের ভিত্তিতে নির্ভেজাল,

বাস্তব ও দীর্ঘ মেয়াদী ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে যেখানে ফির্‌কাবাজী ও দলাদলী থেকে নিষেধ করেছেন সেখানে খালেছ দ্বীন তথা কুরআন ও সুন্নাহের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশও প্রদান করেছেন। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেনঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ ''তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে ধারণ কর, দলাদলী কর না।''

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে ফির্‌কাবাজী এবং দলাদলী থেকে বিরত থেকে আল্লাহর রশি (কুরআন মজীদ) এর উপর ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন। আর কুরআন মজীদে বার বার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যকে আবশ্যকীয় বলা হয়েছে। যার পরিস্কার মতলব হল, আল্লাহর রশি, যাকে শক্ত ভাবে ধরার আদেশ করা হয়েছে তাতে এমনিতেই দুটি বস্তু -- 'কুরআন-সুন্নাহ ' চলে আসে। কাজেই কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে যে ঐক্য উদ্দেশ্য, তার ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ । কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোন ভিত্তির উপর উম্মতের ঐক্য উদ্দেশ্য নয়, সম্ভবও নয়। নরম ডালের উপর যে প্রাসাদ তৈরী হবে তা স্থির থাকবে না। অতএব যদি আমরা ফির্‌কাবাজী ও দলাদলীকে জীবনের মিশন না বানিয়ে থাকি এবং উম্মতের ঐক্য যদি আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহের দিকে রুজু করতেই হবে।

তাক্বলীদ ও গায়রে তাক্বলীদের কথা

তাক্বলীদ ও গায়রে ত্বাকলীদের কথাটি অনেক পুরাতন। উভয় দল নিজ নিজ দাবী প্রমানের জন্য অনেক দলীল দিয়ে থাকেন। ত্বাকলীদের পক্ষে বা বিপক্ষে দলীল প্রমানাদী একত্রিত করে এক চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দান করে, অন্য একটিকে নাকচ করে দেয়াকে আমি জনসাধারনের জন্য আবশ্যকীয় মনে করি না, বরং যুব সমাজ যারা স্কুল কলেজ থেকে একথা শুনে আসে যে মুসলমানদের আল্লাহ এক, রাসূল এক, কিতাব এক, কেবলা এক এবং দ্বীনও এক, কিন্তু যখন কর্ম জীবনে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত দেখে, তখন তার মন নিজে নিজেই দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। সুতরাং প্রয়োজন হলো যেন আমরা যুব সমাজকে কাজে কর্মে বলে দেই যে যেরূপ আমাদের আল্লাহ এক, রাসূল এক, কিতাব এক, কেবলা এক এবং ধর্ম এক অনুরূপ ভাবে জীবন যাপনের পদ্ধতিও এক।

সে রাস্তা কোনটি ? সে পদ্ধতি কি ? সোজা কথা হলো, দ্বীনে ইসলামের ভিত্তি হল দুই বস্তুর উপর, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ । রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াফাতের পূর্বে দ্বীন হিসাবে আমরা যা কিছু পেয়ে থাকি তার উপর ঈমান আনা এবং সে মতে আমল করা সকল উম্মতে মুসলিমার উপর ফরয। আর এর সাথে মতবিরোধ করার কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াফাতের পর ধর্ম হিসেবে যা কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা ও সে মতে আমল করা ফরয নয়। একটু ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি হাম্বলী ফিক্‌হ মতে আমল করে সে বাকী তিনটি ফিক্‌হ ছেড়ে দেয়া সত্বেও তার ঈমানে কোন রকমের পার্থক্য হয় না, এমনিভাবে যে ব্যক্তি হানাফী ফিক্‌হ মতে আমল করে সে বাকী তিনটি ফিক্‌হ ছেড়ে দিলেও অন্য সব মুসলিমের মত মুসলমান থাকে। উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিসমূহ অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রচলিত চারটি ফিক্‌হের কোন একটি মতেও আমল করতেননা, অথচ তাঁদের সম্পর্কে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ছাহাবা কেরামের সময়কাল হল সর্বোত্তম সময়। (মুসলিম শরীফ)।

এসকল বাক্যালাপের সার কথা হলো, কিতাবুল্লাহের পর উম্মতে মুসলিমার সকল ব্যক্তির সম্মিলিত সম্পদ এবং সকলের ঈমান ও আমলের প্রাণকেন্দ্র হলো শুধু মাত্র একটি বস্তু, তা হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। তা ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছুক বা ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বা অন্য কোন ইমামের মাধ্যমে। ফেরকাবাজী বা দলাদলীর ভিত্তি স্থাপন হয় তখন, যখন সুন্নাতে রাসুল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হওয়ার পরও এই বাহানা করে তা বাদ দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে, এটি আমাদের মাযহাব নয়, আমাদের ফিক্‌হে এ রকম নেই ইত্যাদি। বাস্তবে এ দৃষ্টিভঙ্গিটিই হল সকল ধর্মীয় ফিতনা ফ্যাসাদের মূল। এ ক্ষেত্রে আমরা পুস্তকের 'সুন্নাহ ও মহিমান্বিত ইমামগণ' অধ্যায়টির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। যেখানে সুন্নাহ সম্পর্কে অনেক ইমামের মূল্যবান উক্তিসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সকল ইমাম মুসলমানদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে (তাদের মতের বিরুদ্ধে) সহীহ সুন্নাহ সামনে আসলে যেন তাদের অভিমত নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) তো এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, সুন্নাতে রাসূল ব্যতীত দ্বীনে অন্য সব কিছু গোমরাহী এবং ফাসাদ। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে নিরলসভাবে ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) এর মুকাল্লিদ বা অনুসারী হয়ে থাকি, তা হলে আমাদেরকে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর শিক্ষাসমূহ কাজে পরিণত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে একথাও বলে দিতে চাই যে, সম্মানিত ইমামদের ইজতিহাদ এবং তাঁদের প্রণীত ফিক্‌হ আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞানভান্ডার। যে সকল মাসআলা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোন বিধান পাওয়া যায় না, সে সকল মাসআলা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে কৃত ইজতিহাদ - তা ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) এর বা ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর বা ইমাম

মালেক (রাঃ) এর কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) এর হোক, সকল মুসলমানদের তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। ভবিষ্যতেও ইজতিহাদের শর্ত পূরণকারী ফকীহদের জন্য সময়ের গতিশীলতার চাহিদা মোতাবেক সুন্নাহের আলোকে ইজতিহাদ করার অবকাশ সব সময়ই থাকবে, আর তা থেকেও জনসাধারণের উপকৃত হওয়া উচিত।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ ও শাখা মাসায়েল

নিঃসন্দেহে দ্বীনের সকল বিধান এক ধরণের নয়, বরং তার মধ্যে কিছু মৌলিক আর কিছু শাখা পর্যায়ের। শাখা পর্যায়ের মাসায়েলকে ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা বা ফির্কা সৃষ্টি করা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। সাথে সাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল বিধান তা ছোট হোক বা বড়, মৌলিক হোক বা শাখা স্তরের, কোন একটিও অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যবিহীন নয়। রাসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন কোন সুন্নাতকে শাখা পর্যায়ের বলে উপেক্ষা করা অথবা তার গুরুত্ব হ্রাস করা নিঃসন্দেহে সুন্নাতে রাসূলকে অসম্মান করার নামান্তর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর কোন মুমিনের কাজ এটা নয় যে রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন বিধানকে শাখা পর্যায়ের বলে উপেক্ষা করবে, অথবা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বলে ভাগ করে যা ইচ্ছা আমল করবে আর যা ইচ্ছা ছেড়ে দিবে। শরীয়তের সকল সুন্নাতের উপর সমানভাবে আমল করতে হবে। যে ব্যক্তি ছোট স্তরের সুন্নাতের উপর আমল করে না সে বড় ধরণের সুন্নাত গুলো মতে কিভাবে আমল করবে ? জনৈক সলফের উক্তি আছে যে, একটি পূণ্যের বদলা হলো আর একটি পূণ্যের তৌফীক হওয়া, আর একটি পাপের সাজা হলো অপর একটি পাপে লিপ্ত হওয়া। অতএব এটা দুরের কথা নয় যে, সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান রক্ষার্থে যে ব্যক্তি ছোট ছোট সুন্নাতের উপর আমল করবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে বড় বড় সুন্নাতসমূহের উপর আমল করার তৌফিক দিয়ে দিবেন। পক্ষান্তরে যারা ছোট ছোট সুন্নাত সমূহকে শাখা মাসায়েল বলে উপেক্ষা করার সাহস করে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের থেকে বড় বড় সুন্নাতসমূহের উপর আমল করাও ছিনিয়ে নেন। আমাদেরকে অনুরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ রাসূল প্রেমের বাস্তব মাপকাঠি

রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত ও প্রেম প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের একটি অংশ, বরং তা-ই প্রকৃত ঈমান। স্বয়ং নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে

পারেনা যতক্ষণ না সে আমাকে তার সন্তান, মাতা পিতা এবং সকল লোক থেকে বেশী ভালবাসে। (বুখারী ও মুসলিম)।

এক ছাহাবী রাসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে নিজের জান, মাল এবং পরিবার পরিজন থেকেও অনেক বেশী ভালবাসি, যখন নিজের ঘরে পরিবার পরিজনের সাথে থাকি এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের খেয়াল হয়, তখন দৌড়ে চলে আসি, আপনাকে দেখে স্বান্তনা অনুভব করি। কিন্তু যখন আমি নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং ভাবতে থাকি যে, আপনিতো জান্নাতে নবীগণের সাথে সর্বোচ্চ স্থানে থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও আপনার পর্যন্ত তো পৌছতে পারবনা এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকেও বঞ্চিত হব, তখন উদাসীন হয়ে যাই, তখন আল্লাহ তাআ'লা সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থাৎ "যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে তারা সে সকল লোকদের সাথে থাকবেন যাদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার করুণা রয়েছে, আর তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।" (সুরা নিসা, আয়াত নং- ৬৯)।

ছাহাবীর মহাব্বত প্রকাশের উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা রাসূলের আনুগত্যের আয়াত নাযিল করে একথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, যদি তোমার প্রেম সত্য হয় এবং যদি সত্যিকার অর্থে নবীর সঙ্গ লাভ করতে চাও, তাহলে তার একমাত্র পন্থা হল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

ছাহাবা কিরামের জীবনে একটু দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা কিভাবে ইশক ও মহাব্বতের হক আদায় করেছেন, রাসূল করীমের পবিত্র জীবনের এমন কোন মূহুর্ত নেই যাতে তাঁরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনেন নি, বা তাঁর কর্মকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন নি, অতঃপর সে মতে পুরোপুরি আমলের চেষ্টা করেন নি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে শয়ন-জাগরণ করতেন, কিভাবে পানাহার করতেন, কিভাবে উঠা-বসা করতেন, কিভাবে মুছাফাহ ও মুআ'নাকা করতেন, কিভাবে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতেন, কিভাবে পরিবার ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আদায় করতেন? ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক একটি কর্মকে গভীরভাবে দেখেছেন অতঃপর তাঁর আনুগত্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সাথে

মহাব্বতের হক আদায় করেছেন। সুতরাং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ভালবাসার চাহিদা হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে যেন তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়, যে মহাব্বত সুন্নাহ মোতাবেক আমল শিক্ষা দিবে না সেটি নিছক ধোকা মাত্র, যে মহব্বাত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ শিখাবে না সেটি মিথ্যা ও মুনাফেকী, যে মহব্বাত রাসূলের অনুসরণের আদব শিক্ষা দেয়না, সেটি লোক দেখানো বৈ কিছু নয়। যে মহব্বাত রাসূলের সূন্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যাবেনা সেটি আবুলাহাবী কাজ। নিজকে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাও, এটিই হল সম্পূর্ণ দ্বীন। যদি তাঁর পর্যন্ত না পৌছে তবে তা হবে আবু লাহাবী।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ এবং দূর্বল ও জ্বাল হাদীসের বাহানা

সহীহ হাদীসের সাথে জাল ও যয়ীফ হাদীসের সংমিশ্রনের বাহানা করে হাদীসের ভান্ডারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়ার পন্থা অবলম্বন করা মূলতঃ হাদীস শাস্ত্র থেকে অজ্ঞতার পরিণামফল। ভেবে দেখুন কখনও বাজার থেকে আপনার কোন ঔষধ খরিদ করার প্রয়োজন হলে তখন কি আপনি এই অজুহাত দেখিয়ে ঔষধ ক্রয়ের ইচ্ছা ছেড়ে দিবেন যে, বাজারে আসল ও নকল উভয় রকমের ঔষধ পাওয়া যায়? তখন তো এটাই করতে হবে যে, খুব যাচাই বাছাই করে অথবা কোন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে আসল ঔষধ খরিদ করতে হবে, ঔষধ ক্রয়ের ইচ্ছাই বাদ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। যেমনি তাওহীদের সাথে শিরকের সংমিশ্রন হওয়াটা তাওহীদ ছেড়ে দেয়ার অজুহাত হতে পারে না এবং ভাল কাজের সাথে খারাপ কাজের সংমিশ্রন হওয়াটা ভাল কাজ ছেড়ে দেয়ার অজুহাত হতে পারেনা। তদ্রুপ সহীহ হাদীসের সাথে যয়ীফ বা জাল হাদীসের সংমিশ্রন হওয়াটাও সহীহ হাদীস মতে আমল করার পথে কোন বাধা হতে পারে না। অতএব, প্রয়োজন হলো দুনিয়ার বিষয়ের মত দ্বীনি বিষয়েও যাচাই বাছাই করতে হবে, সহীহ হাদীসসমূহ সত্য অন্তরে গ্রহণ করে সে মতে আমল করতে হবে। আর যয়ীফ ও মাওযু তথা দুর্বল ও জাল হাদীসকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিতে হবে।

হাদীস নির্বাচনের মাপকাঠি

হাদীসের কিতাবসমূহ বিন্যাসের শুরুতে আমি এই নীতি অবলম্বন করেছি যে, হাদীস নির্বাচনের মাপকাঠি কোন মাযহাব বা দলের পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা অন্যকে ছোট করার লক্ষ্যে হবে না, বরং হাদীস সহীহ হওয়ার ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ শুধু সহীহ অথবা হাসান স্তরের হাদীসই প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনের এই মাপকাঠির কারনে প্রচলিত ফিক্হের গ্রন্থসমূহে যয়ীফ হাদীস থেকে উদ্ধারকৃত কিছু মাসায়েল প্রকাশ পেতে পারেনি। হয়ত এর কারণেই কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, বিশেষ কোন মাযহাবের

সাথে আন্তরিকতা বা অনান্তরিকতার কারণে হাদীসসমূহ প্রকাশ করা হলো না। অথচ তা কখনো নয়। আমি এর পূর্বেও স্পষ্টভাবে বলেছি যে, আমার হৃদ্যতা বিশেষ কোন মাযহাবের সাথে নয় বরং সহীহ সুন্নাহের সাথে। কাজেই সহীহ হাদীসকে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং যয়ীফ হাদীসকে কিতাব থেকে বাদ দিতে আমি কোন দ্বিধাবোধ করিনি।

বস্তুতঃ আমাদের সময়কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমরা বিভিন্ন রকমের গোঁড়ামীর পৃথিবীতে বসবাস করছি। কোথাও ব্যক্তি বিশেষের জন্য গোঁড়ামী, কোথাও মাযহাব বা ফিরকার জন্য গোঁড়ামী, কোথাও দল উপদলের জন্য গোঁড়ামী, কোথাও ভাষা ও রসম রেওয়াযের নামে গোঁড়ামী, কোথাও বর্ণ ও জাতির জন্য গোঁড়ামী, আবার কোথাও দেশ ও স্থানের নামে গোঁড়ামী। সত্য-মিথ্যা ও বৈধ-অবৈধের মাপকাঠি হয়ে গেছে আপন ও পর। কোন কথা যদি নিজের পছন্দনীয় কোন ব্যক্তি, দল বা মাযহাবের পক্ষ থেকে হয় তবে তা প্রশংসনীয়, আর সে একই কথা যদি নিজের অপছন্দনীয় ব্যক্তি, দল বা মাযহাবের পক্ষ থেকে হয় তখন তা নিন্দনীয়। এরূপ গোঁড়ামীর প্রভাব এতমাত্রায় পৌঁছে গেছে যে, অধিকাংশ সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকেও এর শিকার হতে হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! আমার অনুরোধ হলো, আপনারা বিভিন্ন রকমের গোঁড়া চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ মন নিয়ে হাদীসের কিতাবাদী অধ্যয়ন করবেন। কোথাও ভুল ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবগত করবেন। কিন্তু যদি সহীহ হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন মাযহাব, দল বা ব্যক্তির অতিভক্তি আপনাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে নিজকে বাচাঁনোর জন্য কোন উত্তর খুজে নিন।

একটি ভুল ধারণার নিরসন

হজ্জাতুল ওয়াদা বা বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিতে গিয়ে রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে এমন এক বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবেনা, তা হলো আল্লাহর কিতাব। [হজ্জাতুননবী-- আলবানী]।

অন্যস্থানে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের সাথে সুন্নাতে রাসূলের কথাও বলেছেন [মুস্তাদরাক-হাকেম]।

ভুল ধারণাটি হলো এই যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একটি মাত্র বস্তু কুরআনকে গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট বলেছেন, তখন দ্বিতীয়

বস্তু হাদীস বা সুন্নাহকে (যাতে রয়েছে সহীহ ব্যতীত অনেক দূর্বল ও জাল হাদীস) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল ?

বাস্তবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উভয় উক্তির মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য বা বিরোধ নেই। বরং পরিণামের দিক দিয়ে উভয় কথার উদ্দেশ্য এক। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জাতুল ওয়াদায়ে শুধু কুরআন মজীদকে গোমরাহী থেকে বাঁচার মাধ্যম বলেছেন। কিন্তু স্বয়ং কুরআন মজীদ সুন্নাতে রাসূল তথা হাদীসসমূহকে মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় বলেছেন এবং তা ছেড়ে দেয়াকে গোমরাহী বলেছেন। এ ব্যাপারে জানার জন্য এ পুস্তকের 'কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে সুন্নাহ ' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য। অতএব যদি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় সংক্ষিপ্ত ভাবে শুধু কুরআনের কথা উল্লেখ করে থাকেন এবং অন্য সময়ে কুরআন-সুন্নাহ দুটির কথাই বলেন, তাহলে তা কি পার্থক্য বা বিরোধ পূর্ণ বক্তব্য হলো? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উভয় কথার মধ্যে শুধু তারাই পার্থক্য ও বৈপরীত্য বোধ করবেন, যারা কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং অজ্ঞ অথবা যারা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করাকে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে।

বিশেষ আরয

পরিশেষে আমি কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি আহবানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে, আপনারা সুন্নাহের অনুসরনের দাওয়াতকে মাত্র কয়েকটি ইবাদত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিস্তার হওয়া উচিত। ছালাত আদায় করার সময় যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নাহ উদ্দেশ্য তেমনি আখলাক তথা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ইত্তিবায়ে সুন্নাহ উদ্দেশ্য। হজ্জ ও ছিয়ামের মাসায়েলে যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নাহ দরকার, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য, লেন দেন ইত্যাদিতেও ইত্তিবায়ে সুন্নাহ দরকার। যেমন ঈছালে ছাওয়াব ও কবর যিয়ারতের মাসায়েলে ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন, তেমনি খারাপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যও ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন। যেমনি আল্লাহর হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন, তেমনি বান্দার হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রেও ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন। মোট কথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে, মসজিদের ভিতরে বা বাইরে, পরিবার পরিজনের সাথে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে, যেখানেই হোক না কেন, সবসময় সর্বস্থানে সূন্নাহের অনুসরণ উদ্দেশ্য। শুধু ইবাদতের কতিপয় মাসায়েলে গুরুত্ব দিয়ে জীবনের বাকী সব ব্যাপারে সূন্নাহের অনূসরণ ছেড়ে দেয়া কোন মতেই শোভা পায় না। কিতাব ও সূন্নাহের প্রতি আহবানকারীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে, কিতাব ও সূন্নাহের দাওয়াত হলো প্রামাণ্য এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক দাওয়াত, সাধারণ লোকেরা যারা সব রকমের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত থাকেন, তারাই এই দাওয়াতকে নির্দ্বিধায় গ্রহন করে থাকেন। কাজেই

মানুষের মন মস্তিস্ক এবং যোগ্যতাকে সামানে রেখে হিকমত ও উত্তম উপদেশের ভিত্তিসমূহকে কখনো ভুলবেন না। আর সব সময় মনে রাখবেন যে, একগুঁয়েমির প্রতিফল হয় একগুঁয়েমি, জেদের প্রতিউত্তর হয় জেদ এবং গোঁড়ামীর বদলে হয় গোঁড়ামী। দাওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, মিষ্টভাষা এবং উদারতা যে ফল বয়ে আনতে পারে, কট্টরতা, কঠোরতা ও সংকীর্ণমনা ইত্যাদি কোন দিন সে ফল বয়ে আনতে পারে না।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহের মত গুরুত্বপূর্ণ ও সুক্ষ বিষয় সম্পর্কে আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কথা আমার পুরাপুরী জানা আছে, তাই আমি যথা সম্ভব ওলামায়ে কিরামের জ্ঞান ও তাহক্বীক্বের ভান্ডার থেকে বেশী বেশী উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছি। যে সকল সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম এই পুস্তিকাটিকে দ্বিতীয় বারের মত দেখে সত্যায়িত করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁদের সাথে তাঁদের মাতা পিতা ও উস্তাদবৃন্দকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, আমীন।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ সম্পর্কে দুটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় বিদাত ও হাদীস অস্বীকারের ফিতনা শিরোনামে ভুমিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ হওয়ার কারণে পরিশিষ্ট রূপে ভিন্ন একটি অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হল।

মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব ও মুহতারাম হাফেজ সালাহউদ্দীন ইউসুফ সাহেব কিতাবটির শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করতঃ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আমি আমার পাক-ভারতীয় সে সকল ভাইদের শোকরিয়া আদায় করা আবশ্যক মনে করি, যারা কোন না কোন ভাবে পুস্তিকার সম্পূর্ণতা আনয়নে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা সকল বন্ধুদেরকে দুনিয়াও আখেরাতে নিজের অনন্ত রহমত ও অশেষ মেহেরবানীতে শামিল করুন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

বিনীত

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়
রিয়াদ, সৌদি আরব।

পরিশিষ্ট - ১

হাদীস অস্বীকারের ফিত্না

হাদীস অস্বীকারের ব্যাপারে একথার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, মুসলমানদের মধ্যে খুব কম লোকই এমন আছে, যারা হাদীসে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আইনগত মর্যাদাকে সরাসরি অস্বীকার করে। তবে এমন লোক অধিক হারে মওজুদ আছেন যারা সুন্নাতের আবশ্যকীয়তা স্বীকার করেও সুন্নাত থেকে গা বাঁচানোর জন্যে হাদীসসমূহের উপর বিভিন্ন অভিযোগ এনে হাদীসভান্ডারকে সংশয়যুক্ত ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় সদা নিমগ্ন। হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, তাদের কাছে শরীয়তের বিধি বিধান মান্য করা বা না করার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল এরূপঃ যেন শরয়ী বিধানাবলীর হাট বাজার বসেছে আর কেউ পাঁচ ওয়াক্তের বদলে দুই ওয়াক্তের ছালাত আদায়কে যথেষ্ট মনে করছে আবার কেউ ত্রিশ সিয়ামের স্থানে দু' একটি ছিয়াম পালনকে ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট মনে করছে। এমনিভাবে কেউ হজ্জ ও কোরবানীর জন্য অর্থ ব্যয়ের বদলে জনসেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয়কে শ্রেয় মনে করছে। আর কেউ যাকাতের পরিমানে কম-বেশী করার জন্য সমকালীন সরকারের অভিমতকেই যথেষ্ট মনে করছে। আর কেউ কুরআনী বিধানাবলীর তাফসীর ও ব্যাখ্যার জন্য বর্তমান যুগের মুফতীদেরকে তাফসীরের আসনে বসাতে চান, আবার কেউ এ সম্মানিত পদ সমকালীন সরকারকে দিতে চাচ্ছে। হাদীস অস্বীকারের ফিতনায় প্রভাবিত এবং পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তাধারায় মুগ্ধ ও উন্নতিকামী দার্শনিকরা তাদের লিখনি ও বক্তৃতার পূর্ণ জোর দিয়ে হাদীসসমূহকে সংশয়যুক্ত ও অনাস্থাপূর্ণ প্রমাণ করার পিছনে ব্যয় করছেন, যেন ইসলামী সমাজকে তথাকথিত সেই নির্লজ্জ স্বাধীনতা দিতে পারে, যা পশ্চিমা দেশ গুলোতে বিরাজ করছে। আর মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, প্রত্যেক বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, গান-বাজনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা প্রচারকারী কার্যসমূহ এবং ঘুষ, সুদ, জুয়া, মদ ও ব্যভিচার ইত্যাদি কার্যসমূহকে যেন শরিয়তের সনদযুক্ত করতে পারে।

হাদীস বিশারদ ইমামগণের অবদান সমূহঃ একটি সমীক্ষা

হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিযোগসমূহ বিচার বিশ্লেষণের পূর্বে হাদীস বিশারদগণ হাদীসের হিফাযত তথা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও মেহনত করেছেন তার প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া উচিত। শাস্ত্রের ইতিহাসে হাদীসের সংরক্ষণের বিষয়টি বড় এক উজ্জ্বল সাফল্য, যা স্বীকার করতে এবং যাকে ভক্তি করতে অমুসলিমরা পর্যন্ত বাধ্য। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ প্রফেসর মার্গারেট যে স্বীকার করেছেন ‘‘হাদীস শাস্ত্র নিয়ে মুসলমানগণ

গর্ব করতে পারে'' তা অনর্থক নয়। প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহার মুহাদ্দিসগণের অবদান স্বীকার করে বলেছেনঃ-''মুহাদ্দিসগণ মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, আন্দালুস (স্পেন) থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত, শহরে বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে এমনকি অলিতে গলিতে পর্যন্ত পায়ে হেটে সফর করেছেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে, তা হল হাদীসসমূহ একত্রিত করা এবং নিজ নিজ শিষ্যগণের মাঝে তা প্রচার করা। নিঃসন্দেহে 'রাহহাল' এবং 'জাওয়াল' (অর্থাৎ অনেক ভ্রমণকারী) উপাধী এদেরকেই দেয়া উচিত।

হযরত আবুআইয়ুব আনসারী (রাঃ) শুধুমাত্র একটি হাদীসের তাহকীকের জন্য মদীনা থেকে সুদুর মিসর সফর করেছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি হাদীস শুনার জন্য লাগাতর এক মাস সফর করেছেন। হযরত মাকহুল (রাঃ) ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য মিসর, সিরিয়া, হিজায এবং ইরাক পর্যন্ত সফর করেছেন। ইমাম রাযী (রাহঃ) বলেন, প্রথমবার হাদীস অন্বেষনের জন্যে বের হয়ে সাত বছর পর্যন্ত সফর করেছি। ইমাম যাহাবী (রাহঃ) ইমাম বুখারী সম্পর্কে লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী হাদীস অন্বেষণের জন্য নিজ শহর 'বুখারা' ছাড়াও বলখ, বাগদাদ, মক্কা, বছরা, কূফা, সিরিয়া, আসকালান, হিমস এবং দামেশকের আলিমদের কাছে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (রাঃ) হাদীসের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আপন শিক্ষক শু'বা (রাহঃ) এর খেদমতে দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। নাফে ইবনে আবদুল্লাহ (রাহঃ) বলেন, 'আমি ইমাম মালেক (রাহঃ) এর কাছে চল্লিশ বা পয়ত্রিশ বছর ছিলাম। দৈনিক সকাল, বিকাল এবং সন্ধায় তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম।' ইমাম যুহরী (রাহঃ) বলেন ''আমি সাঈদ ইবনে মুবারাক (রাহঃ) এর শাগরিদ হিসেবে বিশটি বছর অতিবাহিত করেছি।'' আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রাহঃ) এগার শত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। ইমাম মালেক (রাহঃ) নয় শত উস্তাদ থেকে হাদীস শিখেছেন। হিশাম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাহঃ) সতের শত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখেছেন। আবুনুয়াইম ইস্পেহানী আট শত হাদীসের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন।

হাদীস বিশারদগণ হাদীস অন্বেষণ উদ্দেশ্যে পূর্ণ ঈমান ও আস্থার সহিত সম্পূর্ণ জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এমনকি অনেকে ঘর বাড়ীর সম্পূর্ণ পুঁজি বিলীন করে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে কঠিন থেকে কঠিন পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইমাম মালেক (রাহঃ) আপন উস্তাদ রবীআহ (রাহঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি ঘরের ছাদের কাঠ পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন। আর কখনো তিনি ময়লা আবর্জনার স্থান থেকে কুড়েঁ কুঁড়ে খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের বিশেষ ইমাম ইয়াহয়া ইবনু মূঈন (রাহঃ) সম্পর্কে খতীব বাগদাদী (রাহঃ) বলেছেন ইয়াহয়া ইবনু মূঈন (রাহঃ) হাদীসের জ্ঞান হাসিল করার জন্য দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দিরহাম খরছ করেছেন, অবস্থা

এতটুকু দাঁড়িয়েছে যে, তাঁর কাছে পায়ে পরার জুতা পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। এছাড়া হাদীস অর্জনের জন্য ইবনে আছেম ওয়াসেতী (রাহঃ) এক লক্ষ দেরহাম, ইমাম যাহাবী (রাহঃ) দেড় লক্ষ দেরহাম, ইবনু রুস্তুম (রাহঃ) তিন লক্ষ দেরহাম, হিশাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ সাতলক্ষ দেরহাম ব্যয় করেছেন।

ইমাম বুখারী (রাহঃ) এর মত ধনী এবং সুখ-শান্তিতে লালিত পালিত ব্যক্তি হাদীসের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে কেমন অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন তা তাঁর সাথী উমর ইবনু হাফস (রাহঃ) বর্ণিত এই ঘটনা থেকে অনুমিত হয়। উমর উবনু হাফস বলেনঃ ‘‘বছরা শহরে আমরা মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীর সঙ্গে হাদীস লেখতাম। কিছু দিন পর উপলব্ধি করতে পারলাম যে, বুখারী (রাহঃ) কিছু দিন থেকে দরসে অংশ গ্রহণ করছেন না। তাঁকে তালাশ করতে করতে আমরা তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছলাম, দেখতে পেলাম তিনি এক অন্ধকার কুঠুরীতে পড়ে আছেন। এমন কোন পোশাক তাঁর কাছে ছিল না যা আবৃত করে তিনি জনগণের সামনে বের হবেন। জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলাম যে, সফরের পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পোষাক তৈরীর পয়সাটুকুও নেই। পরিশেষে ছাত্ররা টাকা জমা করল এবং বুখারীর জন্য কাপড় ক্রয় করে এনে দিল। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে শিক্ষালয়ে আসা যাওয়া শুরু করলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) যখন ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য ইয়েমেন দেশে সফর করলেন, তখন তিনি লুঙ্গী বানাতেন, এবং তা বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন মেটাতেন। যখন ইয়েমেন থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রুটি বিক্রেতার কাছে ঋণী ছিলেন। পরিশোধের উদ্দেশ্যে স্বীয় জুতা তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজে নগ্ন পায়ে চলতে লাগলেন, পথে উটের উপর বোঝা উঠা নামাকারী শ্রমিকদের সাথে মজুরী কাজে শরীক হন, যা পারিশ্রমিক মিলত তা দিয়ে কোন রকম দিনাতিপাত করতেন।

হাদীস অন্বেষণ ও হাদীস প্রচারের জন্য হাদীস বিশারদগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস শুধুমাত্র তাদের দিবারাত্রির মেহনত এবং দরিদ্র জীবনের মধ্যে শেষ নয়। বরং এইপথে মুহাদ্দিসগণকে সমকালীন স্বৈরাচারী জালিম সরকারের ক্ষোভের স্বীকার হতে হয়েছে। বনু উমায়্যার শাসনামলে [উমর ইবনু আব্দিল আযীযের শাসনামল ব্যতীত] মুহাম্মদ ইবনু সিরিন, হাসান বছরী, উবায়দুল্লাহ ইবনু আবি রাফি, ইয়াহয়া ইবনু উবায়দ এবং ইবনু আবী কাসীর (রাহঃ) এর মত বড় বড় মুহাদ্দিসকে শাসকবর্গের জুলুম অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। আব্বাসীদের শাসনামলে ইমাম মালেক (রাহঃ) এর খোলা পিঠে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। হযরত সুফিয়ান ছাওরীর (রাহঃ) মত মুহাদ্দিসকে হত্যা করে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) কে গ্রেফতার করে পদব্রজে রাজধানীর দিকে চালান দেয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁকে জেলে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) কিতাব ও সুন্নাহ্র জন্য যে

অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন তা ইসলামী ইতিহাসের বড় একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়। ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) এর জানাযার নামাযের জন্য লাশ বের করা হয় জেল খানার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কুঠরী থেকে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এসকল পবিত্র ব্যক্তির উপর কোটি কোটি রহমত বর্ষন করুন, যাঁরা সময়ের সকল অত্যাচার অনাচার সহ্য করেও হাদীসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাতিকে প্রত্যেক সময়ের ঘূর্ণিবায়ু থেকে সংরক্ষণ করণের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ সকল আত্মিক ও আর্থিক ত্যাগ তিতিক্ষার সাথে সাথে হাদীস বিশারদগণের ইলমী অবদানসমূহকেও দৃষ্টিতে রাখা উচিত। হাদীসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁদের সতর্কতার কথা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) সাক্ষী ব্যতীত কোন হাদীস গ্রহণ করতেন না। হযরত আলী (রাঃ) হাদীস বর্ণনাকারী থেকে শপথ নিতেন। হযরত উসমান (রাঃ) সতর্কতার কারণে হাদীসই কম বর্ণনা করতেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন দায়িত্ববোধের কারনে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। হযরত আনাস (রাঃ) সতর্কতার কারণে হাদীস বর্ণনার পর "أَوْ كما قال" (অর্থাৎ যেরুপ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) বাক্যটি বলতেন। যখন ছাহাবীদের মধ্যে কারো বার্ধক্যের কারনে স্বরণশক্তি কম হয়ে যাওয়ার আশংকা হত তখন তিনি হাদীস বর্ণনা ছেড়ে দিতেন। হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) থেকে যখন তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেনঃ ‘‘আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। স্বরণশক্তি কম হয়ে গেছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।’’ ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেছেনঃ আমি মদীনার এমন অনেক মুহাদ্দিসকে জানি যারা এমন বিশ্বস্ত ও পরহেজগার ব্যক্তিদের কাছ থেকেও হাদীস গ্রহণ করতেন না, যাদের কাউকে বায়তুল মালের সংরক্ষক নিয়োগ করা হলে, তাতেও তারা খেয়ানত করবেন না।’’ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহ্য়া ইবনু সাঈদ (রাহঃ) বলেছেনঃ আমরা অনেক লোককে লক্ষ লক্ষ দিনার দিরহামের জন্য বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে পারি না। মুহাদ্দিস মুঈন ইবনু ঈসা (রাহঃ) বলেনঃ ‘‘আমি ইমাম মালেক (রাহঃ) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছি তার প্রত্যেকটি হাদীস অন্তত ত্রিশবার শুনেছি। মুহাদ্দিস ইব্রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ আল হারবী (রাহঃ) বলেনঃ ‘আমি আমার উস্তাদ হুসাইন (রাঃ) থেকে যে হাদীস গুলো বর্ণনা করি, তা অন্ততঃ ত্রিশবার করে শুনেছি। মুহাদ্দিস ইব্রাহীম ইবনু সাঈদ আল জাওহারী (রাহঃ) বলেনঃ ‘‘যতক্ষণ এক একটি হাদীস শত শত সূত্রে না পাই ততক্ষণ সে হাদীস সম্পর্কে নিজেকে এতীম মনে করি।’’

হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই এর ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ যে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তা এত বেশী আশ্চর্যজনক যে, বর্তমান যুগের প্রগতিবাদী চিন্তাবিদরা তাঁদের পায়ের ধূলার সমানও হবে না। প্রসিদ্ধ জার্মান পন্ডিত ডক্টর স্প্রিঙ্গার الإصابة في أحوال الصحابة [আল ইছাবা ফি আহওয়ালিচ্ছাহাবা] বইয়ের ইংরেজী ভূমিকাতে লিখেছেনঃ ''দুনিয়াতে এমন কোন জাতি দেখা যায় নি এবং আজো নেই, যারা মুসলমানদের মত 'আসমাউর রিজাল নামক' এমন এক বিরাট তথ্যভান্ডার আবিস্কার করেছেন। যার বদৌলতে আজ পাঁচ লক্ষ মানুষের (ওলামা ও মুহাদ্দিসগণের) জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়''।

মুহাদ্দিসগণ 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রে এক একজন রাবী [হাদীস বর্ণনাকারী] এর আকীদা, বিশ্বাস, চরিত্র, পরহেযগারী, আমানত, দ্বীনদারী, সত্যতা, স্মরণ শক্তি, বোধ শক্তি ইত্যাদিকে যাচাইয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন, এবং কোন রকমের প্রশংসার আশা বা ভর্ৎসনার ভয়কে তোয়াক্কা না করে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, হাদীস জ্বালকারী বা হাদীসে মিথ্যা মিশ্রণকারী লোকদের নাম আলাদা করে ফেলেছেন, কোন হাদীসে বর্ণনাকারী নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলে ফেললে তাও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। কোথাও সনদের ধারাবাহিকতায় বৈপরীত্য দেখা দিলে তখন শুধু তা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হন নি, বরং সনদের শুরু, শেষ বা মধ্যখানে কাটা পড়ে যাওয়ার ভিত্তিতে হাদীসের আলাদা আলাদা স্তর বানানো হয়েছে। বিদাতপন্থী এবং খারাপ আকীদার লোকজনের হাদীসগুলোকে আলাদা স্তরে রাখা হয়েছে। সন্দেহযুক্ত এবং দুর্বল স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাদীসসমূহকে আলাদা স্তরে রাখা হয়েছে। কোথাও রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধী, বাপ-দাদা বা উস্তাদের নাম এক হয়ে গেলে তার জন্য আলাদা কায়েদা কানুন রাখা হয়েছে। এমনিভাবে সহীহ হাদীসগুলোকেও বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। أمرنا، نهينا، نفعل، انه من السنة ইত্যাদি শব্দ সমৃদ্ধ হাদীসগুলি আলগভাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীসের আলাদা আলাদা নাম দেয়া হয়েছে। সহীহ কিন্তু বাহ্যিক বৈপরীত্য সম্পন্ন হাদীসগুলোর জন্য কায়েদা কানুন নির্ধারণ করা হয়েছে। হাদীস বর্ণনা করার সময় أخبرنا، أنبانا، حدثنا، ناولنا، ذكرلنا ইত্যাদি বাহ্যিক এক অর্থবোধক শব্দসমূহের আলাদা আলাদা স্তর এবং ধারাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হাদীস বিশারদগণের ইলমী প্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে এ থেকে ধারণা নেয়া যেতে পারে যে, তাঁরা হাদীসের হিফাযতের জন্য শতাধিক শাস্ত্র আবিস্কার করেছেন, যার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সহস্র কিতাব রচনা করা হয়েছে।

হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহ

হাদীসের হিফাযতের জন্য হাদীস বিশারদগণের আত্মিক, আর্থিক, এবং ইলমী চেষ্টাসমূহের উপর দৃষ্টিপাতের পর এখন আমরা আসল বিষয় 'হাদীস অস্বীকার' এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিযোগগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি অভিযোগ এখানে আমরা উল্লেখ করছি।

১-যে সকল হাদীস যুক্তির বিপরীতে হবে তা অনির্ভরযোগ্য।

২- যে সকল হাদীস কুরআনের বিপরীত তা অনির্ভরযোগ্য।

৩- যে সকল হাদীস ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিপরীত তা অনির্ভরযোগ্য।

৪- যে সকল হাদীস বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও আবিস্কারের বিপরীত তা অনির্ভরযোগ্য।

৫- হাদীস বর্ণনাকারীগণ তো মানুষই ছিলেন, সুতরাং হাজার চেষ্টার পরেও ভুলের আশংকা থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই মুহাদ্দিসগণের তাহকীক তথা যাচাই বাছাইয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যাবে না।

৬- সহীহ হাদীসের সাথে বিপুল সংখ্যক দুর্বল এবং মনগড়া জ্বাল হাদীস এমনভাবে মিলে মিশে গেছে যে, মুহাদ্দিসগণ স্ব স্ব জ্ঞান বুদ্ধি ও বোঝ মতে যে হাদীস গুলি গ্রহণ করেছেন, তাও অগ্রহণযোগ্য।

৮- হাদীসের ইমামগণের মধ্যে অধিকাংশ পারস্য অধিবাসী ছিলেন। যারা ইরানী সরকারের সাথে মিলে ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে এবং অসংখ্য হাদীস জাল করেছে।

৯- হাদীস সংকলন হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের প্রায় দু'শ বা দ'ুশত পঞ্চাশ বছর পরে, সুতরাং তা অবিশ্বাসযোগ্য।

হাদীসের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই এখানে আমরা সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ অভিযোগ অর্থাৎ হাদীস সংকলনের ব্যাপারে কৃত অভিযোগটির বিস্তারিত উত্তর লিখে ক্ষান্ত হব।

হাদীস সংকলন

অভিযোগ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রায় দুই বা আড়াই শ' বছর পর ঠিক সে সময়ে হাদীসের সংকলন শুরু হয় যখন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবুদাউদ, ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রাহঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীস লেখা এবং তা বিন্যস্ত করা শুরু করেন। সুতরাং হাদীস ভান্ডার কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

সর্বপ্রথম আমরা এই ভুল ধারণাটি দুর করা আবশ্যক মনে করি যে, রাসূল আকরাম রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে লেখা পত্রের কোন প্রচলন ছিল না। লোকেরা তখন শুধু স্মরণ শক্তির উপর ভিত্তি করতেন। যে সকল ছাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়মিত লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং যাদের থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তিনামা, পত্র, টাকা, পয়সার হিসাব, সরকারী বিধানাবলী এবং ধর্মীয় মাসায়েল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করানোর খেদমত নিতেন, তাঁদের প্রত্যেক ছাহাবীর দায়িত্বের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হল ঃ

১- হযরত খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ), ২- হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ), ৩- হযরত হুসাইন ইবনু নুসাইর (রাঃ), ৪- হযরত জুহাইম ইবনু ছাল্ত (রাঃ), ৫- হযরত হুযাইফা ইবনু য়ামান (রাঃ), ৬- মুআ'ইকিব ইবনু আবি ফাতিমা (রাঃ) ৭- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম (রাঃ), ৮- হযরত আ'লা ইবনু উক্বা (রাঃ) ৯-হযরত যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাঃ), ১০- হযরত উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) ১১- হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) ১২-হযরত আ'লী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) ১৩- হযরত যায়েদ ইবনু ছাবেত আনছারী (রাঃ) ১৪-হযরত হানযালা ইবনু রবী (রাঃ), ১৫- হযরত আ'লা ইবনু হাযরামী (রাঃ), ১৬-হযরত আবান ইবনু ছাঈদ (রাঃ) ১৭- হযরত উবাই ইবনু কাআ'ব।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় আরো অনেক ছাহাবী ছিলেন যাঁরা লেখা পড়া জানতেন। কিন্তু নিয়মিত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন না। নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হল ঃ

১- হযরত কাআ'ব ইবনু মালেক (রাঃ), ২- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), ৩- হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রাঃ), ৪-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) ৫- হযরত খাব্বাব ইবনু আরত (রাঃ), ৬- হযরত সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) ৭- হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আব্বাস (রাঃ) ৮-হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ), ৯-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা (রাঃ) ১০- হযরত ছা'আদ ইবনু উবাদাহ (রাঃ), ১১- হযরত সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ), ১২-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ), ১৩- হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ), ১৪-হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ১৬- হযরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রাঃ), ১৭- হযরত আবু রাফে মিসরী (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দেয়া ছাড়াও ছাহাবীগণ নিজ নিজ চাহিদা ও আসক্তি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বার্তা এবং কাজ কর্মও লিখে রাখতেন। কিছু সংখ্যক ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। হযরত রাফে ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনে পরে তা লিপিবদ্ধ করে নেই, এ সম্পর্কে আপনার মত কি ? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি লিখে রাখ তাতে কোন অসুবিধা হবে না। হযরত আবু রাফে' মিসরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস লেখার অনুমতি চেয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি অভিযোগ করল যে তাঁর হাদীস স্মরণ থাকে না, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি তোমার হাতের সাহায্য গ্রহণ কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এব মুখ থেকে যা শুনতাম তা স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে লিখে নিতাম। কুরাইশরা আমাকে বাধা দিল এবং বললঃ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ। কখনো রাগেও কথা বলে ফেলেন। তখন আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তা আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ যা কিছু আমার কাছ থেকে শুনবে সব লিখে রাখ, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ ! এই মুখ থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না। হযরত যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ভাবে বিদেশী ভাষা এবং তা লেখা শিখার আদেশ দিয়েছিলেন।

এখানে যে হাদীসে হাদীস লিপিবদ্ধ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, [অর্থাৎ لَا تَكْتُبُوْا عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنَ' আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিও না] তার একটু ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যক মনে করি। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হিসেবে যা বলতেন ছাহাবীগণ তাও কুরআনী আয়াতের সাথে একত্রে লিখে নিতেন। এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন এটি কি লিখছ ? ছাহাবীগণ আরয করলেনঃ যা আপনার কাছ থেকে শুনি তার সবই লিখে রাখি। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহর কিতাবের সাথে সাথে আরেকটি কিতাব লিখা হচ্ছে? আল্লাহর কিতাবকে খালেছ নির্ভেজাল এবং আলাদা রাখো'। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শব্দগুলো দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ কুরআনী আয়াতের সাথে সাথে তার ব্যাখ্যা তথা হাদীসও একত্রে লিখা শুরু করেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে আলাদা করে লেখার আদেশ দিলেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করা থেকে সাধারণ ভাবে নিষেধ করেন নি। যখন কুরআন মজীদ হয়ে গেল এই বিশ্লেষণের পর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় (১১ হিজরী পর্যন্ত) হাদীস লিপিবদ্ধ করণ এবং হাদীস সংকলনের কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করছি। মনে রাখবেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কার্য ব্যতীত সে সকল লিখিত ভান্ডারও হাদীসের অন্তর্ভূক্ত যা তিনি, পত্র, চুক্তিনামা, সরকারী ফরমান হিসেবে তৈরী করিয়েছেন।

নবীযুগ এবং ছাহাবাযুগে [১১০ হিজরী] হাদীস সংকলন

১- 'কিতাবুচ্ছাদ্কাহ' [كِتَابُ الصَّدَقَة] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিন গুলোতে সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানোর জন্য 'কিতাবুচ্ছাদকাহ' রচনা করান। যাতে রয়েছে চতুস্পদ জন্তুর যাকাতের কিছু বিধান। (তিরমিযী।)

২- ছহীফায়ে আমর ইবনু হাযম [صَحِيْفَة عَمْرو بن حَزَم] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনের গভর্ণর হযরত আ'মর ইবনু হাযম (রাঃ) এর কাছে একটি পুস্তিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন। যাতে ছিল - তিলাওয়াতে কুরআন, যাকাত, ত্বালাক, ইতাক (কৃতদাস মুক্তি করণ), কেছাছ (হত্যার বদলা), দিয়ত, (নিহত ব্যক্তির রক্তপণ), ফরয এবং নফল বিধানাবলী এবং কবীরা গুণাহ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা। (আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, দারাকুতনী, দারিমী, হাকেম।)

৩- ছহীফায়ে আ'লী [صَحِيْفَة عَلِى] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে একটি সহীফা লিপিবদ্ধ করিয়ে দিলেন যার সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ ''আল্লাহর শপথ ! আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং এই ছহীফা ব্যতীত লেখা পড়ার অন্য কোন গ্রন্থ নেই, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এই ছহীফাটি আমাকে প্রদান করেছেন। এতে রয়েছে যাকাতের বিধানাবলী। [আহমদ]।

৪- ছহীফায়ে ওয়ায়েল ইবনু হুজর [صَحِيْفَةُ وَائِل بن حُجر] হযরত ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) যখন তাঁর দেশ 'হাদ্বরামুতে' যেতে লাগলেন, তখন নবী করীম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য, যাকাত, ছাওম, বিবাহ, সুদ ইত্যাদি বিষয় সমৃদ্ধ একটি ছহীফা লিপিবদ্ধ করে তাঁকে দিলেন [ত্বাবরানী]।

৫- ছহীফায়ে সাআ'দ ইবনু উবাদাহ [صَحِيْفَة سَعد بن عُبَادَة] হযরত সাআ'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) নিজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনে এই ছহীফা লিপিবদ্ধ করেছেন। (তিরমিযী)।

৬- ছহীফায়ে সামুরা ইবনু জুনদাব [صَحِيْفَة سَمُرَة بن جُنْدَبْ] হযরত সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) এই ছহীফাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তৈরী করেছিলেন। পরে তা তাঁর ছেলে হযরত সালমান (রাহঃ) এর আয়ত্বে আসে। [হিফাযতে হাদীস]।

৭- ছহীফায়ে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ [صَحِيْفَة جَابِر بن عَبْدِ الله] হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) এর তৈরীকৃত ছহীফা। এতে হজ্জের বিধানাবলী সম্পর্কে হাদীস আছে। [মুসলিম]।

৮- ছহীফায়ে আনাস ইবনু মালেক [صَحِيْفَة أَنَس بن مَالِكْ] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশিষ্ট খাদেম হাযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনে তা লিখেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা সত্যায়িত করে নিয়েছিলেন। [হাকেম।]

৯- ছহীফায়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস [صَحِيْفَة عَبْدُ الله بْن عَبَّاس] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে হাদীস সম্পর্কীয় কয়েকটি পুস্তিকা ছিল, [তিরমিযী।] হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর ইন্তেকালের সময় তাঁর কাছে এক উটের বোঝাই সমান কিতাব ছিল [ইবনু সাআ'দ]।

১০- ছহীফায়ে ছাদেকাহ [صَحِيْفَة صَادِقَة] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এর কাছে হাদীসসমূহের অনেক বড় ভান্ডার ছিল। যার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেনঃ 'ছাদেকাহ' এমন একটি গ্রন্থ যা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনে লিপিবদ্ধ করেছি। [দারিমী। [১]]।

১১- ছহীফায়ে উমর ইবনুল খাত্তাব [صَحِيْفَة عُمَر بْنِ الخَطَّاب] এই ছহীফায় ছদকা এবং যাকাতের বিধানাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেনঃ 'আমি হযরত উমর (রাঃ) এর এ কিতাবটি পড়েছি। [মুয়াত্তা - ইমাম মালেক]।

১২- ছহীফায়ে উসমান [صَحِيْفَة عُثْمَان] এই ছহীফায় যাকাতের সকল বিধান লিপিবদ্ধ ছিল। [বুখারী]।

১৩- ছহীফা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ [صَحِيْفَة عَبْد الله بْنِ مَسْعُوْد] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের ছেলে হযরত আব্দুররহমান বলতেনঃ এ ছহীফা তাঁর পিতা নিজ হাতে লিখেছেন। [আয়িনায়ে পরবেযিয়াত]।

১৪- মুসনাদু আবুহুরায়রা [مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَة] এ হাদীস গ্রন্থের কপিটি ছাহাবা যুগেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর একটি কপি উমর ইবনু আব্দিল আযীযের (রাহঃ) এর পিতা, সমকালীন মিসরের গভর্নর আব্দুল আযীয ইবনু মারওয়ান (ইন্তেকালঃ ৮৬ হিজরী) এর কাছে ছিল। [বুখারী]।

১৫- মক্কা বিজয়ের ভাষণ [خُطْبَة فَتْح مَكَّة] ইয়েমেন নিবাসী আবুশাহ নামক এক ছাহাবীর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বিস্তারিত ভাষণ লিখে দেয়ার আদেশ দিলেন [বুখারী]।

---

১. সায়্যিদ আবুবকর গজনবী (রাহ:) এর তাহকীক মতে 'ছহীফায়ে ছাদেকাতে' পাঁচ হাজার তিনশত চুয়াত্তর (৫৩৭৪) এর কিছু বেশী হাদীস স্থান পেয়েছে। জেনে রাখা উচিত যে, বুখারী ও মুসলিমে পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা চার হাজারের বেশী নয়। [কিতাবতে হাদীস আ'হদে নববী মে।]

১৬- রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [رِوَايَة حَضْرَتِ عَائِشَة صِدِّيْقَة] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর শাগরিদ হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর (রাহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন। [ইস্তেখাবে হাদীসের ভূমিকা]।

১৭- ছহীফায়ে সহীহা [صَحِيْفَة صَحِيْحَة] এ ছহীফা হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) এর তৈরীকৃত একটি পুস্তিকা। তিনি তাঁর শাগরিদ হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (রাহঃ) এর দ্বারা লিখালেন। এতে ১৩৮ টি হাদীস রয়েছে, যে গুলোর বেশীর ভাগের সম্পর্ক হল চরিত্রের সাথে। এ হাদীসগ্রন্থটি পাক-ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণ রাখবেন, হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। যার অর্থ হল, এই মূল্যবান রচনাটি ছাহাবাযুগে রচিত হয়েছে। এ ছহীফার একটি কপি ষষ্ঠ হিজরী সনে কপি করা হয়েছিল। যা সুপ্রসিদ্ধ ডক্টর জনাব হুমায়দুল্লাহ [প্যারিসে অবস্থানকারী] দামেশকের যাহেরিয়া লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। একই ছহীফার দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত একটি কপি ডক্টর সাহেব বার্লিন লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেছিলেন, উভয় হস্তলিখা কপিকে মিলানোর পর জানা গেল যে, উভয় কপির হাদীসসমূহে কোন পার্থক্য নেই। ছহীফা সহীহা যাকে 'ছহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ'ও বলা হয়, তার সমূহ হাদীস শুধু যে মুসনাদে আহমদে হুবহু বিদ্যমান আছে তা নয় বরং সব হাদীস হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবেও পাওয়া যায়। কাজেই ছহীফায়ে সহীহা যেন একথার জ্বলন্ত প্রমান বহন করে যে, নবীযুগ এবং ছাহাবাযুগেও হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হত। তদুপরি ছহীফাটির সব হাদীস মুসনাদু আহমদ এবং প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে হুবহু পাওয়া যাওয়া, হাদীস সমূহ শুদ্ধ ও অকাট্য হওয়ার বড় প্রমাণ।

১৮- ছহীফায়ে বশীর ইবনু নাহীক [صَحِيْفَة بَشِيْر بْن نَهِيْك] এ ছহীফাটি হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) এর আর একজন শাগরিদ বশীর ইবনু নাহীক (রাহঃ) তৈরী করেছেন। [জামিউ বয়ানিল ইল্‌ম]।

১৯- মাকতুবাতে হযরত নাফে' [مَكْتُوْبَات حَضْرَت نَافِع] কপিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হযরত নাফে' (রাঃ) এর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। [দারিমী]।

২০- পত্রাদি ও সনদসমূহ [خُطُوْط و وَثَائِقْ] হাদীসের নিয়মিত কিতাবসমূহ ব্যতীত তাঁর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধকৃত চিঠিপত্র ও সনদ ইত্যাদির সংখ্যাও সহস্র। এ গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল, যথাক্রমে ঃ

(ক) সাংবিধানিক চুক্তিঃ হিজরতের পর মদীনা শরীফে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের পর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম এবং অমুসলিম সবার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে ৫৩ দফায় সমৃদ্ধ একটি সাংবিধানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন, যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। [ইবনু হিশাম]।

(খ) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কায়সার, কিসরা, মুকাউকিস এবং নাজ্জাশী ব্যতীত, বাহরাইন, উমান, দামেশক, ইয়ামামা, নাজ্দ, দুমাতুল জুনদল এবং হিময়ার গোত্রের শাসকবর্গের কাছে দাওয়াতী পত্রাদি প্রেরণ করেছেন। [রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সিয়াসী যিন্দেগী]।

(গ) একটি সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করার সময় রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতিকে একটি পত্র লিখে দিলেন এবং বললেনঃ অমুক স্থানে পৌছার পূর্বে পড়িও না। সে স্থানে পৌছার পর সেনাপতি পত্র খুলে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ সবাইকে পড়ে শুনালেন। (বুখারী)।

(ঘ) হিজরতের সময় সুরাক্বা ইবনু মালিককে নিরাপত্তা পত্র লিখে দিয়েছিলেন। (ইবনু হিশাম)।

(ঙ) স্বীয় দাস হযরত রাফে' (রাঃ) এবং হযরত আ'লাঈ (রাঃ) কে মুক্ত করার সময় মুক্তি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। [মুকাদ্দামায়ে ছহীফায়ে ছহীহা, মুসনাদু আহমদ।]

(চ) ৯ হিজরী সনে যামরা গোত্র, ৫ হিজরী সনে ফাযারা এবং গাতফান গোত্র, ৬ষ্ঠ হিজরী সনে মক্কার কোরাইশ এবং ৯ম হিজরী সনে উকায়দার ইবনু আব্দিল মালিকের সাথে চুক্তি পত্র সম্পাদন করেছেন। [ত্বাবরানী, ইবনু সাআ'দ, ইবনু হিশাম, আলওয়াছায়েক]।

(ছ) খায়বরে ইয়াহুদিদেরকে এক ছাহাবীকে হত্যা করার কারনে রক্তপণ আদায়ের লিখিত আদেশ দিয়েছেন। [বুখারী ও মুসলিম]।

(জ) ইয়েমেনের গভর্ণর হযরত মাআ'য (রাঃ) এর ছেলের ইন্তেকাল উপলক্ষে লিখিত শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। [মুস্তাদরাক, হাকেম]।

(ঝ) হযরত ছুমামা (রাঃ) কে মক্কাবাসীর জন্য রসদ প্রেরণ বন্ধ না করার জন্য লিখিত ফরমান জারি করেছেন। [ফতহুলবারী]।

(ঞ) হযরত বেলাল ইবনু হারিছ মুযানীকে (রাঃ) আলকুদ্স পাহাড়ের পার্শ্বে স্থান দেয়ার জন্য লিখিত আদেশ দিয়েছেন। [আবুদাউদ]।

(ট) বিভিন্ন গোত্রের নামে রক্তপণের মাসায়েল লিখে প্রেরণ করেছেন। [মুসলিম]।

তাবেয়ীগণের যুগে [১৮১ হিজরী পর্যন্ত] হাদীস সংকলন

তাবেয়ীগণের যুগে হাদীসের ইমামগণের এমন একটি দল তৈরী হয়ে গেল, যারা নবী যুগ এবং ছাহাবাযুগে লিখিত ও সংকলিত হাদীসসমূহের সাথে অন্যান্য হাদীসকেও সংযুক্ত করে হাদীসের অনেক বড় বড় ভান্ডার তৈরী করে দিয়েছেন। এ যুগের কতিপয় লিখিত হাদীসের ভান্ডাররের কথা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১- হযরত উরওয়া (রাঃ) যুদ্ধ সম্পর্কে হাদীস গুলো একত্র করেছেন। [তাহযীবুত্ তাহযীবঃ ৭ম খন্ড]।

২- হযরত ত্বাউস (রাহঃ) রক্তপণের বিধান সম্পর্কীয় হাদীসগুলি একত্র করেছেন। [বায়হাকী]।

৩- হযরত খালেদ ইবনু মা'দান আল কালায়ী (রাহঃ) বিভিন্ন হাদীস সংকলন করেছেন। [তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খন্ড]।

৪- হযরত ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর হাদীসগুলির একটি সংকলন তৈরী করেছেন। [তাহযীবুত তাহযীব]।

৫- হযরত সালমান (রাহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর হাদীসগুলির একটি সংকলন তৈরী করেছেন। [তাহযীবুত তাহযীব]।

৬- হযরত আবু যিনাদ (রাহঃ) স্বীয় উস্তাদ থেকে হালালহারাম সম্পর্কীয় সব হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। [জামিউ বয়ানিল ইলমী ওয়া ফাযলিহী, ১ম খন্ড]।

৭- ইমাম মালেক (রাহঃ) হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' নামে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থটি হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন।

৮- মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব যুহরী (রাহঃ) শিক্ষার্থী অবস্থায় ছাহাবীদের হাদীস ও আছার সমূহ লিপিবদ্ধ করে নিয়ে ছিলেন। [জামিউ বয়ানিল ইলম, ১ম খন্ড]।

৯- হযরত উমর ইবনু আব্দিল আযীয (রাহঃ) স্বীয় শাসনামলে [ছফর ৯৯ হিজরী-রজব ১০১ হিজরী] হাদীস সংকলনের বিষয়টিকে সরকারী ভাবে গুরুত্ব দান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সমকালীন ইসলামী রাজতন্ত্রের প্রজ্ঞাবান সকল মুহাদ্দিসকে হাদীস সংকলনের আদেশ দিলেন, ফলে হাদীসের অনেক ভান্ডার রাজধানী দামেশকে পৌছে গেল। ইমাম যুহরী (ইন্তেকালঃ ১২৪ হিজরী) এ সব হাদীস ভান্ডারের যাচাই বাছাই এর কাজ সম্পন্ন করে এ সবের কপি ইসলামী রাজতন্ত্রের কোনায় কোনায় পৌছে দিলেন।

এ যুগে হাদীস সংকলনে আত্মনিয়োগকারী আরো কতিপয় মুহাদ্দিসের নাম নিম্নে দেয়া হলঃ-

১- আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ আল বছরী (রাহঃ) মক্কাবাসী ইন্তেকালঃ ১৫০ হিজরী।

২- মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রাহঃ) মদীনাবাসী, ইন্তেকালঃ ১৫১ হিজরী।

৩- ছঈদ ইবনু রাশেদ (রাহঃ) ইয়েমেনবাসী, ইন্তেকালঃ ১৫১ হিজরী।

৪- ছঈদ ইবনু আরোবা (রাহঃ) বছরাবাসী, ইন্তেকাল ঃ ১৫৬ হিজরী।

৫- আব্দুররহমান ইবনু আমর আউযায়ী (রাহঃ) সিরিয়াবাসী, ইন্তেকালঃ ১৫৭ হিজরী।

৬- মুহাম্মদ ইবনু আব্দুররহমান (রাহঃ), মদীনাবাসী, ইন্তেকাল ১৫৮ হিজরী।

৭- রবী ইবনু ছবীহ (রাহঃ), বছরাবাসী, ইন্তেকাল ১৬০ হিজরী।

৮- সুফিয়ান ছাওরী (রাহঃ), কূফাবাসী, ইন্তেকাল ১৬১ হিজরী।

৯- হাম্মাদ ইবনু আবি সালমা (রাহঃ), ইন্তেকাল ১৬৭ হিজরী।

১০- মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ), মদীনাবাসী, ইন্তেকাল ১৭৯ হিজরী।

১১- ইমাম শাবী, ইমাম যুহরী, ইমাম মাকহুল এবং কাযী আবুবকর ইবনু হাযম (রাহঃ) এর মুল্যবান রচনাবলীও তাবীযুগের স্বরণীয় হাদীস সংকলন। [হিফাযতে হাদীস]।

১২- জামিউ সুফিয়ান ছাওরী, জামিউ ইবনুল মুবারক, জামিউ ইমাম আওযায়ী, জামিউ ইবনু জুরাইজ, মুসনাদু আবুহানীফা, কিতাবুল খারাজ -- কাযী আবু ইউসূফ, কিতাবুল আছার- ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি গ্রন্থাবলীও এ যুগেই রচিত হয়েছে। [আয়েনায়ে পরবেযিয়াত, ৪র্থ অংশ]।

তাবেয়ীগণের পরবর্তীযুগ

তাবেয়ীগণের যুগের (১৮১ হিজরী) হাদীস সংকলনের এ আন্দোলনী চেষ্টার পর কাজটি এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হল যে, তৃতীয় শতাব্দীতে শুধু 'মুসনাদ'[১] এর নিয়মে রচিত হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক হয়ে গেল। এ মুবারক যুগের সব চেয়ে বেশী গ্রহনযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি হলঃ সুনানু দারিমী, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ, জামিউ তিরমিযী, সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানু নাসায়ী।

উক্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে,

- প্রথমতঃ অধিকাংশ হাদীস রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবনেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

- দ্বিতীয়তঃ যেহেতু নবীযুগ এবং ছাহাবাযুগের লিখিত সমূহ হাদীস সম্পদ তাবেয়ীগণের লিখিত কিতাবাদীতে বিদ্যমান আছে, সেহেতু হাদীস লিপিবদ্ধ করণ এবং হাদীস সংকলনের অপরূপ প্রচেষ্টায় নবীযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন রকমের বিরতি আসেনি।

- তৃতীয়তঃ সহীহ হাদীসসমূহের যে ভান্ডার বর্তমান আমাদের কাছে মওজুদ আছে তা নিঃসন্দেহে এক মজবুত সংরক্ষিত শিকলের পারস্পরিক কড়া (সনদ সূত্র) দ্বারা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সত্ত্বা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌছেছে।

---

১. 'মুসনাদ' হাদীসের সেই গ্রন্থ, যাতে সকল হাদীস আলিফ, বা, তায়ের বিন্যাস অনুসারে আলাদা আলাদা ভাবে ছাহাবীদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাঠক মহোদয় ! এবার একটু ভেবে দেখুন ! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই বা আড়াইশ' বছর পর হাদীস সংকলন হয়েছে বলে যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তা কত যে ভিত্তিহীন এবং মনগড়া, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবে হাদীসের বিরুদ্ধে এ সকল অপচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য হল, উপরোল্লেখিত অন্যান্য অভিযোগের আড়ালে মুসলিম সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেয়া এবং পশ্চিমাদের বেপরোয়া স্বাধীন সভ্যতাকে মুসলমানদের উপর চেপে দেয়া। ইনশাআল্লাহ হাদীস অস্বীকারকারীগণ এতে কখনো সফলকাম হবে না।

পরিশিষ্ট-২

জ্বাল ও দূর্বল হাদীসের বিধান

দূর্বল হাদীসের পরিচিতি

'যয়ীফ' তথা দূর্বল হাদীস বলতে সে সকল উক্তিকে বুঝায় যা রাসুলের হাদীস হওয়া অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রামণিত হয়নি, অন্য ভাষায় যাতে গ্রহণযোগ্যতার গুণাবলী পাওয়া যায় নি।

বিদ্বানগণ দূর্বল হাদীসের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ দূর্বল হাদীস ৪৯ প্রকার। হাফেজ ইরাকী বলেনঃ ৪২ প্রকার। আবার কেউ ১২৯ প্রকার বলেছেন। এ সকল উক্তি থেকে বুঝা গেল, যয়ীফ হাদীস অনেক প্রকারের আছে। প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বিধানও রয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে, যে সকল যয়ীফ হাদীসে শেষ পর্যন্ত কোন প্রকারের গ্রহণযোগ্যতা আসেনি, তা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হবে। শরীয়তের বিধানাবলীতে তাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না। বরং নিঃসন্দেহে হাদীস হিসেবে তাকে মানুষের সামনে বর্ণনাও করা যাবে না।

হাদীস দূর্বল হওয়ার কারণসমূহ ও যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ

সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে হাদীসকে যয়ীফ তথা দূর্বল সাব্যস্ত করা হয়। যথাঃ সনদ [বর্ণনা সূত্র] থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়া, তা দৃশ্যতঃ হোক বা অদৃশ্য। আর রাবী তথা বর্ণনাকারীর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকা।

প্রথম বৃহত্তম কারণ

দৃশ্যতঃ সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ে যাওয়াটা সনদের শুরুতে হতে পারে অথবা শেষের দিকে তাবেয়ীর পরে রসূলের পূর্বেও হতে পারে। প্রথমটিকে উসূলে হাদীস শাস্ত্রে 'মুআল্লাক' বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'মুরসাল'। অথবা সনদের মধ্যখান থেকে দুজন বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে যেতে পারে, তা লাগাতর হোক বা কয়েক স্তর থেকে হোক। প্রথমটিকে 'মু'দ্বাল' বলা হয় আর দ্বিতীয়টিকে 'মুনকাতি' বলা হয়।

সনদ থেকে অদৃশ্য রাবী বাদ পড়ে যাওয়াটা দু' প্রকারঃ

(১) মুদাল্লাস, (২) আল মুরসালুল খাফী।

দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ

হাদীস দূর্বল হওয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হল, বর্ণনাকারীতে কোন দোষ-ক্রটি পাওয়া যাওয়া। যথা রাবী আদালত [তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার] শূণ্য হওয়া এবং 'যাব্ত' [স্মৃতিশক্তি-শ্রুত বা লিখিত] শূন্য হওয়া। সাধারণত পাঁচটি কারণে কোন একজন রাবী আদালত শূণ্য হয়ে থাকে। (১) মিথ্যা বলা, (২) মিথ্যা বলার অপবাদ থাকা, (৩) ফাসিক হওয়া (৪) বিদাতী হওয়া, (৫) অপরিচিত হওয়া। প্রথম রকমের রাবীর হাদীসকে 'মওযু' তথা জাল হাদীস বলা হয়। দ্বিতীয়কে বলা হয় মাতরুক। তৃতীয়কে বলা হয় মুনকার। চতুর্থকে বলা হয় হাদীসুল মুবতাদি। আর পঞ্চমকে 'মজহুল' বলা হয়।

তদ্রূপ পাঁচটি কারনে কোন এক জন রাবী 'যাবত' তথা সতর্কতা শূণ্য হয়ে থাকে। (১)অধিক ভুল ভ্রান্তি, (২)অধিক অবহেলা, (৩)বিশ্বস্ত রাবীদের বিরোধীতা, (৪)ভিত্তিহীন ধারণা এবং (৫)স্মরণশক্তির দূর্বলতা। প্রথম ধরণের ক্রটিপূর্ণ রাবীর হাদীসকে 'মুনকার' বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসকেও মুনকার বলা হয়। তৃতীয় প্রকারের হাদীসকে স্তর বিশেষে মুদরাজ, মাক্বলুব, মযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানিদ, মুদ্ত্বারিব, মুছাহ্হাফ, মুহাররাফ এবং শায বলা হয়। চতুর্থ প্রকারের হাদীসকে 'মুআল্লাল' বা 'মা'লুল' বলা হয়। আর পঞ্চম প্রকারের হাদীসকে 'মরদুদ' এবং 'মুখতালাত' বলা হয়।

উল্লেখিত যয়ীফ হাদীসগুলোর মধ্যে কোন কোন হাদীস হয়ত বিভিন্ন কারনে 'হাসান' তথা গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌছঁতে পারে, তখন তাকে 'যয়ীফ' না বলে হাসান লিগায়রিহী' [যা অন্যের কারণে হাসান হয়েছে] বলতে হবে। উল্লেখ্য যে, গ্রহনযোগ্য হাদীস চার প্রকার, যথাঃ সহীহ্ লিযাতিহী, সহীহ্ লিগায়রিহী, হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহী। এ চার প্রকারের হাদীস আমার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাদের আলোচনা হবে সেই সব যয়ীফ হাদীস নিয়ে যা শেষ পর্যন্ত কোন মাধ্যমে হাসানের স্তরে পৌছেঁনি, বরং যয়ীফ রয়ে গেছে। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কি বলেন বা শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিধান কি হওয়া উচিত, এ নিয়ে আমার এই আলোচনা।

যয়ীফ হাদীসের বিধান

যয়ীফ হাদীসের বিধানের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কিন্তু *'আকীদার' বিষয়ে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।* [লাওয়ামিউল আনওয়ার আল বাহিয়্যাহ -- সাফারিনীঃ ১/ ১৯,২০।]

তবে আহকাম, ফাযায়েল, তাফসীর, মাগাযী ইত্যাদি বিষয়ে গ্রহণ করা যাবে কিনা -- এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়।

যয়ীফ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের তিন মত

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতামত খুঁজে দেখলে মোটামোটি তিনটি মত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

প্রথম অভিমত

কোন কোন আলেম এ অভিমত পেশ করেন যে, আহকাম এবং ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা হবে। তবে তার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমঃ শক্ত দূর্বল (অতি দূর্বল) না হওয়া। দ্বিতীয়ঃ সে বিষয়ে অন্য কোন সহীহ হাদীস না থাকা।

এ অভিমতটি ইমাম আবুহানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবুদাউদ, কামাল ইবনুল হুমাম এবং শায়খ মুহাম্মদ মুঈন এর দিকে নেসবত করা হয়। [আল হাদীসুয যয়ীফ,- ডঃ আব্দুল করীম আল খুদাইর, পৃঃ ২৫০-২৫৩।]

চিন্তাধারা

তাঁদের চিন্তাধারা হল, যয়ীফ হাদীস যেহেতু [উপযুক্ত সহযোগী পাওয়া গেলে] সহীহ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, আবার এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও শুদ্ধ কোন দলীলও নেই, সুতরাং সে মতে আমল করা যেতে পারে। তাঁরা আরও বলেন যে, মানুষের অভিমতের চেয়ে যয়ীফ হাদীস অনেক উত্তম। [হুকমুল আমাল বিল হাদীসিয যয়ীফ-ফাওয়ায আহমদ, পৃঃ ৩২, ৩৩।]

দ্বিতীয় অভিমত

অনেক আলেম মনে করেন, যয়ীফ হাদীসকে আহকাম, ফাযায়েল কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না। যাঁরা এমত পোষন করেছেন তাঁরা হলেন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, হাফেজ আবু যাকারিয়া নিশাপুরী, আবুযুরআ রাযী, আবু হাতেম রাযী, ইবনু আবি হাতিম রাযী, আবু সুলাইমান খাত্তাবী, আবু মুহাম্মদ ইবনু হাযম, আবু বকর ইবনুল আরবী, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, আবু শামা মুক্বাদ্দেসী, জালালুদ্দীন দাওয়ানী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী, সিদ্দীক হাসান, শায়খ আহমদ মুহাম্মদ শাকের, শায়খ মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবাণী ও ডক্টর ছুবহী ছালেহ প্রমুখ।

চিন্তাধারা

এদের চিন্তাধারা হল, যয়ীফ হাদীস দ্বারা বেশীর থেকে বেশী দূর্বল একটি ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আর আল্লাহ তাআ'লা নিছক ধারণার অনুসরণ করাকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেনঃ ''বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না।''[ইউনুসঃ ৩৬।]

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''তোমরা ধারণা থেকে দুরে থাক, কারণ ধারণা হল মিথ্যা''। [বুখারী, ৯/১৯৮, ফাতহুল বারী, মুসলিম।]

তাঁরা আরও বলেন, ইসলামী বিধানাবলীর ব্যাপারে আমাদের জন্য সহীহ হাদীস সমূহই যথেষ্ট। অতএব যয়ীফ হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় অভিমত

অনেক আলেম প্রথম ও দ্বিতীয় মতের মধ্যবর্তী মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ যয়ীফ হাদীসকে হালাল হারাম তথা বিধানাবলীর ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে না। তবে আমলের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা যাবে।

ইমাম নববী ও মুল্লা আলী কারী এমতকে জমহুর ওলামার ঐক্যমত বলে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ ভাবে যাঁদের নামে এমতকে নেসবত করা হয় তাঁরা হলেনঃ সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, ইয়াহয়া ইবনু মুঈন, আহমদ ইবনু হাম্বল, আবু যাকারিয়া আম্বরী, আবু উমর ইবনু আব্দিল বার্‌র, মুয়াফফাকুদ্দীন ইবনু কুদামা, আবু যাকারিয়া নববী, হাফেয ইসমাঈল ইবনু কাসীর, জালালুদ্দীন মহল্লী, জালালুদ্দীন সুয়ুতী, খতীব শারবিনী, তকীউদ্দীন ফাতুহী, মুল্লা আলী ক্বারী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, ডক্টর নুরুদ্দীন ইতর ও হাফেয ইরাকী প্রমুখ।

চিন্তাধারা

এদের চিন্তভাবনা হল, যয়ীফ হাদীসটি যদি প্রকৃতপক্ষে সহীহ হয়ে থাকে তা হলে, সে তার অধিকারটুকু পেয়ে গেল। আর যদি সহীহ না হয় তাহলে, এর উপর আমলের ফলে কোন হালালকে হারাম, বা হারামকে হালাল করা অথবা কারো কোন হক নষ্ট করা হচ্ছে না, যেহেতু আমলটা হচ্ছে শুধু ফাযায়েলের ক্ষেত্রেই।

কোন কোন আলেমকে এ রায়ের পক্ষে দলীল হিসেবে একটি হাদীস বলতেও শুনা যায়- হাদীসটি হল - যে ব্যক্তির কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন আমলের ছাওয়াব সম্পর্কে কথা পৌঁছেছে এবং সে তার উপর আমল করেছে, তাহলে সে তার প্রতিদান প্রাপ্ত হবে যদিও হাদীসটি আমি না বলে থাকি। -- [ইবনু আব্দিল বারর -- জামিউল বয়ানিল ইলমঃ ১/১২।] কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ জ্বাল ও বানোয়াট কথামাত্র, রাসুলের হাদীস নয়। [তযকিরাতুল মাওযুআত -- পাঠানী, পৃঃ ২৮, সিলসিলা যয়ীফা -- শায়খ আলবানী ঃ ৫/৬৮, ৫৯।] সুতরাং উক্ত কথা দ্বারা দলীল দেয়া মোটেও চলে না।

ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস বর্ণনার শর্তসমূহ

যারা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস বলা যাবে বলে বলেছেন, তাঁরা এর জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তগুলি নিম্নরুপঃ

(১) শক্ত দূর্বল না হতে হবে। যদি শক্ত দূর্বল হয়, যথা কোন রাবী মিথ্যুক বা মিথ্যার অপবাদযুক্ত অথবা বেশী ভুলযুক্ত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও বলা চলবে না।

(২) যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি শরীয়তের কোন সাধারণ দলীলের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। সুতরাং যে বিষয়টির কোন ভিত্তি শরীয়তের সাধারণ দলীল তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহে পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রেও যয়ীফ হাদীস বলা যাবে না।

(৩) যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টিকে প্রমাণিত বলে মনে না করতে হবে। কারণ যদি তা প্রমাণিত বলে মনে করা হয় তা হলে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে সন্দেহযুক্ত বস্তুর নেসবত করা আবশ্যক হয়ে যাবে, যা কোন মুসলমানের কাম্য হওয়ার কথা নয়। বরং সতর্কতামুলক ভাবে আমল করবে।

(৪) যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টির সম্পর্ক ফাযায়েলের সাথে হতে হবে। আক্বিদা বা আমলের সাথে হলে হবে না।

(৫) বিষয়টি কোন সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হতে হবে।

(৬) যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টিকে ‘সুন্নাহ’ বলে ধারণা করা যাবে না।

(৭) জনগণের মধ্যে তা প্রচার প্রসার না করতে হবে। কারন যদি প্রচার করা হয় তা হলে মানুষ আমল করবে এবং যা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন নয় তাকে দ্বীন মনে করবে,

এমন কি অজ্ঞ লোকেরা তাকে 'সহীহ সুন্নাহ' মনে করবে। ধীরে ধীরে নতুন একটি দ্বীন শুরু হয়ে যাবে।

তিনটি অভিমত সম্পর্কে দুটি কথা

উপরোল্লেখিত তিনটি অভিমত জানার পর আমরা তিনটি অভিমত ও তার বাস্তবতা সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। তা হলে আসুন এবার দেখা যাক। প্রথম অভিমত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এটি চার ইমামের অভিমত। অথচ এ ব্যাপারে স্বয়ং ইমামদের কোন উক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি আসলে তাঁদের নামে কথিত কথা মাত্র। পক্ষান্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদেরকে ঘোষণা করতে শুনা যায় যে, একমাত্র সহীহ হাদীসই তাঁদের মাযহাব। যেমন ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল সবাই এক বাক্যে বলেছেনঃ 'যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে সেটি হল আমার মাযহাব।' [হাশিয়া ইবনু আবেদীনঃ ১/৬৩, রসমুল মুফতীঃ ১/৪।] তবে ইমাম আহমদ থেকে একটি কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু তা সাধারণ ভাবে নয়, বরং শুধুমাত্র ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহন করার বেলায়, তাও অনেক শর্ত স্বাপেক্ষে। আবার অনেক হাম্বলীরা বলেছেন যে, ইমাম আহমদের কথায় যয়ীফ অর্থ হল 'হাসান'।

কেউ কেউ যে বলে থাকেন যে, সকল ইমাম যয়ীফ হাদীস মতে আমল করার কথা স্বীকার করেছেন। কথাটি ঠিক নয়, কারণ উপরের উক্তি গুলোর দ্বারা প্রিয় পাঠক আপনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন যে, যারা যয়ীফ হাদীস মতে আমল না করার কথা বলেন তাদের পাল্লাই বেশী ভারী। তবে এটি সত্য যে, ফুকাহায়ে কোরাম তাঁদের কিতাবে অনেক অনেক যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা যয়ীফ হাদীস শরীয়তের দলীল হওয়া যে, তাদের মাযহাব তা প্রমাণিত হয় না। কারন যদি তা মেনে নেয়া হয়। তাহলে মানতে হবে যে, জ্বাল হাদীসকেও তারা শরীয়তের দলীল মনে করতেন। কারন তাদের কিতাবে যয়ীফের পাশাপাশি অনেক জ্বাল হাদীস ও বর্ণিত হয়েছে। অথচ কোন বিবেকবান লোক কোন দিন তা বলবেন না বা বলতে পারেন না।

ইমাম লক্ষ্ণৌভী বলেনঃ যদি তোমরা বল যে, ইমামগণ এবং বিজ্ঞ ফকীহরা ব্যাপক জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্ব স্ব কিতাবসমূহে তারা 'মওযু' তথা জ্বাল হাদীস বর্ণনা করলেন কেন? এবং সে সকল হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে কিছু বললেন না কেন? তাহলে আমি বলবঃ তাঁরা আসলে জ্বালকে জ্বাল বলে জেনে উল্লেখ করেননি বরং তাঁরা হাদীস হিসেবে বর্ণিত আছে বিধায় বলে দিয়েছেন এবং সনদের ব্যাপারে যাচাই বাছাই এর কাজটুকু হাদীস গবেষকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ এ

দায়িত্ব ফুকাহাদের নয় বরং হাদীস গবেষকদের । প্রত্যেক স্থানের ভিন্ন কথা এবং প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্য ভিন্ন লোক হবে এটাইতো নিয়ম।

যে সকল আলেম আহকাম ও ফাযায়েলের মাঝে পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন যে, আহকামের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহন করা যাবে না। কিন্তু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহন করা যাবে। আমাদের কাছে তাঁদের একথাটি আদৌ বোধগমা নয়। কারণ আহকাম যেমন শরীয়ত, তেমনি ফাযায়েলও তো শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত। অতএব উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান হওয়া উচিত।

উপরন্তু যয়ীফ হাদীসকে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহন করার অর্থ যদি হয় বিষয়টিকে মুস্তাহাব প্রমাণিত করা। তাহলে আমরা বলবঃ এটি তো একটি শরয়ী বিধান, যা প্রমান করার জন্য সহীহ বা হাসান দলীলের প্রয়োজন, যয়ীফের এখানে কোন কাজ নেই। আর যদি বলা হয় যে,তার অর্থ হল সহীহ্ বা হাসান দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে প্রমাণ করা। তাহলে আমরা বলবঃ এক্ষেত্রে যয়ীফের উল্লেখ করা না করা উভয় সমান।

ইমাম নববী (রাহঃ) ও মুল্লা আলী কারী (রাহঃ) বলেছেন যে, ফাযায়েলের বিষয়ে যয়ীফ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্য রয়েছে - কথাটি ঠিক নয়, কারন হাফেয সাখাবী, সুয়ুতী ও আরো অন্যান্যরা তার বিরুদ্ধে মত পেশ করেছেন। আর ইমাম নববী অনেক বিষয়ে ইজমার কথা বলে পরে নিজেই তার বিরোধিতা করেন। শরহে মুসলিম নববী ও আল্‌মাজমু শরহুল মুহাযযাব গ্রন্থে এর অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে।

ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হলেও যাঁরা যয়ীফ হাদীসকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন, তাঁরা এর জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে বুঝে আসে যে, বাস্তবে তাঁরা যয়ীফ হাদীস থেকে দুরে থাকার জন্যই উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন, প্রথম শর্তটি হল, যো'ফ গায়রে শাদীদ অর্থাৎ 'শক্ত দুর্বল যেন না হয়।' এ শর্তটি মানতে হলে সে ব্যক্তিটিকে ইলমে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে। কারন শক্ত দুর্বল কিনা তা বুঝার জন্য রিজাল শাস্ত্র ছাড়া কোন উপায় নেই। এখন দেখেন বাংলাভাষাভাষী ভাইদের মধ্যে সাধারণ লোকদের এ ব্যাপারে তো কোন জ্ঞানই নেই। আর যাদেরকে আমরা আলেম মুহাদ্দিস, মুফাসসির বলি, তাদের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র পরিসংখ্যান মতে হয়ত শতে দুয়েক জন পাওয়া যেতে পারে, যারা এ বিষয়ে কিঞ্চিত হলেও জ্ঞান রাখেন। বাকী সবাই এ ব্যাপারে অজ্ঞ। আবার এর জন্য আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশী দায়ী হল আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত পাঠ্যসূচী (সিলেবাস)। যাতে আমরা রিজাল, ইসনাদ, তাবকাত ও উসূলে হাদীস বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ধারণা দেয়ার মত কোন বইই দেখিনা। যদিও কোন কোন মাদ্রাসায়

উসূলে হাদীসের দু'একটি মাত্র কিতাব পড়ানো হয় তাও নামে মাত্র। (অবশ্য কিছু মাদ্রাসা বর্তমানে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছে। আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশী কাজের তৌফিক দান করুন।) ফলে দেশের শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফাসসির নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকেও দেখা যায় যে, তারা ওয়ায বক্তৃতা ও বই পুস্তকে নির্দ্বিধায় যয়ীফ-দূর্বল বরং জ্বাল ও বানোয়াট হাদীস বলে যাচ্ছেন। উপরন্তু কেউ যয়ীফ ও মওযু হাদীসের জালিয়াতি ও দুর্বলতার কথা বলে দিলে, তখন জনসাধারণ অপেক্ষা পীর মাশায়েখ ও ওলামাদেরকে তার উপর ক্ষেপে যেতে এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। আরবীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে - 'আন্নাসু আদাউন লিমা জাহিলু' অর্থাৎ মানুষ যা জানে না তার শত্রু হয়ে যায়, বাস্তবে যয়ীফ ও মওযু হাদীসের বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের নামধারী মাওলানাদের বেলায় এরই প্রতিফলন ঘটছে।

যা হোক, তাহলে বুঝা গেল যে, যয়ীফ হাদীস মতে আমল করার জন্য প্রথম শর্তটি রক্ষা করতে পারার মত লোক অনেক কম। এবার আসুন অন্যান্য শর্ত গুলির অবস্থা একটু দেখি। দ্বিতীয় শর্ত হল, যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সাধারন দলীলের অর্ন্তভূক্ত হতে হবে। একটু চিন্তা করলে বুঝে আসবে যে, এখানে যয়ীফ হাদীসকে মোটেও মূল্যায়ন করা হল না। কারন আসল আমল তো হল সাধারণ দলীলের উপর ভিত্তি করে। এমনিভাবে তৃতীয় শর্তটির উদ্দেশ্য হল, যয়ীফ হাদীসকে নিশ্চিত হাদীস বলে বিশ্বাস না করা। এমনকি নিশ্চিত অর্থসুচক কোন শব্দও তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বরং দুর্বলতা প্রকাশ পায় যে, তেমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, যেমন, 'বর্ণিত আছে', বলা হয়ে থাকে ইত্যাদি। যাতে মানুষ ধোকায় না পড়ে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, আমলটি হবে সতর্কতামূলক ভাবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে যে, আসল সতর্কতা হল, যয়ীফ হাদীস মতে আমল না করা। কারন বাস্তবে যদি হাদীসটি সহীহ হয়, তাহলে সে মতে আমল করার অর্থ হবে বেশীর থেকে বেশী একটি ভাল বা মুস্তাহাব কাজ আদায় করা। পক্ষান্তরে যদি সেটি হাদীস না হয়ে থাকে, তাহলে সে মতে আমল করার অর্থ হবে, যা দ্বীন নয় তাকে দ্বীন বলে স্বীকৃতি দেয়া, যা মস্ত বড় পাপ এবং আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শামিল। সুতরাং যয়ীফ হাদীস মতে আমল না করাই হবে সতর্কতা।

এমনিভাবে আর একটি শর্ত হল, মানুষের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে না। বরং চুপি চুপি আমল করতে হবে যেন কেউ না জানে। এর উদ্দেশ্যও হল, যয়ীফ হাদীসের প্রচার প্রসার না হওয়া। অনাথায় লোকেরা গায়রে দ্বীনকে দ্বীন মনে করবে। যার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

মোট কথা, এসকল শর্ত শরায়েত দেখলে বুঝে আসে যে, তৃতীয় মত পোষনকারী আলেমগণও জনগণের মধ্যে যয়ীফ হাদীসের প্রচার না করা এবং সে মতে আমল না করার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যয়ীফ হাদীস মতে আমল না করার উক্তিটিই প্রধান

পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, আহকাম ও ফাযায়েল কোন ক্ষেত্রেই যয়ীফ হাদীস মতে আমল না করার কথাটিই প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী এবং অধিক যুক্তিযুক্ত।

কতিপয় কারণ

এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ হাদীস বিশেষজ্ঞরা যয়ীফ হাদীসকে 'মারদুদ' (অর্থাৎ অগ্রহনযোগ্য) নামকরণে একমত। আর যা শরীয়তের বেলায় গ্রহণযোগ্য হয় না, তাকেই বলা হয় 'মারদুদ'। সুতরাং যয়ীফ হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মারদুদ নাম দিয়ে একথাই বুঝালেন যে, এটি শরীয়তের কোন বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন বিষয় সম্পর্কে নিছক ধারণা সৃষ্টি হয় মাত্র, যা বাস্তবতার বেলায় কোন কাজে আসে না।

তৃতীয়তঃ যয়ীফ হাদীস মতে আমলের অনুমতি দিয়ে দিলে, মানুষ সহীহ হাদীস তালাশ করা বন্ধ করে দিবে। অথচ কুরআন এবং সহীহ হাদীসের উপরই হল দ্বীনের ভিত্তি।

চতুর্থঃ দ্বীনের ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। দ্বীনের কোন একটি বিষয়ের জন্যেও যয়ীফ হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পঞ্চমঃ যয়ীফ হাদীস মতে আমলের অনুমতি দেয়া হলে দ্বীনের মধ্যে বিদাত, শিরক ও কুসংস্কারের চোরা পথ খোলে যাবে এবং মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামের সঠিক নিয়ম বহির্ভূত হয়ে যাবে। ফলে ইসলামের বাস্তব রূপের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

এসকল কারনে মনে হয়, যয়ীফ হাদীস মতে আমল করার দরজা বন্ধ করে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে মুসলামানদের জন্য বিশুদ্ধ দ্বীনের নিরাপত্তা। আর শিরক, বিদাত ও কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য এটাই হবে নিরাপদ পন্থা।

যয়ীফ হাদীস বর্ণনার অপকারীতা

যয়ীফ হাদীস বর্ণনার মধ্যে রয়েছে অনেক অপকারীতা, তার থেকে দু'একটি এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথমঃ যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা বা সে মতে আমল করার মধ্যে রয়েছে সহীহ হাদীসের বিরোধীতা। কারন অনেক সহীহ হাদীসের ভাষ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না তা যাচাই বাঁছাইয়ের মাধ্যমে সহীহ বলে প্রমাণিত হবে। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করল, যার সম্পর্কে তার ধারনা হল যে, এটি মিথ্যা হতে পারে তাহলে সেও একজন মিথ্যুক। [মুসলিম শরীফ, ভূমিকাঃ পৃঃ ২১]

শায়খ ইবনুল আরবী বলেনঃ ''ছেক্বাহ তথা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করবে না। যদি করে তাহলে সে এমন হাদীস বর্ণনা করল, যা মিথ্যা হওয়ার ধারণা সে নিজেও করে। [আরেযাতুল আহ্ওয়াযীঃ ১০/১২৯]

দ্বিতীয়ঃ যাচাই বাঁছাই ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করাটা মানুষকে মিথ্যায় পতিত করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মানুষ যা শুনে (যাচাই বাঁছাই ব্যতীত) তাই বর্ণনা করে দেয়া তার মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। [মুসলিম শরীফঃ ২২।]

ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেনঃ ''মনে রাখ, যে ব্যক্তি যা শুনে তাই বলে বেড়ায় সে নিরাপদ থাকে না। আর যে ব্যক্তি সব শুনা কথা বলে বেড়ায় সে কোন দিন ইমাম হতে পারে না। [মুসলিম শরীফের ভুমিকা - নববী সহঃ ১/৭৫।]

তৃতীয়ঃ যাচাই বাঁছাই ব্যতীত অহরহ যয়ীফ হাদীস বর্ণনার কারনে সমাজে হাজারো বিদাত-কুসংস্কার সৃষ্টি হচ্ছে। আর মানুষ তা সব শরীয়ত ও দ্বীন মনে করে পালন করে যাচ্ছে। যেমন, ক্বিয়াম, মিলাদ, ঈদে মীলাদুন্নবী, জুলুস, মিছিল, চাল্লিশা, কুলখানী, ফাতেহা ইয়াজদাহম, দোয়াযদাহম, গিয়ারবী শরীফ, মৃত ব্যাক্তির জন্য কুরআনখানী, উরস পালন, রজবের ফাতেহা, মেরাজ রজনীতে বিশেষ ইবাদত, শবেবরাতের বিশেষ ইবাদত, ছালাতুররাগায়িব আদায়, দোয়ায়ে গাঞ্জুল আরশ, এবং দোয়ার সময় মৃত ব্যক্তির উসীলা দেয়া ইত্যাদি। এসকল বিদাত ও কুসংস্কারগুলির একটির পক্ষেও সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না। কিন্তু সমাজে তা খুব প্রচার হয়ে গেছে। আর মানুষ ধর্ম

হিসেবে সব কিছু পালন করছে। এ সবের কারণ হল, কিছু সংখ্যক লোকেরা প্রতি নিয়ত দূর্বল ও জ্বাল হাদীস বলে মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করছে এবং তাকে দ্বীন হিসেবে মেনে নেয়ার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে বিদাতসমূহ দ্বীনের রূপ নিয়ে সমাজে বিস্তৃত হচ্ছে। যদি যয়ীফ হাদীস বলা বন্ধ করা না হয়, তা হলে বিদাতের সয়লাবকে বন্ধ করা অসম্ভব হবে।

যয়ীফ হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়

হাদীস বিশারদগণ সাধারণত হাদীসকে তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যথাঃ সহীহ, হাসান ও যয়ীফ। এগুলির প্রত্যেকটির অনেক স্তর আছে। সহীহ ও হাসান তাদের সমূহ স্তর সহ গ্রহণযোগ্য। আর যয়ীফ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

যয়ীফ হাদীস আক্বীদা, বিশ্বাস এবং শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্য হবে না তাতে হাদীস বিশারদগণ একমত।[১]

আল্লামা শায়খ নাছরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদেরকে নছীহত করি যেন তারা যয়ীফ হাদীস সম্পূর্ণই ছেড়ে দেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করার হিম্মৎ ও সাহস যোগান। কেননা সহীহ হাদীসে যা আছে, তা আমাদের জন্য যয়ীফ অপেক্ষা যথেষ্ট। আর এতেই রয়েছে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যা বলায় পতিত হওয়া থেকে মুক্তি। কারণ আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, যারাই একথা না মেনে যয়ীফ হাদীস মতে আমল করেছেন। তারা অনেক সময় মিথ্যা বানোয়াট ও জ্বাল হাদীসে পতিত হয়েছেন। আর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই আমলে পরিণত করবে।'[২]

উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যেকোন বই-পুস্তকে হাদীস বলে বর্ণিত যে কোন কথাকে গ্রহণ করা যাবে না। বরং যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। যদি তা সহীহ ও হাসান হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি যয়ীফ বা মওযু' হয় তা হলে তা পরিত্যক্ত হবে। মুসলমানদের কাছে বর্তমানে লিপিবদ্ধাকারে হাদীসের যে সকল ভান্ডার রয়েছে, তা থেকে শুধু বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য যে কোন কিতাবের হাদীস বর্ণনা

---

১. ইরাকী, শারহু আলফিয়াতিল হাদীস, ২/২৯১, তাকরীব-নববী, পৃ: ১৯৬; আল্লামা লক্ষ্ণৌভী, আল-আজবিবাতুল ফাযেলাহ, সম্পাদনা, শায়খ আবু গুদ্দাহ, পৃ: ৩৯।

২. হুকমুল আমাল বিল্ হাদীস যঈফ, ফাওয়ায আহমদ, পৃ: ৪২।

করতে গেলে, প্রথমে হাদীসটি সহীহ বা হাসান কি না তা যাচাই না করে বলা ঠিক হবে না। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মধ্যে বাকী চার কিতাব যথাঃ তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ- এর অবস্থাও তাই। কারণ এ চার কিতাবের সকল হাদীস সহীহ ও হাসান নয়। বরং সেগুলিতে যয়ীফ ও মওযুও রয়েছে অনেক। তবে এ চার কিতাবের বেশীর ভাগ হাদীস সহীহ।

মুহাদ্দিসগণ যুগে যুগে এসব বর্ণনা করে গেছেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাছিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) সব কিছুকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ একটি তাহকীক্ব ও পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। সব কিতাব থেকে সহীহ ও যয়ীফ পৃথক করে ফেলেছেন। তাঁর তাহক্বীক মতে জামে' তিরমিযীতে ৮৩২ টি হাদীস যয়ীফ, সুনানু আবুদাউদ - এর ১১২৭ টি হাদীস যয়ীফ, সুনানু নাসাঈ-এর ৪৪৭টি হাদীস যয়ীফ এবং সুনানু ইবনু মাজাহ- এর ৯৪৮ টি হাদীস যয়ীফ। এছাড়া প্রত্যেক কিতাবের বাকী হাদীসগুলি সহীহ বা হাসান। এমনিভাবে 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' কিতাবের ২২৪৮টি হাদীস যয়ীফ ও ৩৭৭৫ টি হাদীস সহীহ। আল্লামা সুয়ূতী কৃত 'জামিউছ-ছাগীর' কিতাবের ৬৪৫২ টি হাদীস যয়ীফ ও ৮১৯৩ টি হাদীস সহীহ। আদাবুল মুফরাদ কিতাবের ২১৭টি হাদীস যয়ীফ ও ৯৯৩ টি হাদীস সহীহ। মিশকাতুল মাছাবীহ-এর মূল ৬২৯৩ টি হাদীসের মধ্যে প্রায় ৬৭০ টি হাদীস যয়ীফ। এমনিভাবে পরিসংখ্যান দিতে গেলে অনেক দেয়া যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। এতে বুঝা গেল যে, হাদীস বললেই যে মানতে হবে তা নয়; বরং যতক্ষণ না যাচাই-বাছাই করে তার সত্যতা প্রমাণ হবে, ততক্ষণ তা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন 'এক সময় আমরা 'ক্বালা রাসুলুল্লাহ' শুনলে সাথে সাথে আমাদের কান সেদিকে দৌড় দিত এবং আমরা তা অতি গুরুত্বের সাথে শুনতাম। কিন্তু যখন লোকেরা ভাল-খারাপ মিলিয়ে ফেলেছে, তখন আমরা শুধু সেই হাদীসই গ্রহণ করি, যা আমরা সত্য বলে জানি।'[১]

ইসলামী পুস্তক প্রকাশকদের প্রতি আবেদন

এখানে আমরা ইসলামী বই প্রকাশকদের প্রতি আকুল আবেদন রাখছি যে, আপনারা বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন হাদীসের কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা বা ধর্মীয় কোন বই পুস্তক প্রকাশ করার সময় দয়া করে হাদীসের স্তরসমূহ যথা: সহীহ, হাসান ও যয়ীফ ইত্যাদি লিখে দিবেন, যেন মানুষ ধোকায় না পড়ে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের সহযোগিতা এবং সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের ব্যাপারে আরবী ভাষায় লিখিত বা

১. মুক্বাদ্দমা মুসলিম, পৃ: ২৪।

প্রকাশিত কিতাবগুলোর সহযোগিতা নিয়ে উদ্বৃত হাদীসের রকমফের বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে যে সকল বইকে মুসলমানেরা ধর্মীয় ও হিদায়েতের বই মনে করে প্রতি নিয়ত পড়া শুনা করে এবং একে অপরকে উপহার দিয়ে থাকে যেমন, মাকছুদুল মুমেনীন, নেয়ামুল কুরআন, বেহেশতের কুঞ্জি, রিয়াদুছছালেহীন, ফাযায়েলে আমাল, বেহেশতী জেওর, তাম্বীহুল গাফেলীন ও তাযকিরাতুল আউলিয়া ইত্যাদি। এসব বইগুলোর মধ্যে যেটিতে আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী ও মানগড়া কথাবার্তা রয়েছে সেগুলোকে তা থেকে মুক্ত করে এবং যেগুলোতে জ্বাল ও যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে গুলোকে তা থেকে মুক্ত করে সহীহ শুদ্ধ বিষয়াদি সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করাই হবে সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ ও উপকারী । এতে করে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে এবং সহীহ দ্বীনের তাবলীগের ফযীলত লাভে ধন্য হওয়া যাবে। আল্লাহ সকলের সহায় হোন। আমীন।

জ্বাল হাদীসের বিধান

জ্বাল হাদীসের অর্থ হল, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে নেসবত কৃত মিথ্যা, মনগড়া, বানোয়াট ও জ্বাল কথা বার্তা।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস প্রচার করার আশংকা বোধ করেছিলেন বিধায় স্পষ্টতঃ বলে গেছেন যে, শেষ যমানায় কিছু মিথ্যুক ও প্রতারক হবে, এরা তোমাদের কাছে এরূপ হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ শুনে নি। সুতরাং তাদের থেকে এমনভাবে বাঁচ যেন তারা তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে এবং পথভ্রষ্ট করতে না পারে। [মুসলিম শরীফঃ পৃঃ৭, হাদীস নংঃ৭।]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর এই আশঙ্কা ও ভবিষ্যৎবানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, কারণ পরবর্তীযুগে বিভিন্ন লোকেরা, বিভিন্ন কারনে হাদীস গড়ে স্ব স্ব মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছে। অথচ এরূপ আচরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি কড়া তাগিদ দিয়েছেন। এবং বলেছেন এর পরিণতি জাহান্নাম বৈ কিছু নয়। তিনি বলেছেনঃ ''তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না, কারন যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। [সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ১০৪।] অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা আমার নামে বলবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা করে নেয়। [সহীহ আল বুখারীঃ ১০৭।] হাদীস গ্রন্থসমূহে এরূপ আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এসবগুলো থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নামে

মিথ্যারোপ করা মহাপাপ, তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। এর পরিনাম একমাত্র জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছু নয়।

হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেনঃ কোন কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আলেমগণ 'কুফরীর' ফাতওয়া দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহর নামে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কুফরীর ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। শাইখ আবু মুহাম্মদ জুওয়াইনী শাফেয়ী, তিনি ইমামুল হারামাইনের পিতা ছিলেন, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যা আরোপ করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যাবে। পরবর্তীতে আলেমদের একটি দল তাঁর স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন। এদের মধ্যে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম শায়খ নাসিরুদ্দীস ইবনুল মুনীর অন্যতম। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীস জাল করা সবচেয়ে বড় কবীরা। কারণ আহলে সুন্নাতের মতে কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলা হয় না। [তাহযীরুল খাওয়াছ-আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ পৃঃ ৬৪, ৬৫।]

ইমাম ইবনে আসাকির বলেনঃ 'খলীফা হারুন রশীদের কাছে এক হাদীস জালকারী যিন্দীককে আনা হলে খলীফা তাকে হত্যা করার আদেশ জারী করেন। (তাহ্যীরুল খাওয়াছ, পৃঃ ১৫৩।)

আব্বাসী খিলাফতকালে আমীর মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান প্রসিদ্ধ হাদীস জালকারী যিন্দীক আব্দুল করীম ইবনে আবুল আরজাকে হত্যা করেছিলেন। [তাহযীরুল খাওয়াছ, পৃঃ ১৬৫।]

জাল হাদীস বর্ণনা করার বিধান

হাদীস জাল করা যেমন মহাপাপ তেমনি জাল হাদীস বর্ণনা করাও মহাপাপ। যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও [জালিয়াতির বর্ণনা বিহীন] জাল হাদীস বলে বেড়ায়, সে হাদীস জালকারীর সমান গুনাহগার। ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' এর ভুমিকায় হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) এবং হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

''যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ তার জানা আছে যে হাদীসটি মিথ্যা, সে মিথ্যুকদেরই একজন।'' (সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকাঃ পৃঃ ২১, সহীহ্ ইবনে মাজাঃ ১/৩০, ৩১, হাদীস নং ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১।]

জানা থাকা সত্ত্বেও জাল হাদীস বর্ণনা করা যেমন মহাপাপ তেমনি অজ্ঞাত অবস্থায় জাল হাদীস বর্ণনা করা তথা যা শুনেছ তা সবই যাচাই বাছাই না করে বলে দেয়াও মিথ্যুক হওয়ার শামিল। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

''কোন ব্যক্তি মিথ্যুক এবং পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনবে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করে দিবে।'' (সহীহ মুসলিম শরীফের ভুমিকাঃ পৃঃ২২, সহীহু জামিউস সাগীরঃ হাদীস নং ৪৪৮০, ৪৪৮২, সহীহু আবু দাউদঃ ৩/২২৭, হাদীস নং ৪৯৯২।)

ইমাম নববী (রহ) বলেনঃ ''জাল হাদীস বর্ণনা করা জাল সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য হারাম। যে ব্যক্তি এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেছে যা জাল হওয়া সম্পর্কে তার জানা আছে বা অধিক ধারণা আছে কিন্তু বর্ণনার সময় জালিয়াতির কথা উল্লেখ করে নি, সে ব্যক্তি উক্ত সতর্কবাণীর অন্তর্ভূক্ত এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যা আরোপকারীদের দলভুক্ত। কেননা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বলে অথচ তার জানা আছে যে হাদীসটি মিথ্যা সে মিথ্যুকদের একজন।'' [শরহে মুসলিম, নববীঃ ১/৭১।]

তিনি আরো বলেনঃ 'রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যা আরোপ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আহকামের হাদীস এবং তারগীব তারহীব, ওয়াজ নসীহত তথা ফযীলতের হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং সবই হারাম, সব চেয়ে বড় কবীরা এবং সবচেয়ে খারাপ কাজ। এটা বিশ্বস্ত ইজমায়ে মুসলেমীন দ্বারা প্রমাণিত।

তিনি আরো বলেনঃ 'মুসলমানদের মান্যগণ্য আলেমগণ একথায় একমত যে সাধারণ লোকের উপরও মিথ্যারোপ করা হারাম। তা হলে যাঁর কথা শরীয়ত এবং যার কালাম ওহী তার নামে মিথ্যারোপ করা কত বড় হবে? একটু চিন্তা করে দেখুন। বস্তুতঃ রাসুলের নামে মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যারোপের নামান্তর। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ''তিনি প্রকৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না তা প্রত্যাদেশিত ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।'' (সূরা নাজমঃ ৩,৪, শরহে মুসলিম ইমাম নববীঃ১-৭০।)

শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে সালাহ্ বলেনঃ ''কোন বিষয়ে জাল হাদীস বর্ণনা করা জায়েয হবেনা। তবে জালিয়াতির কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য যয়ীফ হাদীস যা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে , ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা বর্ণনা করা চলে।'' [তাহ্যীর ঃ পৃঃ৭৩] হাফেজ সুয়ূতী এ ব্যাপারে একমত যে, জালিয়াতির বর্ণনা ব্যতীত জাল হাদীস বর্ণনা করা কোন বিষয়েই জায়েয হবে না।' [তহযীরুল খাওয়াছ, পৃঃ৭৪।]

হাফেজ আল্লামা ইবনে হাজর (রহঃ) 'নুখবাতুল ফিকারের ব্যাখ্যায় একই কথা উল্লেখ করেছেন। [শরহে নুখবাঃ পৃঃ ২০, ২১।]

মোটকথা, জাল হাদীসের জালিয়াতি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার জন্যই শুধু জাল হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে। এছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে আহকাম বা ফযীলত যে কোন বিষয়ে জাল হাদীস বর্ণনা করা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যারোপ করার নামান্তর, যার পরিণতি জাহান্নাম বৈ কিছুই নয়।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, জাল হাদীসের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ও কড়া সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও অনেক ওয়ায়েজ বক্তাদেরকে নিঃসঙ্কোচে জাল হাদীস বর্ণনা করতে শুনা যায়। এমনিভাবে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রিকায় এবং বিভিন্ন বই পুস্তকেও নির্দ্বিধায় জাল হাদীস লিখে প্রচার করতে দেখা যায়, অথচ জাল হাদীস বর্ণনা যে মহাপাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদসত্ত্বেও বাজারে জাল হাদীসের এত ছড়াছড়ি আমার মনে হয় জাল হাদীসের ব্যাপারে জ্ঞানের দৈন্যদশার কারনেই। তাই সর্বসাধারণকে জাল হাদীস সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

জ্বাল ও দূর্বল হাদীসের কতিপয় উদাহরণ

পরিশেষে সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা এখানে সমাজে বহুল প্রচারিত জ্বাল ও দুর্বল হাদীসের কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি, যেন প্রিয় পাঠকগণ সে সকল কথা বার্তা শুনলেই বুঝতে পারেন যে, এগুলো হাদীস নয়। যদিও তা 'হাদীস' নামে সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে।

১. ''হে মুহাম্মদ! আপনি না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।''-- এটি জ্বাল হাদীস। [আল্ ফাওয়ায়িদ, হাদীসঃ১০১৩, সিলসিলা যয়ীফাহ, হাদীস ঃ ২৮৩।]

২. 'আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট আর মুমিনগণ আমার নূর থেকে সৃষ্ট এটিও একটি জ্বাল হাদীস, বস্তুতঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীসও সহীহ নেই। [ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তায়মিয়াঃ ১৮/৩৩৬। তানযীহুশ শরীয়াহঃ ২/৪০২।]

৩. ''আহারের পূর্বেও পরে লবন খাওয়া সুন্নাত, এবং এতে সত্তরটি উপকার রয়েছে।''-- এহাদীসটি জ্বাল ও ভিত্তিহীন। [আল মাছনু'-- মুল্লা আলী ক্বারী, তাহক্বীক আবুগুদ্দা, টীকা নং ৭৬।]

৪. ''আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের সমতুল্য। এদের যে কোন এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করলে হিদায়েতের উপর থাকবে।'' হাদীসটি জ্বাল। [সিলসিলা যয়ীফা-- আলবানীঃ ১/১৪৪/৫৮, ইকামাতুল হুজ্জাহ্-তাহকীক, শায়খ আবুগুদ্দাহ, টীকা পৃঃ৫১।]

৫. ''আমার উম্মতের ইখতেলাফ [মতানৈক্য] রহমত বয়ে আনবে।'' আল্লামা ইবনে হাযম বলেনঃ হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল। শায়খ আলবানী বলেনঃ হাদীসটি জ্বাল। আল্লামা সুবকী বলেনঃ উক্ত কথাটির সহীহ, দুর্বল বা কোন মনগড়া সনদও পাইনি। [যয়ীফাঃ ১/১৪।]

৬. ''আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের সমতুল্য।'' হাদীসটি ভিত্তিহীন এবং জ্বাল। [মাকাছেদঃ৭০২, ফাওয়ায়েদঃ ২/৩৬৮, যয়ীফাঃ ১/৬৭৯/৪৬৬।]

৭. ''আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হল তার প্রবেশ দ্বার।'' হাদীসটি জ্বাল ও বাতিল। [আল্ লাআলীঃ ১/১৭০, ফাওয়ায়েদঃ ৩৪৭, ইবনে আররাকঃ ১/৩৭৭।]

৮. ''জ্ঞান অর্জন কর যদিও চীন দেশে গিয়ে হোক।'' হাদীসটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। [সিলসিলা যয়ীফাঃ ১/৬০০/৪১৬।]

৯. ''যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য ধর্ম সংক্রান্ত ৪০ টি হাদীস আয়ত্ব করে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে ফকীহ করে কবর থেকে তুলবেন এবং আমি তার শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হব।'' মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে হাদীসটি দুর্বল। [ফাওয়ায়েদঃ ২/৩৭৩/৯২০, যয়ীফাঃ ১/৬০২।]

১০. ''একজন আলেম শয়াতানের মোকাবেলায় এক হাজার (জাহিল) ইবাদতকারী (দরবেশের) চেয়েও অধিকভারী।'' হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল বা জাল। [আল কাশফঃ ২/৫১৪/৫৯৯, কাশফুল খাফাঃ ২/১৩২, ফয়জুল কাদীরঃ ৪/৪৪২, মাকাছেদঃ ৮৬৪।]

১১. ''বাতেনী ইলম হল আল্লাহর একটি গুপ্তভেদ। বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে তা দান করেন।'' হাদীসটি জ্বাল [তানযীহুশ শরীয়াঃ ১/২৮০/১০৫।]

১২. ‘‘আসমান এবং জমীনে আমার স্থান হয় না অথচ মুমিন বান্দার অন্তরে আমার স্থান হয়।’’ হাদসিটি জাল। [ইবনে আররাক্বঃ ১/১৪৮, আলমুগনিঃ ৩/১৪, ফাতওয়াঃ ১৮/১২২।]

১৩. ‘‘মুমিনের অন্তর হল আল্লাহর ঘর বা আল্লাহর আরশ।’’ হাদীসটি জ্বাল ও ভিত্তিহীন। [ইবনে আররাকঃ ১/৪৮, ফাতওয়াঃ ১৮/১২২, কাশ্‌ফঃ ২/৯৯।]

১৪. ‘‘যে ব্যক্তি নিজকে চিনেছে, সে আল্লাহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে।’’-- হাদীসটি জ্বাল ও ভিত্তিহীন। [মাকাছেদঃ ২৮, যয়ীফাঃ ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২।]

১৫. ‘‘দেশ প্রেম ঈমানের অন্তর্ভূক্ত’’। হাদীসটি জ্বাল। [মাকাছেদঃ ৩৮৬, মাছনূঃ ১০৬, আসরারঃ ৪১৩, যয়ীফাঃ ৩৬।]

১৬. ‘‘মুমিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে শেফা (রোগমুক্তি), মুমিনের লালায়ও আছে শেফা।’’ -- হাদীসটি ভিত্তিহীন ও জ্বাল [কাশ্‌ফঃ ১/৫৫৫, মাছনূঃ১৫৯, আসরারঃ ৪৯০, যয়ীফাঃ ৭৮।]

১৭. ‘‘যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, কেয়ামতের দিন তার অন্তর মরবে না।’’ অন্য বর্ণনায় আছেঃ ‘যে ব্যক্তি চারটি রাত্রি জাগ্রত হয়ে ইবাদত করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। ‘তারবিয়া’ তথা জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, আরাফার রাত্রি, কোরবানীর রাত্রি এবং ঈদুল ফিতরের রাত্রি।’’ এ হাদীসদ্বয় জ্বাল। [যয়ীফাঃ ২/১১, ১২/৫২০, ৫২২।]

১৮. ‘‘সর্বোত্তম দিন হল আরফার দিন যদি তা জুমার দিনে হয়। আর জুমার দিনে হজ্জ অন্য দিনের হজ্জের চেয়ে সত্তরগুণ ভাল।’’ হাদীসটি বাতিল। [যয়ীফাঃ ১/৩৭৩/২০৭।]

১৯. ‘‘যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার যিয়ারতে আসল না সে আমার সাথে অন্যায় করল।’’ হাদীসটি জ্বাল। [যয়ীফাঃ ১/১১৯/৪৫।]

২০. ‘‘প্রত্যেক বস্তুর অন্তর রয়েছে, কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে সে যেন দশ বার কুরআন খতম করল।’’ হাদীসটি জ্বাল। [ইলালঃ ২/৫৫, যয়ীফাঃ ১৬৯।]

২১. ‘‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবারে মাতা পিতার কবর যিয়ারত করবে এবং সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে তার গুণাহসমূহ আয়াত এবং অক্ষরের হিসাব মতে ক্ষমা

করে দেয়া হবে।'' হাদীসটি জ্বাল। [ইবনে আদীঃ ১/২৬৮, মওযুআতঃ ৩/২৩৯, লাআলীঃ ২/৪৪০।]

২২. ''আমি এক গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি পরিচিত হওয়ার মানসে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলাম।'' এটি জাল ও ভিত্তিহীন কথা। [আলমাকাছিদ (৮৩৮) দুরার (৩৩০) 'আল্ মাছনূ' (২৩২) তাময়ীযঃ (১২২) তানযীহুশ শরীয়াহঃ ১/১৪৮।]

২৩. ''মূর্খ ব্যক্তির ইবাদত করা থেকে আলেমের নিদ্রা উত্তম।'' এ হাদীসটি জ্বাল। [তানযীহুশ শরীয়াহ, ১/২২৩।]

২৪. ''কিছুক্ষণ সময় আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা এক বৎসর, অন্য বর্ণনায় ষাট সত্তর বৎসর, আর এক বর্ণনা মতে এক হাজার বৎসরের ইবাদত বন্দেগী থেকে উত্তম।'' এটি জ্বাল, বাতিল ও ভিত্তিহীন।'' [মাওযুআতঃ ৩/১৪৪, আল্লাআলী, ২/৩২৭, লিসানুল মীযানঃ ৪/১৯৪, লামহাতুমমিন তারীখিস সুন্নাহ আবুগুদ্দা, পৃঃ ৮৯, যয়ীফু জামিউস্সগীর (৩৯৮৮), যয়ীফাহঃ (১৭৩)।]

২৫. ''আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।'' ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেনঃ হাদীসটি ভিত্তিহীন, অনেকে দুর্বলও বলেছেন। [দুরারঃ ২৪৫, আসরারঃ ২১১, তারীখে বাগদাদঃ ১৩/৪৯৩।]

২৬. ''যে ব্যাক্তি আমার উম্মত বিগড়ে যাওযার কালে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের ছাওয়াব রয়েছে।''-- এ হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল। [সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৩২৬।]

২৭. ''হে মুআ'য,! তুমি কিসের সাহায্যে ফায়সালা করবে? তিনি উত্তর করলেন, আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদি তাতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহের সাহায্যে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাতেও যদি না পাও? তিনি উত্তর করলেন, তাহলে (আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসুলের আলোকে) আমি ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতে চেষ্টা করব। তার উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহর শোকর, তিনি যে, তাঁর রাসূলের প্রতিনিধি মুআ'যকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন যাতে তাঁর রাসূল খুশী হন।'' হাদীসটি দুর্বল। [সিলসিলা যয়ীফা, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৪৪১।]

২৮. ''পাগড়ী সহ দু'রাকাত ছালাত পাগড়ী বিহীন সত্তর রাকাতের চেয়ে অনেক উত্তম।'' অন্য বর্ণনায় ''পাগড়ীসহ ছালাত দশ হাজার নেকীর সমান।'' অন্য বর্ণনায় ''পাগড়ীসহ এক জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তুর জুমার সমান। -- এ হাদীসগুলো জাল ও বানোয়াট। [সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস ১২৭, ১২৮, ১২৯।]

২৯. ''বিবাহের অনুষ্ঠানে খেজুর ছিটিয়ে দিতেন।'' হাদীসটি জাল। [সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীসঃ ৪১৯৮।]

৩০. ''দারিদ্র আমার গর্ব''। হাদীসটি বাতিল ও জাল। [আলমাছনূ ফি মা'রিফাতিল হাদীসিল মওযু-মুল্লা আলী ক্বারী, হাদীস নং ২০৭।]

পরিশিষ্ট-৩

بِدْعَةٌ

বিদাত

বিদাতের সংজ্ঞা

প্রত্যেক সে কাজকে 'বিদাত' বলা হয়, যা ছাওয়াব ও পুণ্যের নিয়তে করা হয় কিন্তু শরীয়তে তার কোন ভিত্তি বা প্রমান পাওয়া যায় না অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে করেননি এবং কাউকে তার অনুমতিও প্রদান করেননি এরূপ আমল আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। [বুখারী, মুসলিম]।

দ্বীনের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর বস্তু হলো বিদাত। যেহেতু বিদাতকার্য পূণ্য ও ছাওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়, সেহেতু বিদাতী ব্যক্তি তা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতেই পারে না, অথচ অন্যান্য পাপসমূহে বোধ শক্তি থাকে। তাই আশা করা যায় যে পাপী কোন না কোন দিন আপন পাপে লজ্জিত হয়ে নিশ্চয় তাওবা-ইস্তেগফার করবে। এই জনাই হযরত ছুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) বলেনঃ ''শয়তান পাপের পরিবর্তে বিদাতকেই খুব ভালবাসে।''

শরীয়তের দৃষ্টিতে দুটি পাপ এমন আছে যে, তা না ছাড়া পর্যন্ত কোন নেক আমলও কবুল হয় না এবং তাওবাও কবুল হয় না। পাপ দুটি হলো শির্‌ক ও বিদাত।[১] শির্‌ক সম্পর্কে রাসূল আকরাম রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা বান্দার পাপ মাফ করতে থাকেন যতক্ষন না আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে পর্দা হয়। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! পর্দা কি ? তিনি বললেন ঃ পর্দা হলো, মানুষ শির্‌ক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা [মুসনাদু আহমদ]। বিদাত সম্পর্কে রসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা বিদাতীর তাওবা গ্রহন করেন না যতক্ষণ না সে বিদাত ছেড়ে দেয়'' [ত্বাবরানী]। তাহলে বিদাতীর সকল প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত হলো সেই মজুরের ন্যায় যে সারা দিন অনেক কষ্ট করে কাজ করল কিন্তু সে সময় নষ্ট করা এবং ক্লেশ ভোগ করা ব্যতীত অন্য কোন পারিশ্রমিক ও মূল্য প্রাপ্ত হল না। কেয়ামতের দিন যখন রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাউযে কাউসারে উম্মতকে পানি পান করাবেন তখন কিছু লোক হাউযে কাউসারে আসবে যাদেরকে রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মত মনে করবেন কিন্তু ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ এরা হলো সে সকল

১. শির্‌ক সম্পর্কে জানার জন্য 'কিতাবুত তাওহীদ' তথা তাওহীদের মাসায়েল বইটি পড়ুন।

লোক যারা আপনার পরে বিদাত শুরু করে দিয়েছে, তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন ঃ ''سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ'' ''দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও সে সকল লোকেরা, যারা আমার পরে দ্বীনকে পরিবর্তন করেছো।'' [বুখারী, মুসলিম]। অতএব যে ইবাদত ও সাধনা সুন্নাত মোতাবেক হবে না তাই গোমরাহী। যে সকল যিকির ও অযীফা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাতেও কোন প্রকার ফল পাওয়া যাবে না। যে দান, ছদকা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত নিয়মে হবে না, তাও কোন কাজে আসবে না, যে সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ মতে হবেনা, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ''কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে যারা আমল করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছে কিন্তু জলন্ত আগুনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে [সূরা গাশিয়াঃ ৩, ৪]।

বিদাতের বড় বড় কারনসমূহ

বিদাতের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে সে সকল বড় বড় বিষয়গুলি চিহ্নিত করা জরুরী মনে করি, যা আমাদের সমাজে বিদাতের সয়লাবের কারন হচ্ছে, যেন জনসাধারণ তা থেকে বাঁচতে পারে।

১-বিদাতের বিভক্তি

আমাদের সমাজের এক বড় শ্রেণীর লোকজনের অধিকাংশ আকীদাও আমালের ভিত্তি হলো যয়ীফ ও মাওযু (জ্বাল) হাদীসসমূহের উপর। তাই তারা তাদের সুন্নাত বিরোধী ও বিদাতি কার্যসমূহকে দ্বীনের সনদ দেয়ার উদ্দেশ্যে বিদাতকে 'হাসানা' ও 'সাইয়্যেআহ' দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। আর কিতাব-সুন্নাহের শিক্ষা থেকে অজ্ঞ জনসাধারণকে এটি বুঝানো হচ্ছে যে, বিদাতে সাইয়্যেআহ হলো বাস্তবে পাপের কাজ। কিন্তু বিদাতে হাসানা তো ছাওয়াবের কাজ। অথচ আসল বাস্তব হলো, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বিদাতকেই গোমরাহী বলেছেন -- 'كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ' (প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী) [মুসলিম]। চিন্তা করুন ঃ যদি মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাত সুন্নাতের স্থানে তিন রাকাত সুন্নাত পড়ে তাহলে এটাকি বিদাতে হাসানা হবে নাকি দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হবে ?

বাস্তব কথা হলো, বিদাতে হাসানার চোরা দরজা দ্বীনের মধ্যে বিদাতের প্রচার প্রসারে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন মাসনূন ইবাদতের স্থানে গায়রে মাসনূন ও মনগড়া ইবাদত জায়গা দখল করে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিদাতী ধর্মের

ভিত্তি রাখা হয়েছে। পীর মুরিদির নামে বেলায়ত, খেলাফত, তরীকত, সূলুক, বাইয়াত, নিসবত, ইজাযত, তাওয়াজ্জুহ, ইনায়েত, ফরজ, করম, জালাল, আস্তানা, দরগাহ, খানকাহ, ইত্যাদি পরিভাষা গড়া হয়েছে। আর মুরাকাবা, মুজাহাদা, রিয়াযত, চিল্লাকশী, কাশফুল কুবুর, আলোক সজ্জা, সবুছা, চোমুক, নজর, মানত, কোনড়া, জান্ডা, সেমা (গান), রক্স (নৃত্য), হাল, ওয়াজ্দ এবং কৈফিয়ত ইত্যাদি হিন্দু নিয়মের পুজাপাটের নিয়ম নীতি আবিস্কার করা হয়েছে। মাজার সমূহে সাজ্জাদানশীন, গদীনশীন, মাখদুম, জারুবকাশ, দরবেশ এবং মাস্তানরা এই স্বগড়িত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং ঝান্ডাধারী হয়ে আছে। ফাতেহা শরীফ, কুল শরীফ, দশম শরীফ, চল্লিশা শরীফ, গেয়ারবী শরীফ, নেয়ায শরীফ, কারামত বর্ণনা এবং স্বগড়িত যিকির আযকার ও অযীফাসমূহের মত গায়রে মাসনূন ও বিদাতী কার্যাবলীকে ইবাদতের স্থান দিয়ে তেলাওয়াতে কুরআন, ছাওম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ ও তাহলীল, যিক্রে ইলাহী এবং মাসনূন দু'আসমূহের মত ইবাদত সমূহকে একদম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোথাও এসকল ইবাদতের কিঞ্চিত ধারণা থাকলেও বিদাতের দ্বারা সে গুলোর আসল রূপ বিকৃতি করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইবাদতের একটি দিক যিক্রকে নেন, দেখেন তাতে কি কি ভাবে কত ধরণের মনগড়া কথা যোগ করা হয়েছে। যথা ঃ ০ ফরয নামাযের পর উচ্চস্বরে সম্মিলিত ভাবে যিক্র করা। ০ যিক্র করার সময় আল্লাহ্র নাম মোবারকে কম বেশ করা। ০ দেড় লক্ষ বার আয়াতে কারীমার যিকিরের জন্য মাহ্ফিল অনুষ্ঠান করা। ০ মুহার্রামের প্রথম রাত্রিকে জিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা। ০ সফর মাসকে অশুভ মনে করা। ০ ২৭শে রজবকে শবে মে'রাজ মনে করে যিক্রের ব্যবস্থা করা। ০ ১৫ই শাবান যিক্রের মাহ্ফিল অনুষ্ঠান করা। ০ সাইয়িদ আব্দুল কাদের জীলানী (রাহঃ) এর নামে অযীফা পড়া। ০ সায়্যিদ আব্দুল কাদের জীলানী (রাহঃ) এর নামে নেসবতকৃত সারা সপ্তাহের অযীফা পড়া। ০ দোয়া গাঞ্জুল আরশ, দোয়া জামীলা, দোয়া সূরয়ানী, দোয়া আক্কাশাহ, দোয়া হিযবূল বাহার, দোয়া আমন, দোয়ায়ে হাবীব, আহাদ নামা, দরুদে তাজ, দরুদে মাহী, দরুদে তুনজ্জীনা, দরুদে আকবর, হাফত হাইকল শরীফ, চেহেলকাফ, রুদহে মুআজ্জাম এবং শষ কুফল ইত্যাদি অযীফা সমূহ গুরুত্বের সহিত পড়া। এসকল অযীফা আমাদের দেশে বাস, গাড়ী, এবং সাধারণ দোকানগুলিতে খুব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়, যা সাদাসিদে ও অজ্ঞ মুসলিম ভাইয়েরা বড় বিশ্বাসের সহিত ক্রয় করে থাকেন এবং প্রয়োজন বশতঃ দুঃখ, মুছীবতের সময় কাজে লাগিয়ে থাকে। আযকার ও অযীফাসমূহ ব্যতীত ইবাদত তথা , ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ওমরা, কুরবানী, ইত্যাদির বিদাতের ব্যাপারে আরো দু'কদম আগে। জীবনের অন্যানা বিষয় যথাঃ জন্ম, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, জানাযা, কবর যিয়ারত ঈছালে ছাওয়াব ইত্যাদির ব্যাপারে বিদাতের ধারা অফুরন্ত, যা পুর্নালোচনার জন্য আলাদা একটি কিতাবের প্রয়োজন। মোট কথা, এরূপভাবে বিদাতে হাসানার প্রবেশকারী গোমরাহী এবং জিহালতের ঝড় তুফান

ইসলামের সম্পূর্ণ একটি নতুন, অনারবী হিন্দু মডেল তৈরী করে ফেলেছে। এ ছাড়াও বিদাতে হাসানা বিদাতের লম্বা সূচীতে দৈনন্দিন সংযোজনের বড় একটি কারন।

২-অন্ধ অনুকরণ

অধিকাংশ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ শুধুমাত্র পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরনার্থে গায়রে মাসনূন কার্যাবলী ও বিদাতসমূহে লিপ্ত হয়ে আছে। এরা এতটুকুও চিন্তা করে দেখতে ইচ্ছুক নয় যে, দ্বীনের সাথে এ সকল কাজের কি সম্পর্ক ? প্রত্যেক যুগে এ সকল লোকের একই দলীল। তা হলো, "بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ" অর্থাৎ ''আমরা আমাদের বাপ দাদাকে এরূপ করতে পেয়েছি। অতএব আমরাও তাই করে থাকি'' [সুরা ২৬]। কিছু সংখ্যক লোকেরা অসৎ আলিম ওলামাদের অন্ধ অনুকরণ করত ঃ বিদাতের বেড়াজাল থেকে রক্ষা পচ্ছেনা। আবার অনেকে স্বীয় দ্বীনি আকীদা বিশ্বাস বঞ্চিত ও বিরোধী শাসকবর্গের অনুকরনার্থে মাজার সমূহে উপস্থিতি, ফাতেহাখানী, কুরআনখানী, বার্ষিকী পালন ইত্যাদি বিদাতে লিপ্ত হয়ে গেছে। সর্বাবস্থায় এই গোমরাহীর আসল কারণ হলো একটি, তা হলো অন্ধ অনুকরণ, তা বাপ দাদার হোক বা অসৎ আলিম ওলামাদের অথবা রাজনৈতিক নেতাদের হোক বা রসম রেওয়াজের হোক।

৩- বুজুর্গ ব্যাক্তিদের অতিভক্তি

বুজুর্গদের অতিভক্তি সব সময় দ্বীনে পরিবর্তনের বড় কারন হয়ে আছে। আল্লাহর মুত্তাকী, পরহেযগার, দ্বীনদার ও পুণ্যবান বান্দাদের সংস্রব ও তাঁদের সাথে মহাব্বাত শুধু যে বৈধ তা নয় বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে মহৎ উদ্দেশ্যও বটে। কিন্তু যখন এই মহাব্বাত অন্ধ অনুকরণের সমার্থ হয়ে যায় তখন সে সকল বুজুর্গদের ভুল ও গায়রে মাসনুন কার্যাবলী ও তাদের ভক্তদের কাছে দ্বীনের অংশ মনে হয় এবং তারা ছাওয়াবের কাজ মনে করে তা করা শুরু করে দেয়। এমনকি সেই বুজর্গদের স্বপ্ন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মুশাহাদাত এবং কাহিনী ইত্যাদি সব কিছুকেই অতিভক্তির কারনে দ্বীনের সনদ মনে করে থাকে এবং জনসাধারণের সামনে দ্বীন হিসেবে পেশ করা হয়, এমনিভাবে বিদাতীও গায়রে মাসনূন কার্যাবলী প্রচার ও প্রসার লাভ করে থাকে। বলা হয় যে, উপমহাদেশে যখন সূফীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৌছলেন তখন তারা উপলব্ধি করলেন যে এখানের জনগণেরা গান বাজনা এবং সঙ্গীতকে খুব পছন্দ করেন। তাই সূফীগণ তখন দাওয়াতের স্বার্থে সেমা (গান বাজনা) এবং কাওয়ালীর প্রথা চালু করেছেন। বুজর্গদের সেই আচরণকে তখনকার মত আজকেও বৈধ মনে করা হচ্ছে। আমাদের মতে, প্রথমতঃ এ সকল কেচ্ছা কাহিনী কতেক কল্পকাহিনী এবং সূফী সাধকদের উপর মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ দু'একটি ঘটনা হয়েও থাকে, তা

হলেও আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলীর বিপরীত বড়র চেয়ে বড় কোন সূফীর কোন কাজ মুসলমানদের জন্য দলীল হতে পারে না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা হয় অনেক কল্যাণপূর্ণ। অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে বুজর্গ ও সুফী সাধকদের শরীয়ত পরিপন্থী কথা ও কাজের পক্ষপাতিত্ব করা জনসাধারণের মধ্যে বিদাত প্রচারিত হওয়ার আর একটি বড় কারণ।

৪ - মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েলের ধোকা

কিছু সুবিধাবাদী তাবলীগ ও দাওয়াতের দায়িত্ব আদায়কারী 'বিদাত' কে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় বলে স্বজ্ঞানে ও অজ্ঞানে সমানে বিদাত চালু করার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মনে রাখবেন মতবিরোধ পূর্ণ বিষয় শুধু তাই, যাতে উভয় পক্ষে কোন না কোন দলীল বর্তমান থাকে, কোন পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে আর কোনপক্ষে হাদীস রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও মোটামোটি ভাবে উভয় পক্ষে দলীল অবশ্যই থাকবে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের উদাহরণ হলো যেমন ছালাতে (নামায) রফয়ে য়াদাইন বা উভয় হাত উঠানো, অথবা উচ্চস্বরে আমীন বলা ইত্যাদি। কিন্তু এমন সব বিষয় যাতে সহীহ হাদীস তো দুরের কথা যয়ীফ (দুর্বল) থেকে দুর্বল কিংবা কোন জাল বর্ণনাও পাওয়া যায় না, তাকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় কি ভাবে বলা চলে ? ফাতেহা প্রথা, কুলখানী প্রথা, দশবী, চল্লিশা, গেয়ারবী, কুরআনখানী, মীলাদ, বার্ষিকীপালন, কাওয়ালী, সূন্দলমালী, আলোকসজ্জা, কুন্ডা, জান্ডা, ইত্যাদি এমন কতগুলি কাজ যা আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। কাজেই এ সকল বিদাতকে ইখতিলাফী মাসায়েল বা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় বলে উড়িয়ে দেয়া মুলতঃ দ্বীনের মধ্যে বিদাত প্রচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৫ - ছ্হীহ্ সুন্নাহ থেকে অজ্ঞতা

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানাবলী মেনে চলা যেহেতু সকল মুসলমানের উপর ফরয, তাই অধিকাংশ লোকেরা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে বর্ণিত প্রত্যেক কথাকে সুন্নাত মনে করে আমল শুরু করে দেন। এমন লোক খুব কমই আছেন যারা একথা যাচাই বাঁছাই করা কে আবশ্যক মনে করেন যে, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে বর্ণিত কথাটি কি সত্যিই তাঁর কথা ? না তাঁর নামে ভুল নেসবত করা হয়েছে ? জনসাধারণের এই দুর্বলতা তথা অজ্ঞতার কারণে অনেক বিদাত ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে। যাকে লোকেরা সৎ উদ্দেশ্যে দ্বীন বুঝে প্রতিনিয়ত পালন করে আসছে। আমার জানামতে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা সহীহ ও যঈফ হাদীসের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারার পর গায়রে মাসনূন কাজ বাদ দিয়ে সুন্নাত সমর্থিত কাজ ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি।

সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের উপর বড় দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা যেন জনসাধারণকে এই পার্থক্য সম্পর্কে অবগত করেন এবং বিদাতের বেড়াজাল থেকে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এখানে আমরা আমাদের সেই ভাইদেরকেও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে চাইব যারা অনেক মেহনতের মাধ্যমে বড় ইখলাছের সহিত দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাহক্বীক্ব (যাচাই-বাছাই) না থাকা সত্বেও নিজেদের আলাপে ''হাদীসে বর্ণিত আছে'' বা ''রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন'' ইত্যাদি শব্দ বেশীর ভাগ ব্যবহার করে থাকেন। মনে রাখবেন, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে কোন কথার নেসবত করা বড় দায়িত্বের ব্যাপার। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যা কথা নেসবত করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা করে নেয় [মুসলিম]। অতএব জনগণকে পথ প্রদর্শনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গুরু দায়িত্ব হল, তারা যেন পরিপূর্ণ যাচাই বাছাইয়ের পর সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত মাসায়েল গুলিই কেবল জনগণকে বলেন। আর জনগণের বড় দায়িত্ব হল, তারা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে নেসবতকৃত যে কোন কথাকে ততক্ষণ সুন্নাহ বলে গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না তাঁর দিকে নেসবত কৃত কথা, কাজটি বাস্তবে তাঁরই কথা বলে প্রমাণিত হবে।

৬ - রাজনৈতিক স্বার্থসমূহ

বর্তমান প্রিয় মাতৃভূমির উল্লেখযোগ্য প্রায় ধর্মীয় দলগুলিকে ধর্মের নামে রাজনীতির কাঁটাবনে প্রতিদন্দ্বিতা করতে দেখা যাচ্ছে। যে দলগুলি নিজেদের জ্ঞানানুসারে শির্ক ও বিদ্আ'তে লিপ্ত, তাদের কথা বলে আর কি হবে ? দুঃখের কথা হলো, যে সকল ধর্মীয় দল শির্ক-বিদাআতের বিভীষিকা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি রাখেন, তারা শুধু জনসাধারণের অসন্তুষ্টিকে এড়ানোর জন্য বিভিন্ন টাল বাহানার মাধ্যমে এ ব্যাপারে চুপ থাকা বা সত্যকে গোপন করার নিয়ম অবলম্বন করে আছেন, কখনো বলেনঃ এটিও বৈধ, তবে না করাই বেশী উত্তম ছিল। আবার কখনো বলেনঃ অমুক ব্যক্তি এটিকে অবৈধ মনে করতেন কিন্তু অমুকের নিকট এটি বৈধ, ইত্যাদি আরো অনেক রকমের কথা। এই পদ্ধতি জনসাধারনের অন্তরে মাসনূন [সুন্নাহ সমর্থিত] ও গায়রে মাসনূন [সুন্নাহ অসমর্থিত] কাজকে সংমিশ্রণ করে সূন্নাতের গুরুত্বকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ্আতের প্রচার প্রসারের পথ সুগম করে দিয়েছে। কোন কোন মুবাল্লিগ যারা রাসুল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসনদে বসে শির্ক-বিদাতের নিন্দা করতেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারাও অনেক শির্ক ও বিদাতের কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, কোন কোন আলিমগণ যারা কিতাব-সূন্নাতের ঝান্ডাবাহক ছিলেন তারাও রাজনৈতিক অপারগতার নামে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের শক্তি বৃদ্ধির কারন

হতে যাচ্ছেন। এমনি ভাবে কিছু ধর্মীয় পথ প্রদর্শকগণ যারা জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি আহবান করতেন, তারা নিজেরাই অন্যায় গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে মগ্ন। রাজনৈতিক স্বার্থের নামে ধর্মীয় দলসমূহ এবং আলিমদের কথা ও কাজের এই বৈপরীত্য শির্ক বিদাতের বিরুদ্ধে কৃত অতীতের দীর্ঘ প্রচেষ্টাকে খুব বেশী ক্ষতি করেছে।

اَلنِّيَّـــةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা	১

সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।-- বুখারী শরীফ। ([১])

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি দেখেন। -মুসলিম। ([২])

---

১. সহীহ আলবুখারী (আরবী-বাংলা) ঃ ১/১৯, হাদীস নং ১ [আধুনিক প্রকাশনী] ।

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াছ্ছিলাহ, বাব আল্ মুসলিমু আখুল মুসলিম, মেশকাত ঃ [আজমী]ঃ ৯/২৬২।

تَــعْرِيْفُ السُّنَّــة

'সুন্নাহ ' এর পরিচয়

মাসআলা	২

সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্মপদ্ধতি, রাস্তা [তা ভাল বা মন্দ যাই হোক]।

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه) (حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

হযরত আবুজুহায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে তাদের সওয়াব থেকে সামান্যও হ্রাস করা হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদ কাজের প্রচলন করলে এবং তা অনুসৃত হলে সে তার নিজের গোনাহ্র ভাগী হবে এবং উপরন্তু তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহের ভাগীও হবে, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গোনাহের পরিমাণ মোটেও হ্রাস পাবে না। -- ইবনে মাজা। [১] (হাসান সহীহ)।

মাসআলা	৩

শরীয়তের পরিভাষায় 'সুন্নাহ' এর অর্থ হল রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা বা পদ্ধতি।

১. সহীহু সুনানি ইবনি মাজা ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৭৩।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। --বুখারী শরীফ। (১)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

হযরত ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি (সূরা ফাতেহা) পাঠ করে জানাযার ছালাত আদায় করলেন এবং পরে বললেন, আমি এরূপ এজন্য করলাম যাতে লোক এটাকে সুন্নাত বলে জানতে পারে। --বুখারী শরীফ। (২)

মাসআলা ৪

'সুন্নাহ' তিন প্রকার ঃ

(১) ক্বাউলী, (কথা) (২) ফে'লী (কাজ), (৩) তাক্বরীরী, (সমর্থন)।

মাসআলা ৫

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখের কথাকে সুন্নাতে ক্বাউলী বলে। নিম্নে তার উদাহরণ দেয়া হল।

১. সহীহ আল বুখারী ঃ ৫/১৯, হাদীস নং ৪৬৯০।
২. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৫৪৩, হাদীস নং ১৩৩৫।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''যদি খাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া না হয়, তখন শয়তান সেই খানাকে নিজের জন্য হালাল মনে করে।'' -- মুসলিম।[১]

মাসআলা	৬

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কৃত কাজকে 'সুন্নাতে ফে'লী' বলা হয়। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হল।

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَوِّي صُفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেনঃ যখন আমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াতাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ ঠিক করে দিতেন। আমরা যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ''আল্লহু আকবর'' বলে ছালাত শুরু করে দিতেন।''-- আবুদাউদ। ([২])

মাসআলা	৭

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে যে কাজ করা হল, সে কাজে যদি তিনি চুপ থাকেন অথবা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তা হলে তাকে 'সুন্নাতে তাক্বরীরী' বলা হয়। উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল আশবিবাহ, হাদীস নং ২০১৭।
২. সহীহ সুনানু আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬১৯।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمرو قَالَ: رَأي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْح)

হযরত কায়স ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে ফজরের ছালাতের পর দুই রাকাত পড়তে দেখেছেন। তখন বলেছেনঃ ফজরের ছালাত তো দুই রাকাত। লোকটি বললঃ আমি ফরজের পূর্বের দুই রাকাত প্রথমে পড়তে পারিনি তাই এখন পড়ছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর শুনে চুপ থাকলেন। - আবু দাউদ। ([১]) (সহীহ্)

বিঃ দ্রঃ এ তিন প্রকারের 'সুন্নাহ ' একই সমান এবং শরীয়তের দলীল।

---

১. সহীহ্ সুনানু আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১১২৮।

السُّنَّةُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآن

কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্নাহ

মাসআলা ৮

দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশের আনুগত্য করা ফরয।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ. (٨ : ٢٠)

অর্থাৎ ‘‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মানা কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না [সূরা আনফালঃ ২০]।

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. (٢٤ : ٥٦)

অর্থাৎ ‘‘তোমরা ছালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। [সূরা আন্-নুর ঃ ৫৬]।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا. (٤ : ٨٠)

অর্থাৎ ‘‘যে লোক রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে [হে মুহাম্মদ], তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। [সুরা আন-নিসা ঃ ৮০]।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ للهِ. (٤ : ٦٤)

অর্থাৎ ‘‘বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয়। [সুরা আন-নিসা ঃ ৬৪]।

وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. (٣ : ١٣٢)

অর্থাৎ "আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। [সূরা আল্-ইমরানঃ ১৩২]।

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَي اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا. (٤ : ٥٩)

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের আদেশ মান্য কর। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণ ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [সূরা আন্-নিসাঃ ৫৯]।

বিঃ দ্রঃ আল্লাহ্ তাআ'লার দিকে রুজু করার অর্থ হলো কুরআনের দিকে রুজু করা আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে রুজু করার অর্থ হলো তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর পবিত্র সত্ত্বা, কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর এর অর্থ হবে হাদীস ও সুন্নাহ র দিকে রুজু করা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. (٤ : ٦٥)

অর্থাৎ 'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষন না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫]।

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْآ أَعْمَالَكُمْ (٤٧ : ٣٣)

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।" [সূরা মুহাম্মদঃ ৩৩]।

وَمَآ آتٰـكُمُ الرَّسُوْلُ فَـخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَـانْتَـهُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَـابِ. (٥٩:٧)

অর্থাৎ ‘‘রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহন কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর ঃ ৭]।

মাসআলা	৯

রাসুল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণ সফলতার সনদ।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّـقْهِ فَـأُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ. (٢٤:٥٢)

অর্থাৎ ‘‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেচেঁ থাকে তারাই কৃতকার্য।’’ [সুরা আন্-নূর ঃ ৫২]।

إِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (٢٤:٥١)

অর্থাৎ ‘‘মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম [সূরা আন্-নূর ঃ ৫১]।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَـقَـدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. (٣٣:٧١)

অর্থাৎ ‘‘যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সূরা আহযাব ঃ ৭১]।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَـجْرِيْ مِنْ تَـحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (٤:١٣)

অর্থাৎ ''যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যে গুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। [সূরা নিসা ঃ ১৩]।

মাসআলা ১০

আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মতে কৃত আমলের সম্পূর্ণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

وَإِنْ تُطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَايَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.(٤٩ : ١٤)

অর্থাৎ ''যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। [সূরা হুজুরাতঃ ১৪]।

মাসআলা ১১

পাপ মোচন হওয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

(٣ : ٣١)

অর্থাৎ ''বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [সূরা আল ইমরানঃ ৩১]।

মাসআলা ১২

আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারী লোকজন কেয়ামতের দিন সাহাবীগণ, শহীদগণ, সিদ্দীকগণ এবং সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا. (٤ : ٦٩)

অর্থাৎ ''আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। [সূরা আন্‌-নিসা ঃ ৬৯]।

মাসআলা ১৩

আল্লাহ্ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও যারা আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করে তারা প্রকৃত পক্ষে ঈমানদার নন।

وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ. (٢٤ : ٤٨، ٤٧)

অর্থাৎ ''তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্‌বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা নূর ঃ ৪৭ ও ৪৮]।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا. (٤ : ٦١)

অর্থাৎ ''আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো -- যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। [সূরা আন্‌-নিসা ঃ ৬১]।

قُلْ أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ. (٣ : ٣٢)

অর্থাৎ "বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। [সূরা আল ইমরান ঃ৩২]।

আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য না করার বিষফল হল পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বৈপরীত্য।

وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ. (٤٦:٨)

অর্থাৎ "আর আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলেরও। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চই আল্লাহ তাআ'লা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। [সূরা আনফালঃ ৪৬]।

মাসআলা ১৫

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ বর্তমান থাকাবস্থায় তাঁর বিপরীতে কোন ব্যক্তির আদেশ পালন করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

মাসআলা ১৬

আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাফরমানী করা স্পষ্ট গোমরাহী।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِيْنًا. (٣٦:٣٣)

অর্থাৎ ''আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সুরা আহযাবঃ ৩৬]।

মাসআলা	১৭

আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীরা নিজেরাই নিজের কাজের পরিণামের জন্য দায়ী।

وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْآ أَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ. (٥:٩٢)

অর্থাৎ ''তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়। [সূরা মায়েদা ঃ ৯২]।

قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ. (٢٤:٥٤)

অর্থাৎ ''তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসুলুল্লাহ্র আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্ট রূপে পৌছে দেয়া। [সূরা নূরঃ ৫৪]।

মাসআলা	১৮

আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাফরমানী করার শাস্তি হল জাহান্নাম ও কষ্টদায়ক শাস্তি।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا. (١٧:٤٨)

অর্থাৎ "যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। [সূরা আল ফাতহ ঃ ১৭]।

মাসআলা ১৯

বিভিন্ন টাল বাহানা করে আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধি বিধানকে উপেক্ষা করা কষ্টদায়ক শাস্তির কারণ।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. (٢٤:٦٣)

অর্থাৎ "রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। [সূরা নূরঃ ৬৩]।

فَــضْـلُ السُّــنَّــةِ

সুন্নাহ্ এর ফযীলত

মাসআলা	২০

সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى. (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

'হযরত আবুহুরায়রা [রাঃ] বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''আমার সকল উম্মতই বেহেশতে যাবে, যে বেহেশতে যেতে অসম্মত সে ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কে অসম্মত ? তিনি বললেনঃ যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে সে বেহেশতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে বেহেশতে যেতে অসম্মত। [বুখারী শরীফ]। (১)

মাসআলা	২১

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য বাস্তবে আল্লাহ তাআ'লারই আনুগত্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي. (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

---

১. সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল এ'তেছাম, হাদীস নং ৭২৮০।

''হযরত আবুহুরায়রা [রাঃ] বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে আমার কথা অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল। আর যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]। (১)

মাসআলা ২২

কুরআন ও সুন্নাহর মতে শক্তভাবে আমলকারী ব্যক্তিগণ বিপথগামীতা থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنْ رَضِيَ اَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا اَنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رَوَاهُ الحَاكِمُ) (حَسَنٌ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, শয়তান তোমাদের এই ভুমিতে তার উপাসনা করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু এই বিষয়ে সে সন্তুষ্ট আছে যে উহা (শিরক) ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হবে যা তোমরা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করবে, সুতরাং সাবধান! আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধারণ করে থাক, তবে কখনো পথ হারাবে না, আল্লাহর কিতাব এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। [মুস্তাদরাক, হাকেম]। (২)

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ৩/১৪৫, হাদীস নং ২৭৩৮।

২. সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৬।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ) (صَحِيْح)

হযরত আবুহুরায়রা [রাঃ] বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা এর উপর আমল কর তবে কখনো গোমরাহ হবে না। প্রথমতঃ আল্লাহর কিতাব। দ্বিতীয়ঃ আমার সুন্নাহ। [হাকেম]। ([১])

মাসআলা ২৩

উম্মতের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বিস্তার লাভ করার সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকাই মুক্তির কারণ।

عَن الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَي اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْح)

"হযরত ইরবাজ বিন সারিয়া [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন যাতে

---

১. সহীহ আল জামিউস সাগীর, হাদীস নং ২৯৩৪।

চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষনকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি এবং (ইমাম বা নেতার কথা) শুনতে ও তাঁর অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব, সাবধান ! তোমরা নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদাত এবং প্রত্যেক বিদাতই গোমরাহী''। - আবু দাউদ। (১)

মাসআলা	২৪

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে পূণর্জীবন দানকারী নিজের সাওয়াব ছাড়াও তার অনুসরণকারী সকল ব্যক্তিদের সমান সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) (صَحِيْحٌ)

হযরত আমর ইবনে আউফ [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোন সূন্নাত জীবিত করবে, যা আমার (ইন্তিকালের) পর বিলীন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সূন্নাতের উপর আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব। তবে তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথ ভ্রষ্টতার বিদাত চালু করে, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট, তার

---

১. সহীহ সুনানু আবি দাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৮৫১।

জন্য রয়েছে সেই বিদাতের উপর আমলকারীর সমপরিমাণ পাপ, তবে তাদের পাপ থেকে কিছুই কমানো হবে না। - ইবনে মাজাহ। (১)

মাসআলা ২৫

যারা সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অন্য পর্যন্ত পৌছাবে তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (صَحِيْحٌ)

হযরত আব্দুর রাহমান বিন আব্দিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল রাখুন যে আমা হতে কোন হাদীস শুনে অতঃপর তা অন্যের কাছে পৌছায়, কেননা অনেক সময় সে শ্রবণকারী হতে অধিকতর স্মরণশক্তি সম্পন্ন হয়। [ইবনে মাজাহ]। (২)

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৭৩।
{যে ব্যক্তি ফিতনার যুগে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে সে সাহাবীদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের ছাওয়াব পাবে। হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা:) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পর রয়েছে ধৈর্যের দিন সমূহ। সে সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে তাকে তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের ছাওয়াব দেয় হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া নাবিয়াল্লাহ ! ''তাদের মধ্য থেকে নাকি ? উত্তরে বললেন: না, বরং তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের ছাওয়াব তাকে দেয়া হবে। [ত্বাবরানী - কাবীর, সিলসিলা সহীহা ঃ ১/৮৯২/৪৯৪।] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, যা প্রায় সকল ওয়ায়েজের মুখে শুনা যায়, তা হলো, ''যে ব্যক্তি উম্মতের ফ্যাসাদের সময় আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে সে এক শত শহীদের ছাওয়াব পাবে।'' এ হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল। [দেখুন সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৩২৬।] সুতরাং এরূপ দূর্বল হাদীস বলে বেড়ানো থেকে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি আমাদের জন্য যথেষ্ট।} --- অনুবাদক।
২. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৮৯।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (صَحِيْحٌ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যেঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শক্ত সামর্থ রাখুন যে আমা হতে কোন হাদীস শুনে অতঃপর তা অন্যের কাছে ঠিক যেভাবে শুনেছে সেভাবে পৌছায়, কেননা কখনো শ্রবণকারী হতে সে ব্যক্তি অধিকতর স্মরণশক্তি সম্পন্ন হয়। ([১])

---

১. সহীহ সুনানুত্ তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২১৪০।

أَهَمِّيَّةُ السُّنَّة

সুন্নাতের গুরুত্ব

মাসআলা	২৬

বেশী পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্নাতে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অসম্পূর্ণ মনে করে সুন্নাহ বিরোধী বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা সাধনা করা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ।

মাসআলা	২৭

সে আমলই প্রতিদান উপযোগী হবে যা সুন্নাতে রাসূলের মোতাবেক হবে।

عَنْ أَنَس رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهَطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَ قَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: **أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا، وَ كَذَا أَمَا وَاللّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.** (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ তিনজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের কাছে এসে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যখন তাদেরকে বলা হল, তখন তাঁরা যেন তাকে স্বল্প মনে

করলেন এবং পরস্পরের মধ্যে বলতে শুরু করলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তুলনায় আমাদের কি স্থান আছে ? তাঁর তো পূর্বের ও পরের সব পাপ মুছে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনি নিস্পাপ। তাই আমাদেরকে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী ইবাদত করতে হবে। তাঁদের মধ্য থেকে এক জন বললঃ আমি সব সময় সারা রাত্রি ছালাত আদায় করব। আর একজন বললঃ আমি সর্বদা ছিয়াম পালন করব, কখনো ছাড়ব না। তৃতীয় ব্যক্তি বললঃ আমি মহিলাদের থেকে আলাদা থাকব, কখনো বিবাহ করব না, যখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি এরূপ বলেছ ? তারা কথা স্বীকার করলে পরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মনে রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ কে ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি, আবার ছিয়াম ছেড়েও দেই। রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়ি এবং আরামও করি। আর মহিলাদেরকে বিয়েও করেছি। মনে রাখ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (বুখারী)[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَ أَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছাহাবীদেরকে কোন আদেশ দিতেন, তখন এমন কাজের আদেশ দিতেন যা তারা সহজে করতে পারেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, আমরা তো আপনার মত [আল্লাহর অতিপ্রিয় বান্দা] নই। আপনার তো পুর্বের ও পরের সকল ভূল আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন [সুতরাং আমাদেরকে বেশী ইবাদত করতে দিন]। একথা শুনে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত রাগ করলেন যে, এর চিহ্ন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকে প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৫/১৯/৪৬৯০

নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। -- বুখারী। ([১])

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: **مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْئِ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.** (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোন কাজ করলেন এবং লোকদেরকে ছাড় দিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছু লোকেরা ছাড় গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতে পারলেন। অতঃপর তিনি বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেনঃ কি হল? যে কাজ আমি নিজে করছি সে কাজে লোকজনকে পরহেয করতে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহর শপথ ! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভয় করি। [তোমরা আমার চেয়ে বেশী আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত নও এবং আমার চেয়ে বেশী পরহেযগারও হতে পার না।] – বুখারী ও মুসলিম। ([২])

মাসআলা ২৮

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অমান্যকারীদেরকে তিনি শাস্তি দেয়ার মীমাংসা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَا تُوَاصِلُوا** قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: **إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِي** فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ হাদীস নং ২০।

২. আললু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৫১৮।

لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতর রোযা রেখো না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনিতো লাগাতার রোযা রাখেন। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের মত নই। আমাকে আমার প্রভূ খানা খাওয়ান এবং পান করান।' এতদসত্ত্বেও মানুষ ফিরল না। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বললেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার দুই বা তিন দিন ছিয়াম পালন করলেন। অতঃপর ঘটনাক্রমে ঈদের চাঁদ দেখা গেল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদি চাঁদ না দেখতাম তাহলে আমি লাগাতার ছিয়াম পালন করতাম। যেন তাদেরকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একথাটি বললেন। - বুখারী। (১)

মাসআলা ২৯

সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যারা সে মতে আমল করে না তাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফরমান আখ্যা দিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَيَّ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ (رَوَاهُ مَسْلِمٌ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যখন 'কুরায়ে গামীম' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সব ছাহাবী ছিয়াম পালন করছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির পাত্র তলব করে তাকে উপরে উঠালেন লোকেরা সবাই দেখল, অতঃপর পান করলেন। এরপর তাঁকে বলা হল যে,

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম: হাদীস নং ৭২৯৯।

কিছু লোকেরা এখনও ছিয়াম পালন করছেন, তখন তিনি বললেনঃ এরা নাফরমান এরা নাফরমান। -- মুসলিম। (১)

মাসআলা	৩০

যে আমল রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী হবে না তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ধর্মে এমন কোন কাজ উদ্ভাবন করেছে, যার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই, তা পরিত্যাজ্য।' -- বুখারী ও মুসলিম। (২)

মাসআলা	৩১

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরানোর পরিণাম হল গোমরাহী।

হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ২২।

মাসআলা	৩২

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য হওয়া মানে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া।

হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ২১।

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম: হাদীস নং ১১১৪।

২. আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১১২০।

মাসআলা ৩৩

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য হওয়া ধ্বংস হওয়ার বড় কারণ।

عَنْ أَبِي مُوْسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشَ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবু মুছা আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার এবং যে হিদায়েত নিয়ে আমি প্রেরীত হয়েছি, তার দৃষ্টান্ত হল, যেমন একটি লোক নিজের সম্প্রদায়ের কাছে এসে বললঃ হে লোক সকল ! আমি স্বচক্ষে একটি সৈন্যদল দেখে এসেছি, তা থেকে তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে সতর্ক করছি। সুতরাং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। কিছু সংখ্যক লোকেরা মেনে নিল এবং রাতারাতি চুপ করে বের হয়ে গেল। অন্যরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং অবহেলা করে ঘরে পড়ে রইল। ভোর বেলায় শত্রু দল তাদেরকে হামলা করে ধ্বংস করে দিল। এটি হল দৃষ্টান্ত সেই সকল ব্যক্তিদের যারা আমাকে এবং আমার প্রতি নাযিলকৃত সত্যকে মান্য করে চলছে, আর যারা অবাধ্য হয়ে গেছে তাদেরও। --- বুখারী ও মুসলিম। (১)

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. لَا يَزِيْغُ عَنْهَاإِلَّا هَالِكٌ. (رَوَاهُ ابْنُ اَبِي عَاصِمْ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ) (صَحِيْحٌ)

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং ৬৪৮২।

হযরত ইরবায ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে এমন একটি উজ্জল দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি, যার রাত্রও দিনের মত উজ্জল। এই দ্বীন থেকে সেই ব্যক্তিই বিপথগামী হবে যার ধ্বংস অবিসম্ভাবী। -- কিতাবুস সুন্নাহ । ([১])

মাসআলা ৩৪

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবর্তে কোন নবী বা ওলী, মুহাদ্দিস বা ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, ইমাম বা আলেম এর অনুসরণের চিন্তা করাটাও গোমরাহী।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرَى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ: **اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِي** . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ) (حسن)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেনঃ আমরা ইহুদীদের থেকে কিছু কথা শুনে থাকি, যা আমাদের কাছে ভাল লাগে। আমরা কি সে গুলোর কিছু লিখে রাখব ? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'তোমরা কি নিজের দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছ, যেমনটি হয়েছিল ইহুদী এবং নাছারাদের বেলায় ? অথচ আমি একটি উজ্জল দ্বীন নিয়ে তোমাদের মধ্যে প্রেরীত হয়েছি। যদি আজ মুসা (আঃ)ও জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জন্য আমার অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকত না। - আহমদ, বায়হাকী। ([২])

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ

১. সহীহ কিতাবুস্ সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৯।

২. মুসনাদু আহমদঃ৩/৩৮৭, হাদীস নং ১৫২২৩, মিশকাত-তাহক্বীক্ব আলবানী নংঃ১৪০।

فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) (حسن)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) একদা 'তাওরাত' নিয়ে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ ! এটি তাওরাত। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাওরাত পড়া শুরু করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারক রাগে পরিবর্তন হতে লাগল। তখন আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন ঃ হে উমর ! তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুন ! তুমি কি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার দিকে তাকাচ্ছনা ? তখন হযরত উমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর রাগ এবং তাঁর রাসূলের রাগ ক্রোধ থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমরা আল্লাহ রব হওয়ার উপর, ইসলাম দ্বীন হওয়ার উপর এবং মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'সেই সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে। যদি এখন মুসা (আঃ) পুণরায় জীবিত হয়ে আসেন এবং আমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, তা হলে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। আর যদি মুছা (আঃ) জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াতের সময় পেতেন, তাহলে তিনিও আমারই অনুসরণ করতেন। ------ দারিমী। (১)

১. দারিমী-ভূমিকাঃ হাদীস নং ৪৫৩, মিশকাত-তাহক্বীক্ব আলবানী নং ১৯৪।

মাসআলা ৩৫

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের বেলায় অবহেলার কারনে উহুদ যুদ্ধের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوْا وَإِنْ رَأَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلَا تُعِيْنُوْنَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوْا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُوْلُوْنَ الْغَنِيْمَةَ الغَنِيْمَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ لَاتَبْرَحُوْا فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوْهُهُمْ فَأُصِيْبَ سَبْعُوْنَ قَتِيْلًا.(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিকদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীর বাহিনীর একটি দলকে পাহাড়ের চুড়ায় বসিয়ে দিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করলেন। আর তাদেরকে বললেনঃ 'তোমরা নিজের স্থান ছাড়বে না। আমরা বিজয়ী হই বা পরাজয় বরণ করি কিন্তু তোমরা আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে না, বরং নিজের জায়গায় অটল থাকবে। শত্রুর সাথে মোকাবেলা শুরু হল। কাফেররা রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন শুরু করল, এমনকি আমি মুশরিক মহিলাদেরকে পায়ের পিন্ডলির কাপড় তোলে পলায়ন করতে দেখেছি, তাদের পায়ের অলঙ্কার দেখা যাচ্ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) তাঁদেরকে বুঝালেন এবং বললেন যেহেতু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে স্থান ত্যাগ না করার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ করেছেন, সুতরাং তোমরা নিজ স্থান ত্যাগ কর না। কিন্তু তিরন্দাজ বাহিনীরা তা শুনেনি বরং স্থান ছেড়ে দিয়েছে। ফলে সত্তর জন ছাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। -- বুখারী। (১)

মাসআলা ৩৬

ছাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ছেড়ে দেয়াকে সরাসরি পথভ্রষ্টতা মনে করতেন।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৪৩।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত উরওয়া (রাঃ) বলেনঃ একদা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেনঃ 'এমন কোন বস্তু ত্যাগ করতে পারব না, যা রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করতেন। কেননা আমার ভয় হয় যে, যদি আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাজ কর্ম এবং কথা বার্তা ছেড়ে দেই তা হলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। -- বুখারী, মুসলিম। ([১])

মাসআলা	৩৭

এমন কথা বা কাজ, যা রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, তাকে হাদীস বা সুন্নাহ বলে মানুষের মধ্যে চালিয়ে দেয়ার শাস্তি হল জাহান্নাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। --- বুখারী, মুসলিম। ([২])

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

১. আল্লু'লুউ ওয়াল মারজান, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১১৫০।

২. সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ২/১১১১, হাদীস নং ১১৫০।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার প্রতি মিথ্যারোপ কর না। কারণ যে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। --- বুখারী, মুসলিম। ([১])

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার দিকে এমন কোন কথা নিসবত করেছে, যা আমি বলি নি, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।' -- বুখারী। ([২])

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শেষ যমানায় মিথ্যুক দাজ্জালেরা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাবে, যা তোমরা বা তোমাদের পুর্বপুরুষেরা কখনো শুনে নি। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাক, যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনাতে পতিত করতে না পারে। --মুসলিম। ([৩])

মাসআলা ৩৮

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশী অপছন্দনীয়।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৮৮, হাদীস নং ১০৪।

২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৮৮, হাদীস নং ১০৭।

৩. মুসলিম, ভুমিকা ঃ পৃ: ২৩, হাদীস নং ৭।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ، مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ أمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয়। (১) যে ব্যক্তি হেরম শরীফের সম্মান নষ্ট করবে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে রসূল রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে ছেড়ে জাহেলিয়াতের পন্থা অবলম্বন করবে। (৩) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্য অবৈধ ভাবে তার হত্যাকে কামনা করবে। -- বুখারী। ([১])

মাসআলা	৩৯

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অমান্য করার কারনে দুনিয়াতে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি পেতে হয়।

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ أَكْوَعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: لَاأَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে বাম হাতে খানা খেল, তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ 'তুমি ডান হাতে খাও।' লোকটি বলল আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'আচ্ছা (আল্লাহ করুন) তুমি যেন জীবনে না করতে পার। ব্যক্তিটি অহংকার করে তা বলেছিল। (শরীয়ত ভিত্তিক উযর আপত্তি তার ছিল না।) বর্ণনা কারী বলেনঃ সেই লোকটি সারা জীবন নিজের ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারে নি। -- মুসলিম। ([২])

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ্দিয়াত ঃ হাদীস নং ৬৮৮২।

২. মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ২০২১।

تَعْظِيْمُ السُّنَّةِ

সুন্নাতের মর্যাদা

মাসআলা ৪০

ছাহাবীগণ সুন্নাতে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাধারণ বিরোধীতাও সহ্য করতে পারতেন না।

عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত উমারাহ ইবনু রুআইবা (রাঃ) সমকালীন শাসক মারওয়ানের ছেলে বিশরকে [জুমার খুৎবা দান কালে] মিম্বরের উপর উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করতে দেখেছেন। তখন বললেনঃ আল্লাহ এ দ'হাতকে ধ্বংস করুন। আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এর চেয়ে বেশী করতে দেখিনি। এরপর, তিনি তাঁর শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন। --মুসলিম। (১)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত কাআ'ব ইবনু উজরা (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন উম্মুল হাকামের ছেলে আব্দুররহমান বসে খুৎবা প্রদান করছিলেন। হযরত কা'আব বললেনঃ এই খবীছকে দেখতো, সে বসে খুৎবা দিচ্ছে, (যা সুন্নাতের বিরোধী)। আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ 'হে মুহাম্মদ ! যখন লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় বা খেলাধুলা

---

১. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৭৪।

দেখল তখন তারা তার দিকে দৌড় দিল আর আপনাকে দাঁড়ানোবস্থায় ছেড়ে দিল। -- মুসলিম। ([1])

মাসআলা	৪১

ছাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনা অথবা তাকে সাধারণ মনে করাকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

(١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ لَنَمْنَعُهُنَّ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَتَقُوْلُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) (صحيح)

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ''কোন ব্যক্তি আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে ছালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করবে না। তখন তাঁর এক পুত্র বললেনঃ আমরা তো বাধা দিব। হযরত আব্দুল্লাহ খুবই নারাজ হলেন এবং বললেনঃ আমি তোমদেরকে রাসুলের হাদীস শুনাচ্ছি অথচ তোমরা বলছ যে, আমরা বাধা দিব।''-- ইবনু মাজাহ। ([2]) (সহীহ)

(٢) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَخِيْهِ فَخَذَفَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) (صَحِيْح)

১. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৬৪।

২. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৬।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর পার্শ্বে বসে মাটির কণা মারছিল। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে বলেছেন, এতে না শিকার হবে আর না হবে শত্রু পক্ষের কোন ক্ষতি। তবে হয়ত দাঁত ভাঙ্গতে পারে বা চোখ নষ্ট হতে পারে। তাঁর ভাতিজা পুণরায় তা মারা শুরু করল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ শক্ত নারাজ হয়ে বললেনঃ আমি তোমাকে বলছি যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজটি নিষেধ করেছেন তারপরেও তুমি তা করছ। যাও তোমার সাথে আর আমি কথা বলব না। -- ইবনু মাজা। ([১]) (সহীহ)।

(٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ: الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعَبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: أَلَا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَأَعَادَ بَشِيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَقُوْلُ فِيْهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩) হযরত ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা হল সম্পূর্ণ কল্যাণ। বশীর ইবনু কাআ'ব (রাঃ) আমি এক হিকমতের বইয়ে পড়েছি যে, 'লজ্জা'র এক প্রকার হল আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও সম্মান। আর এক প্রকার হল, দূর্বলতা। একথা শুনে হযরত ইমরান খুব রাগ করলেন। তাঁর চোখ লাল বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি তার বিরুদ্ধে কথা বলছ ? [বর্ণনাকারী বলেন] ইমরান হাদীসটি পুনরায় শুনালেন, এদিকে বশীর তার উক্তিটি পুণরায় তাঁর কাছে পেশ করল। তখন হযরত ইমরান তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন কিন্তু সবাই বলতে লাগল হে আবু নুজাইদ! বশীর আমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকেই একজন। তাকে ক্ষমা করুন। সে মুনাফিক নয়। [মুসলিম।] [২] (সহীহ)।

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৭।

২. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৭।

মাসআলা ৪২

সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হওয়ার পর আবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করায় হযরত উমর (রাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذٰلِكَ أَفْتَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْئٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ ؟ (رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত হারিছ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যদি কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করার পর মহিলা ঋতুবর্তী হয়ে যায়, তাহলে কি করবে ? হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ [পবিত্রতা অর্জনের পর] শেষ কাজ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবে। হারিছ বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও আমাকে এই ফাতওয়া দিয়েছিলেন। একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) রেগে বলে উঠলেনঃ তোমার হাত ভেঙ্গে যাক, তুমি আমার কাছে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেছো যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ? যেন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিই। -- আবু দাউদ। ([১])

---

১. সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৭৬৫।

مَـــكَانَـــةُ الرَّأْى لَـدَى السُّـــنَّـــة

সুন্নাহ বর্তমান থাকাবস্থায় মতামতের অবস্থান

মাসআলা	৪৩

সূন্নাতে রাসূল মতে আমলের পরিবর্তে নিজের মর্জি মতে বেশী আমল করে বেশী ছাওয়াব অর্জনের আশা করাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২৬ দেখুন।

মাসআলা	৪৪

সূন্নাতে রসুলের পরিবর্তে যারা নিজের রায় এবং ধারণা মতে আমল করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘নাফরমান’ (অবাধ্য) আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা	৪৫

ছাহাবীগণ মীমাংসা করার সময় স্বীয় মতের উপর আমল করার পুর্বে সর্বদা সূন্নাতে রাসুলের দিকে রুজু করতেন।

মাসআলা	৪৬

সূন্নাতে রাসুল সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে ছাহাবীগণ নিজের মতকে পরিত্যাগ করতেন।

মাসআলা	৪৭

মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ দুর করার একমাত্র পথ হল সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ।

(١) عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُوبَكْرٍ: مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكَرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكَرٍ الصِّدِّيْقُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ) (حسن)

১) হযরত ক্বাবীছা ইবনু যুয়াইব (রাঃ) বলেন, এক মৃত ব্যক্তির নানী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে মীরাস তালাশ করার জন্য আসে, তখন আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ কুরআনের বিধি বিধান মতে মীরাসে তোমার কোন অংশ নেই আর এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীসও শুনিনি। সুতরাং তুমি চলে যাও আমি লোকজনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর যখন আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তখন হযরত মুগীরা (রাঃ) বললেনঃ আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানীকে ষষ্ঠাংশ দান করেছেন। আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন আর কেউ এর সাক্ষী আছেন কি? তখন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) তাঁর পক্ষে সাক্ষী দান করলেন। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) নানীকে ষষ্ঠাংশ দান করলেন। -- আবুদাউদ। [১] (হাসান)

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৮৮৮।

(٢) عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ اِمْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ. (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

২) হযরত সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) বলতেনঃ দিয়ত [মরণ পণের অর্থ] শুধু নিহত ব্যক্তির পিতার আত্মীয় স্বজনদের জন্য। সুতরাং স্ত্রী তার স্বামীর দিয়ত থেকে কোন অংশ পাবে না। যাহহাক ইবনু সুফিয়ান বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন যে,আমি যেন আশ্য়াম যাবাবীর স্ত্রীকে তার দিয়ত থেকে অংশ দান করি। অতঃপর হযরত উমর নিজের অভিমত ফিরিয়ে নিলেন। -- আবুদাউদ। ([১]) (সহীহ্)।

(٣) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي مَلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اِئْتِنِي بِمَنْ يَّشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩) হযরত মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) গর্ভজাত শিশুর দিয়তের ব্যাপারে লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে একটি কৃতদাস বা দাসী মুক্ত করার আদেশ দান করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ একথার উপর অন্য একজন সাক্ষী পেশ কর। তখন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) সাক্ষী দিলেন। তারপর হযরত উমর (রাঃ) সুন্নাতে রাসূল মতেই মীমাংসা করলেন। -- মুসলিম। ([২])

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৯২১।

২. মুসলিম, কিতাবুল কাসামাহ্, হাদীস নং ১৬৮৩।

(٤) عَنْ بَجَالَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَخَذَهَا مِنَ مَجُوسٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪) হযরত বজালা (রাঃ) বলেন ''আমি আহনাফের চাচা জায ইবনু মুয়াবিয়ার মুনশি ছিলাম। হযরত উমরের একটি পত্র তাঁর ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে আমরা পেয়েছি। যাতে লিখা ছিল, যে অগ্নিপূজক স্বীয় কোন মুহাররামকে বিয়ে করেছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তিনি অগ্নিপুজকের কাছ থেকে জিযয়া নিতেন না। কিন্তু যখন হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্নিপুজকদের কাছ থেকে জিযিয়া নিতেন, তখন হযরত উমরও জিযয়া নেওয়া শুরু করলেন। -- বুখারী। ([১])

(٥) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعَبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبِقُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيْ فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْنِي فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، قَالَتْ فَخَرَجْتُ حتى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিযয়াতি ওয়াল মুয়াদাআহ, হাদীস নং ৩১৫৬।

وَعَشْرًا، قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

(৫) হযরত যায়নাব বিনতে কাআ'ব ইবনু উজরা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বোন ফুরাইআ' বিনতে মালেক ইবনু সিনান (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি খুদরা গোত্রে তার বাড়ীতে যেতে পারবেন কি ? কারণ তার স্বামীর কতিপয় কৃতদাস পলায়ন করেছে। সে তাদেরকে তালাশ করার জন্য বের হয়েছিল। যখন 'ত্বরফে কুদুম' জায়গা পর্যন্ত গেল, সেখানে কৃতদাসদেরকে পেল। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে দিল, তাই মেয়েটি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল! আমি কি নিজের ঘরে যেতে পারি? যেহেতু আমার স্বামী আমার জন্য কোন ঘর বাড়ী বা খরচের টাকা পয়সা দিয়ে যেতে পারেন নি। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চলে যাও। হযরত ফুরাইয়া বলেনঃ আমি বের হয়ে এখনো মসজিদ বা কামরাতেই ছিলাম তখন হঠাৎ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি ছুটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি বলেছিলে ? আমি সম্পূর্ণ কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনালাম। তার পর তিনি বললেনঃ তুমি ঘরে অবস্থান কর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর আমি নিজ ঘরে চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলাম। হযরত ফুরাইয়া বলেনঃ যখন হযরত উসমান (রাঃ) আমার কাছে পয়গাম পাঠিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি তাঁকে পূর্ণ কথা বললাম এবং তিনি সে মতেই মীমাংসা করলেন। -- আবুদাউদ। (১) (সহীহ)।

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২০১৬।

إحْتِيَاجُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ القُرْآن

কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহের প্রয়োজনীয়তা

মাসআলা	৪৮

সুন্নাহ (হাদীস) ব্যতীত শুধু কুরআন মজীদ থেকে শরীয়তের সকল মাসায়েল জানা অসম্ভব।

মাসআলা	৪৯

সুন্নাহে বর্ণিত বিধি বিধানসমূহ কুরআন মজীদের বিধি-বিধানের মত অবশ্য অনুসরণীয়।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. أَلَا لَايَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত মিক্বদাম ইবনু মাদীকারিব (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও। জেনে রাখ, এমন এক সময় আসবে যখন কোন উদরপূর্ণ বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে তোমরা শুধু এই কুরআনকেই গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল মনে করবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। জেনে রাখ, গৃহ পালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনি

ভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানের হারানো বস্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য সে যদি তা বর্জন করে (তখন অন্য কথা)।-- আবু দাউদ। ([1]) (সহীহ)।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ: لَا نَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত আবুরাফে' (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না দেখি যে, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার আদেশাবলীর কোন একটি আদেশ পৌঁছবে, যাতে আমি কোন আদেশ করেছি বা কোন নিষেধ করেছি। তখন সে বলবে, আমি জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব'। -- আবু দাউদ। ([2]) (সহীহ)।

মাসআলা ৫০

সুন্নাহ এর মাধ্যমেই কুরআন বুঝা যেতে পারে। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হল।

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমানতদারী আসমান থেকে মানুষের অন্তরে অবতীর্ণ হয়। আর কুরআনও অবতীর্ণ হয়েছে আসমান থেকে। লোকেরা কুরআন পড়েছে এবং সুন্নাহ এর মাধ্যমে তা বুঝেছে। -- বুখারী। ([3])

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৮৪৮।
২. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৮৪৯।
৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম, হাদীস নং ৭২৭৬।

(٢) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا)) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২) হযরত ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ যদি তোমরা কাফেরদের কষ্টদানের ভয় কর, তা হলে কছর করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, আর এখন তো নিরাপদের সময় [তাহলে এখনো কি কছর করা যাবে ?] তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি যেরূপ আশ্চার্যান্বিত হয়েছো, তেমনি আমিও আশ্চর্য্যবোধ করেছিলাম, তখন আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ [সফরাবস্থায় ভয় হোক বা না হোক] আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে ছদকা হিসেবে একটি জিনিস দান করেছেন সুতরাং তা গ্রহণ কর। -- মুসলিম। ([১])

(٣) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ أَحَدَهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (صَحِيْحٌ)

(৩) হযরত আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন 'যতক্ষণ না কালো সুতা সাদা সুতা থেকে পৃথক হয়ে যায়।' অতঃপর একটি কালো সুতা আর একটি সাদা

১. মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৩।

সুতা নিয়ে বসলাম এবং দেখতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলো, দিন এবং রাত। -- তিরমিযী। (১) (সহীহ)।

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: اَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّهِ وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لاَتُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (صَحِيْحٌ)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা:) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় -- 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না', তখন ছাহাবীগণ একে ভারী মনে করলেন এবং আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কখনো কোন যুলুম করে নি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আয়াতে 'যুলুম' শব্দের অর্থ 'গুণাহ' নয়, বরং তার অর্থ হল শিরক। তোমরা কি শুননি হযরত লোকমান নিজের ছেলেকে নছীহত করতে গিয়ে কি বলেছেন? তিনি বলেছিলেন -- 'হে আমার ছেলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না। কেননা শিরক বড় যুলম'। -- তিরমিযী। (২) (সহীহ)

মাসআলা ৫১

সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপেক্ষা করলে অনেক শরয়ী বিধান অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট থেকে যাবে। পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝা এবং সে মতে আমল করার জন্য কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহ এর অনুসরণও আবশ্যক। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হলঃ

(১) কুরআন মজীদ শুধু মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে রমযান মাসের ছিয়াম পালন না করা এবং পরে কাযা দেয়ার অনুমতি দান করেছেন। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. সহীহ সুনানুত তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ২৩৭২।
২. সহীহ সুনানুত তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ২৪৫২।

ওয়া সাল্লাম মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত ঋতুবতী, গর্ভধারিনী এবং দুগ্ধদানকারী মহিলাকেও ছিয়াম পালন ছেড়ে পরে কাযা আদায় করার অনুমতি দান করেছেন।

কুরআন মজীদের আদেশঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (٢ : ١٨٤)

'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকবে এবং ছিয়াম পালন করতে পারবে না। সে রমযানের পরে অন্য দিনে গণনা পুরণ করবে।' [বাকারাঃ ১৮৪।]

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশঃ

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَي وَالْمُرْضِعِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) (حسن)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ তাআ'লা মুসাফিরকে ছিয়াম পালন নির্দিষ্ট সময়ের পরে করা এবং ছালাত অর্ধেক আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। আর গর্ভধারণকারিনী ও দুগ্ধদানকারী মহিলাকে শুধু ছিয়াম পরে পালন করার অনুমতি দান করেছেন। -- নাসায়ী। (১) (হাসান)।

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيْرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِن اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত আবুযিনাদ (রাহঃ) বলেনঃ শরীয়তের বিধানাবলী অনেক সময় যুক্তি ধারণার বিপরীত হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা মানা আবশ্যক। সে সব বিধানাবলীর মধ্য থেকে একটি বিধান হল, ঋতুবর্তী মহিলা ছিয়ামের কাযা আদায় করবে কিন্তু ছালাতের কাযা আদায় করবে না। -- বুখারী। (২)

---

১. সহীহ সুনানু নাসায়ী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২১৪৫।
২. সহীহ আলবুখারীঃ ২/২৫৪, তাগলীকঃ ৩/১৮৯।

(২) কুরআন মজীদ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী নারী উভয়কে একশ করে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে একশ করে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছেন আর বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে প্রস্তর দ্বারা হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

কুরআন মজীদের আদেশঃ

أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (٢٤:٢)

‘ব্যভিচারী নারী পুরুষকে একশ বেত্রাঘাত কর এবং আল্লাহর দ্বীন চালু করার ব্যাপারে তোমরা নম্র হবে না। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখ।’ [সূরা নূরঃ ২।]

রাসুলুল্লাহর আদেশঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মাইয ইবনু মালিক (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দু’বার ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দু’বার ফিরিয়ে দিলেন। হযরত মাইয (রাঃ) পুণরায় উপস্থিত হলেন এবং আবারও দু’বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি চার বার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছ। অতঃপর লোকজনকে আদেশ দিলেন একে নিয়ে যাও, প্রস্তর দ্বারা মেরে ফেল। - আবু দাউদ। (১) (সহীহ)।

(৩) কুরআন মজীদ সব মৃত বস্তুকে হারাম আখ্যা দিয়েছে। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত মাছকে হালাল বলে দিলেন।

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৭২৩।

কুরআনের আদেশঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَـةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (٥:٣)

"তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় তা সব হারাম করা হয়েছে।" [সূরা মায়েদাঃ ৩।]

রাসুলুল্লাহর আদেশঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ قَـالَ: هُوَ الطُّهُوْرُ مَاءُهُ وَالحِلُّ مِيْتَـتُـهُ. (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমূদ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ সমূদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।-- ইবনু খুযায়মা। ([১])

(৪) কুরাআন মজীদ মহিলা পুরুষ সবার জন্যে প্রত্যেক রকমের সাজ সজ্জাকে বৈধ এবং হালাল করেছেন। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের জন্য স্বর্ণ এবং রেশমের ব্যবহার হারাম ঘোষণা করেছেন।

কুরআন মজীদের আদেশঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ. (٧: ٣٢)

"হে মুহাম্মদ ! তাদেরকে বলুন ! রিযিকের ভাল বস্তুসমূহ এবং আল্লাহর দেয়া সেই সাজ সজ্জার বস্তুকে কে হারাম করেছে? [সূরা আ'রাফঃ ৩২।]

রাসুলুল্লাহর আদেশঃ

عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَـالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) (صَحِيْحٌ)

---

১ সহীহ ইবনু খুযায়মাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১১২।

হযরত আবু মুছা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল কিন্তু পুরুষদের জন্য হারাম। - নাসায়ী। (১) (সহীহ)।

(৫) কুরআন মজীদ ওযুর নিয়ম বর্ণনা করেছেন মুখ ধোয়া, কণুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, মাথা মসেহ করা এবং পা ধোয়া। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন বার হাত ধোয়া , তিন বার কুল্লি করা, তিন বার নাক পরিষ্কার করা, তার পর তিন বার মুখ ধোয়া, তিনবার কণুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, তারপর মাথা এবং কান মসেহ করা, তার পর তিন বার করে উভয় পা ধোয়া।

কুরআন মজীদের আদেশঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ (٥:٦)

''হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর আর মাথা মসেহ কর এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত কর। [সূরা মায়েদাঃ ৬।]

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশঃ

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلىَ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত হুমরান (রাঃ) বলেনঃ হযরত উসমান (রাঃ) ওযুর জন্য পানি আনালেন এবং পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢাললেন। উভয় হাতকে তিন বার ধৌত করলেন

১. সহীহ সুনানু নাসায়ী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং-৪৭৫৭।

অতঃপর পাত্রে হাত দিলেন এবং কুল্লি করলেন ও নাক পরিস্কার করলেন এবং তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করলেন, কনুই পর্যন্ত তিন তিনবার উভয় হাত ধৌত করলেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন, তার পর তিন তিন বার উভয় গিঁট পর্যন্ত পা ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে ওযু করতে দেখেছি। -- বুখারী ও মুসলিম। ([১])

---

১. মুসলিম শরীফঃ ২/৩, হাদীস নং ৪২৯।

وُجـُوْبُ الْعَـمَـــلِ بالسُّنَّـــةِ

সুন্নাতের উপর আমল করা আবশ্যক

মাসআলা	৫২

আল্লাহর বিধানাবলীর মত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানাবলীর অনুসরণও আবশ্যক।

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১) হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নছীহত করতঃ বলেছেনঃ হে লোক সকল ! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন অতএব তোমরা হজ্জ কর।'' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক বছর কি আমাদেরকে হজ্জ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। লোকটি তিনবার প্রশ্নটি করল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদি আমি হ্যাঁ বলতাম হা হলে তোমাদের উপর প্রত্যেক বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। অতএব যতটুকু কথা আমি নিজেই তোমাদেরকে বলব তার উপর ক্ষান্ত হয়ে যাও। পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে তারা তাদের নবীদের কাছে বেশী প্রশ্ন করত এবং তাদের সাথে বিরোধিতা করত। সুতরাং যখন আমি তোমাদেরকে

আদেশ দেব তখন তোমরা সাধ্যমত তা পালন করার চেষ্টা কর, আর যা আমি নিষেধ করব তা থেকে বিরত থাক। [মুসলিম।] ([১])

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللّهُ اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(২) হযরত আবুসাঈদ ইবনু মুয়াল্লা (রাঃ) বলেনঃ আমি একদিন মসজিদে ছালাত আদায় করছিলাম। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি উত্তর দিলাম না। ছালাত শেষ করে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ছালাত আদায় করছিলাম [তাই আপনার ডাকের সাড়া দিতে পারি নি।] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তাআ'লা কি তোমাদের এ আদেশ দেন নি - হে লোক সকল ! যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদের ডাকবে তখন তোমরা তাতে সাড়া দাও। -- বুখারী। ([২])

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتَ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتَ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللّهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدَتِيْهِ. قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.** فَقَالَتِ

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং ১৩৩৭।

২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্তাফসীর, হাদীস নং ৪৪৭৪।

الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى اِمْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِاللهِ فَلَمْ تَرَشَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা লা'নত করেছেন ঐ সব নারীর উপর যারা অন্যের শরীরে নাম বা চিত্র অঙ্কন করে এবং যারা নিজ শরীরে অন্যের দ্বারা চিত্র অঙ্কন করায়, যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য রেত ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত সরু করে ও দ'ু দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি বিকৃত করে। বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলা এ বর্ণনা শুনে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর নিকট আসল এবং বললঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উপর লানত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে তার উপর আমি লানত করব না? তখন মহিলাটি বললঃ আমি তো কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলেছেন তা পেলাম না। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ যদি তুমি পড়তে, অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়নি রসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। মহিলাটি বললঃ আমি তো আপনার স্ত্রীর মধ্যে উক্ত বস্তুগুলো দেখেছি। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ তুমি গিয়ে দেখে আস। অতঃপর মহিলাটি ইবনু মাসউদের স্ত্রীর কাছে গেল কিন্তু এরূপ কিছুই দেখতে পেল না। তখন ফিরে এসে বললঃ আমিতো কিছুই দেখি নি। তখন বললেনঃ যদি তুমি আমার স্ত্রীর শরীরে এরূপ কিছু দেখতে তাহলে আমি তার সাথে সহবাস বন্ধ করে দিতাম। - বুখারী ও মুসলিম। ([১])

মাসআলা ৫৩

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হওয়া মানে আল্লাহর অনুগত হওয়া, আর রাসুলুল্লাহর অবাধ্য হওয়া মানে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য একই ভাবে আবশ্যক।

---

১. আল্লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৩৭৭।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَه مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا. فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَه يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.)

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, একদা কতিপয় ফেরেশতা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলেন। তখনঃ তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই সাথীর একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁকে উদাহরণটি বল, তখন কেউ বলল, তিনি যে নিদ্রিত। আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত।তখন তাঁদের কেউ বলল, তাঁর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরী করল এবং তাতে যিয়াফত তৈরী করে রাখল। অতঃপর লোকদের আহবান করার জন্য একজন আহবায়ক পাঠাল, যে আহবায়কের ডাকে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করল এবং খেতেও পারল। আর যে আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খেতেও পারল না। অতঃপর তাদের একজন বলল, তাঁকে এই উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি যে নিদ্রিত। আর একজন বলল, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও অন্তর জাগ্রত। তাঁরা বললেন, ঘরটি হল জান্নাত এবং আহবায়ক হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য

হল। এক কথায় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী। - [বুখারী।] (১)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ أَلَا لَايَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

হযরত মিক্বদাম ইবনু মাদীকারিব (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও। জেনে রাখ, এমন এক সময় আসবে যখন কোন উদরপূর্ণ বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে তোমরা শুধু এই কুরআনকেই গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল মনে করবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারই অনুরূপ। জেনে রাখ, গৃহ পালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও তোমরাদের জন্য হালাল নয়। এমনি ভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানের হারানো বস্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য সে যদি তা বর্জন করে (তখন অন্য কথা)।-- আবু দাউদ। (২)

বিঃদ্রঃ তৃতীয় হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা ৫৪

শরীয়তে আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ এর বিধানাবলী সমান ভাবে পালনীয়।

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম, হাদীস নং ৭২৮১।
২. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৮৪৮।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذِنْ لِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِأتِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ فَسَئَلْتُ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানী (রাঃ) বলেনঃ এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হল এবং আরয করল ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলতেছি, আপনি আমার ব্যাপারটি আল্লাহর কিতাব মতে মীমাংসা করবেন। ঘটনার দ্বিতীয় পক্ষ খুবই পরিপক্ক বুদ্ধির লোক ছিল। তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করেন। তবে আমাকে কথা বলার অনুমতি দান করেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে তুমি কথা বল, সে বললঃ আমার ছেলে তার ঘরে চাকর হিসেবে ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। লোকেরা আমাকে বলেছেঃ তোমার ছেলের জন্য প্রস্তর দ্বারা মেরে ফেলার আদেশ রয়েছে। আমি তার পরিবর্তে একশ' ছাগল ছদকা করেছি আর একটি দাসী আযাদ করেছি। অতঃপর আমি জ্ঞানীজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বললেনঃ তোমার ছেলের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং একবছর দেশান্তরের শাস্তি রয়েছে। আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্য প্রস্তরের মাধ্যমে মেরে ফেলার বিধান আছে। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মতে মীমাংসা করব। প্রথম পক্ষকে আদেশ দিলেন।

তুমি ছাগল সমূহ এবং দাসী ফিরিয়ে নাও। তোমাদের ছেলের জন্য একশ' বেত্রাঘাত এবং দেশান্তরের শাস্তি হবে। অতঃপর একজন সাহাবী হযরত উনাইস (রাঃ) কে আদেশ দিলেন যে আগামীকাল সেই মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তর মেরে মেরে ফেল, পরের দিন হযরত উনাইস (রাঃ) গেল। মহিলাটি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে তাকে প্রস্তর দ্বারা মেরে ফেলা হল। -- বুখারী ও মুসলিম। (১)

মাসআলা	৫৫

বিপথগামিতা থেকে বাঁচার জন্য কিতাবুল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ উভয়ের অনুসরণ আবশ্যক।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা	৫৬

যে কাজ সুন্নাহ মোতাবেক হবে না, সে কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৩০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা	৫৭

ধর্মীয় ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে পথনির্দেশনা দেয়া হত। তাকে অনুসরণ করাও আল্লাহ তাআ'লার আদেশের মত আবশ্যক। এর দু'একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি।

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَرِضْتُ فَجَاءَ نِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُنِي وَأَبُوبَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَان فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَي

১. আললু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১১০৩।

فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ. فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১) হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন। আমি অজ্ঞান ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করলেন এবং ওযুর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন যদ্বারা আমার জ্ঞান ফিরে আসল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ততক্ষণ কোন উত্তর দেননি যতক্ষণ না তাঁর কাছে মীরাছের আয়াত অবতীর্ণ হল। -- বুখারী। ([১])

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: قَدْ قُضِيَ فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(২) হযরত সাহাল ইবনু সাআদ (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ! যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে দেখে তা হলে সে কি করবে, যদি হত্যা করে তা হলে আপনি কিছাছ হিসেবে হত্যা করে দিবেন। তা হলে সে কি করবে ? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ উত্তর দেন নি যতক্ষণ না আল্লাহ তাআ'লা তাদের ব্যাপারে কুরআনে লিআ'ন [

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম, হাদীস নং ৭৩০৯।

পরস্পরকে অভিশাপ দেয়া] এর বিধান অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে বললেনঃ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মীমাংসা হয়ে গেছে। সুতরাং উভয়ে লিআ'নের বিধান পালন করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। তখন থেকে এই সুন্নাত চালু হয়ে গেল যে 'লিআ'ন' আদায়কারী মহিলা-পুরুষকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয় হয়। (বুখারী)। ([১])

(٣) عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُوْدُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا** (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক বাগানে ছিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাতাবিহীন খেজুরের শাখায় ঠেস দিয়ে ছিলেন। এমন সময় ইহুদীরা সেদিক দিয়ে গেল, তারা পরস্পর বলতে লাগল, উনার কাছে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেউ বললঃ মুহাম্মদ (রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন বস্তু সন্দেহে পতিত করল (যে তিনি পয়গাম্বর নন)। কিছু সংখ্যক ইহুদী বললঃ হয়ত তিনি এমন কোন কথা বলবেন যা আমাদের খারাপ লাগতে পারে। অতঃপর তারা একমত হয়ে বললঃ 'আচ্ছা চল প্রশ্ন করি। অতঃপর ইহুদীরা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলঃ রূহ কি? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। সুতরাং তিনি নিজ স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন ওহী নাযিল হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الخ (বনী ইসরাঈলঃ ৮৫।) অর্থাৎ তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে বলুন এটি হল আল্লাহর এক আদেশ। - (বুখারী)। ([২])

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, হাদীস নং ৪৭৪৬।
২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুস্ তাফসীর, হাদীস নং ৪৭২১।

মাসআলা ৫৮

আল্লাহ তাআ'লা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন মজীদ ছাড়াও দ্বীনের অনেক বিধান শিক্ষা দিতেন। তার উপর ঈমান আনা এবং সে মতে আমল করা ঠিক তেমন আবশ্যক, যেমন কুরআনের বিধানাবলীর উপর ঈমান আনা ও তা পালন করা আবশ্যক। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

(١) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأبوداؤد) (حسن)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ তাআ'লা মুসাফিরকে ছালাত অর্ধেক করা এবং ছিয়াম পালন বিলম্ব করার অনুমতি দিয়েছেন। আর গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মহিলাকে শুধু ছিয়াম পালন বিলম্ব করার অনুমতি দান করেছেন। -- (নাসায়ী)। [১]

বিঃদ্রঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা শুধু মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলাকে দেয়া অনুমতিকেও আল্লাহর দিকে নিসবত করলেন।

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ الرَّجُلُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا كَذَا، فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

---

১. সহীহ সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ২৪০৮।

(২) হযরত আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ একজন মহিলা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হল এবং আরয করলঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আপনার সম্পূর্ণ শিক্ষা পুরুষেরা নিয়ে নিল। সপ্তাহে একদিন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন। যাতে আপনি আমাদেরকে সে কথা গুলি শিক্ষা দিবেন যা আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা, তোমরা অমুক দিনে অমুক স্থানে একত্রিত হও। সুতরাং মহিলারা একস্থানে একত্রিত হল, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গেলেন এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যার তিনটি ছেলে মেয়ে মারা গেছে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একজন জিজ্ঞাসা করলঃ যদি দুই সন্তান মারা যায় ? মহিলাটি প্রশ্নটি পুণরায় করল, তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যা, দু'জনও, দু'জনও, দু'জনও। -- (বুখারী)। ([১])

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجزِي بِهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

(৩) হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রভু থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ''প্রত্যেক আমলের প্রতিদান রয়েছে, কিন্তু ছিয়াম আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব। ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়। -- (বুখারী)। ([২])

(٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً . (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম, হাদীস নং ৭৩১০।
২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, হাদীস নং ৭৫৩৮।

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ 'যখন কোন বান্দা বিঘত সমান আমার দিকে আসবে, তখন আমি এক হাত সমান তার দিকে যাব, যখন বান্দা হাত সমান আমার দিকে আসবে, আমি দু'হাত সমান তার দিকে যাব, যখন বান্দা পায়ে হেটে আমার দিকে আসবে, তখন আমি দৌড়ে তার দিকে যাব। -- (বুখারী)। (১)

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

(৫) হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ অহংকার আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার ইযার, যে ব্যক্তি এ দু'টির কোন একটি নিয়ে টানাটানি করবে সে জাহান্নামে যাবে। আবুদাউদ। (সহীহ)। (২)

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬) হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ 'হে আদম সন্তান ! তুমি আমার রাস্তায় ব্যয় কর, আমি তোমার উপর ব্যয় করব। (বুখারী।) (৩)

বিঃদ্রঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করার অর্থ এই যে, কুরআন মজীদ ব্যতীত শরীয়তে অন্য সব বিধানও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শেখানো হত।

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, হাদীস নং ৭৫৩৬।
২. সহীহ সুনানু আবি দাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৪৪৬।
৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, হাদীস নং ৪৬৮৪।

السُّنَّـــةُ وَالصَّحَـــابَـــةُ

ছাহাবীদের দৃষ্টিতে সুন্নাহ

মাসআলা	৫৯

ছাহাবীগণ রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমূহ কথা ও কাজকে সম্পূর্ণরূপে এভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন যেভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখতেন বা তাঁর কাছে শুনতেন। কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হল।

মাসআলা	৬০

সুন্নাহের অনুসরণের জন্য তার উদ্দেশ্য ও হেকমত বুঝে আসা আবশ্যক নয়।

(١) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَي ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيْهِمَا قَذِرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذِرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا. (رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ একদা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদেরকে ছালাত পড়াচ্ছিলেন। তখন ছালাতাবস্থায় তিনি জুতা খুলে বাম পার্শ্বে রেখে দিলেন। ছাহাবীগণ যখন দেখলেন, তখন তারাও জুতা খুলে ফেললেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাত শেষে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা জুতা খুলে ফেললে কেন ? ছাহাবীগণ আরয করলেনঃ আমরা আপনাকে জুতা খুলতে

দেখেছি বিধায় আমরাও খুলে ফেলেছি। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমাকেতো জিবরীল (আঃ) এসে বলে দিলেন যে, আমার জুতায় ময়লা ছিল। অতঃপর ছাহাবীদের নছীহত করে বললেনঃ যখন মসজিদে ছালাত আদায় করতে আসবে তখন জুতাকে ভালভাবে দেখে নিবে। যদি ময়লা থাকে তাহলে তা পরিস্কার করে নিবে তার পর তাতে ছালাত আদায় করবে। -- (আবুদাউদ)। (১) (সহীহ)।

(٢) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمْعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمْعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২) হযরত আবুরাফে (রাঃ) বলেনঃ একদা মারওয়ান আবুহুরায়রা (রাঃ)কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত গভর্ণর করে নিজে মক্কা চলে গেল। এ সময় হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) জুমার ছালাত পড়ালেন, প্রথম রাকাতে সূরা জুমুআহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকুন পড়লেন। আবুরাফে বলেনঃ ছালাত শেষে আমি তাঁকে বললামঃ আপনি সে সূরা গুলি পড়লেন যা হযরত আলী তাঁর খেলাফতকালে কুফায় পড়তেন। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ 'আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দু'সুরা জুমুআ'র ছালাতে পড়তে শুনেছি।'' -- মুসলিম। (২)

(٣) عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَمِعَ

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬০৫।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৭৭।

مِثْلَ هٰذَا فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا (رَوَاهُ أَبُوداؤُدَ) (صَحِيْحٌ)

(৩) হযরত নাফে (রাঃ) বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) একদা সংগীত যন্ত্রের স্বর শুনে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং রাস্তার পার্শ্বে অনেক দুরে চলে গেলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে নাফে ! তুমি কি কিছু শুনতেছ ? আমি বললামঃ না, তখন তিনি নিজের আঙ্গুল কান থেকে বের করলেন এবং বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি এরূপ একটি স্বর শুণে তাই করেছিলেন, যা আমি এখন করলাম। নাফে বললেনঃ তখন আমি স্বল্প বয়সী ছিলাম। -- (আবুদাউদ)। (১) (সহীহ)।

(٤) عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، قَالَ بَعْدُ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ. قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ، إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِاللهَ قَالَ: فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

(৪) হযরত হেলাল ইবনু য়াসাফ (রাঃ) বলেনঃ আমরা সালেম ইবনু উবায়দের কাছে ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে হাঁছি দিল, তারপর বললঃ 'আস্সালামু আলাইকুম'। হযরত সালেম বললেনঃ তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপর। তার পর বললেনঃ মনে হয় আমার কথায় তুমি কষ্ট পেয়েছ। লোকটি বললঃ যদি আপনি ভাল খারাপ কোন হিসেবে আমার মায়ের নামটি উল্লেখ না করতেন তা হলে আমি বেশী খুশী হতাম। তখন

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৪১১৬।

হযরত সালেম বললেনঃ শুন আমি যে এরূপ বললাম তার কারণ হল এই যে, একদা আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম তখন এক ব্যক্তি হাঁছি দিয়ে আসসালামু আলাইকুম বলেছিল, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো হাঁছি আসবে তখন সে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' পড়বে। বর্ণনাকারী বললঃ তারপর আরো কয়েকটি হামদের শব্দ বললেনঃ অতঃপর বললেনঃ হাঁছি দাতার পার্শ্বে যে থাকবে সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। তার উত্তরে হাঁছি দাতা আবার বলবে 'য়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম'। -- (আবুদাউদ।) ([১]) (সহীহ)।

(٥) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُوْلُ الْحَمْدُ لله وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُوْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَال (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (حَسَنٌ)

(৫) হযরত নাফে (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর কাছে হাঁছি দিল এবং বলল 'আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ'। তখন ইবনু উমর বললেনঃ আমিওতো বলতে পারি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা দেন নি। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন 'আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল' বলার জন্য।-- (তিরমিযী।) ([২]) (হাসান)।

(٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَّا وَاللّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اسْتَلَمَكَ، مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَللرَّمَل إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللّهُ ثُمَّ قَالَ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

১. মেশকাত, তাহকীক আলবানী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৪৭৪১।

২. সহীহ সুনানুত তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২২০০।

(৬) হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) নিজের পিতার বরাত দিয়ে বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) 'হাজরে আসওয়াদ'কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ ! আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারো লাভ-ক্ষতি করতে পার না। যদি আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তা হলে আমিও কোন দিন চুমা দিতাম না। অতঃপর বললেনঃ এখন আমাদের রমলের কি প্রয়োজন তাতো মুশরিকদেরকে দেখানোর জন্য করেছিলাম। তাদেরকে তো আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। অতঃপর নিজেই বললেনঃ কিন্তু 'রমল' তো নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত, আর সুন্নাত ছেড়ে দেয়া আমাদের কাছে অপছন্দনীয়। -- (বুখারী ও মুসলিম।) (১)

(٧) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

(৭) হযরত আবুআইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন খানা নেয়া হত, তখন তিনি তা ভক্ষণ করার পর আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানার থালা না ছুয়েই আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রসুন কি হারাম ? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, তবে আমি এর গন্ধের কারণে একে পছন্দ করি না। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বললেনঃ যে বস্তু আপনার কাছে অপছন্দনীয় হবে তা আমার কাছেও অপছন্দনীয়। - মুসলিম। (২)

(٨) عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَي خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكوةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ

১. আললু'লুউ ওয়াল মারজান, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৭৯৯।

২. মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ২০৫৩।

الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ: رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) আল্লাহর তাওহীদ। (২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) রমাদানের ছিয়াম পালন করা, (৫) হজ্জ করা। এক ব্যক্তি বললঃ 'হজ্জ এবং রমাদানের ছিয়াম নাকি ? তখন ইবনু উমর (রাঃ) বললেনঃ না, বরং 'রমদানের ছিয়াম এবং হজ্জ।' এভাবেই আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। -- মুসলিম। (১)

(٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى مَحْلُوْلاً أَزْرَارَه فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ) (حَسَنٌ)

(৯) হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রা) বলেনঃ আমি আবুদল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) কে বোতাম খোলা অবস্থায় ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিয়ে বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। - ইবনু খুযাইমা। (২) (হাসান)।

(١٠) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ) (صَحِيْحٌ)

(১০) হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক জায়গা পর্যন্ত পৌছার পর তিনি রাস্তা থেকে একটু দুরে সরে গেলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি এরূপ কেন করলেন। তিনি উত্তরে

১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬।

২. সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৩।

বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমিও এরূপ করি। - আহমদ, বাযযার। ([১]) (সহীহ)।

(١١) عَنْ أَنَس بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى الْإِمَامُ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُوْلَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَأْزَمِيْنِ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُصَلِّي فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ، قَضَى حَاجَتَهُ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (صَحِيْحٌ)

(১১) হযরত আনাস ইবনু সিরীন (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর সাথে আরাফাতে ছিলাম। যখন তিনি কোথাও যেতেন আমিও তাঁর সাথে সাথে যেতাম। এমনকি আমরা ইমামের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং যুহর ও আছরের ছালাত এক সাথে আদায় করলাম। আর তিনি ওকুফ (অবস্থান) করলেন। আমি এবং আমার সাথীরাও তাঁর সাথে ওকুফ করলাম। যখন ইমাম আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন আমরাও তার সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম। এমনকি 'মাযমীন' নামক স্থানে পৌঁছার পর আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) সাওয়ারীকে বসালেন আমরাও তাই করলাম। আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি ছালাত আদায় করবেন। কিন্তু তাঁর সাওয়ারীর দেখা শুনায় রত ব্যক্তিটি বললেনঃ তিনি এখানে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে অবতরণ করেননি। বরং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্থানে পৌঁছার পর নিজের প্রয়োজন সেরে ছিলেন তাই তিনি এস্থানে প্রয়োজন সারতে পছন্দ করেন। -- (আহমদ।) ([২]) (সহীহ)।

১. সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৪।

২. সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৬।

(١٢) عَنْ أَنَس بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَس بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّأمِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১২) হযরত আনাস ইবনু সীরিন (রাহঃ) বলেন: হযরত আনাস (রাঃ) সিরিয়া থেকে আসতে ছিলেন আমরা 'আইনে তামার' নামক স্থানে তাকে স্বাগতম জানালাম। আমি তাঁকে গাধার উপর ছালাত পড়তে দেখলাম, তখন গাধার মুখ কিবলার পরিবর্তে কিবলার বাম পার্শ্বে ছিল। আমি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কিবলার দিকে মুখ না করে ছালাত পড়লেন কেন ? তিনি বললেনঃ যদি আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে পড়তে না দেখতাম তাহলে আমিও পড়তাম না। - (বুখারী ও মুসলিম।) ([১])

(١٣) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاتَمًا مِنَ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ، وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسْ خَوَاتِيْمَهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণের আংটি তৈরী করলেন। তখন তাঁর দেখাদেখী ছাহাবীগণও আংটি তৈরী করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি স্বর্ণের আংটি তৈরী করলাম (তাই বলে তোমরাও তৈরী করলে) তারপর তিনি আংটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ আমি আর জীবনে এটি পরব না। অতঃপর ছাহাবীগণও তাদের স্ব স্ব আংটি খুলে ফেলে দিলেন। - বুখারী। ([২])

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবু তাক্বছীরুচ্ছালাত, হাদীস নং ১১০০।

২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিছাম বিল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ, হাদীস নং ৭২৯৮।

(١٤) عَنْ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (حَسَنٌ)

(১৪) হযরত ইবনুল হানযালিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'খুরাইম আসাদী খুব ভাল লোক ছিল, যদি তার চুল লম্বা না হত এবং লুঙ্গী লম্বা না হত'। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথা শুনে হযরত খুরাইম ক্ষুর দ্বারা চুল কেটে কান পর্যন্ত করলেন এবং লুঙ্গী পিন্ডলীর অর্ধেক পর্যন্ত উঠালেন। -- আবুদাউদ। ([১]) (হাসান)।

(١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَللّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলেন তখন, তিনি তা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের কেউ স্বর্ণের আংটি পরে হাতে অগ্নি শিখা ধারণ করতে চায়? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পর সে লোককে বলা হল আংটি নিয়ে নাও এবং কোন উপকারী কাজে ব্যয় কর। ছাহাবী বললঃ আল্লাহর শপথ! যে আংটি আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনো উঠাব না। -- মুসলিম। ([২])

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৪৪৬১।

২. মুসলিম, কিতাবুল্লিবাসি ওয়াযযীনাহ, হাদীস নং ২০৯০।

(١٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: تَعَالَ يَاعَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (صَحِيْحٌ)

(১৬) হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ একদা জুমুআর দিন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দানের জন্য মিম্বরে তাশরীফ আনয়ন করলেন এবং বললেনঃ লোক সকল ! বসে যাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) যখন শুনলেন তখন তিনি দরজায় বসে গেলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখে বললেন ঃ আব্দুল্লাহ ! মসজিদের ভিতরে এসে বস। --- আবুদাউদ। (১) (সহীহ)।

---

১. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২০৩।

أَلسُّــنَّــةُ وَالْأَئِمَّــةُ

মহিমান্বিত ইমামগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহ

মাসআলা ৬১

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বর্তমান থাকাবস্থায় সকল ইমাম তাঁদের উক্তি ও মত ত্যাগ করে সুন্নাহ মতে আমল করার আদেশ দিয়েছেন।

سُئِلَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى اِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ قَالَ اُتْرُكُوا بِكِتَابِ اللهِ، فَقِيْلَ اِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُوْلِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ اُتْرُكُوا قَوْلِي بِخَبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيْلَ اَذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ اُتْرُكُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ. ذَكَرَهُ فِي عِقْدِ الْجِيْدِ.

হযরত ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি আপনার কোন উক্তি কুরআনের বিরুদ্ধে হয় তাহলে কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ কুরআনের জন্য আমার কথা ছেড়ে দাও। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, যদি হাদীসের বিরুদ্ধে হয়? তিনি বললেনঃ হাদীসের জন্য আমার কথা পরিহার কর। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, যদি আপনার কথা ছাহাবীদের কথার বিপরীত হয়? তিনি বললেনঃ ছাহাবীদের কথার জন্যও আমার কথা পরিহার কর। -- (ইক্বদুলজীদ।) ([1])

قَالَ مَالِكُ بْنِ اَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَاُصِيْبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَالَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ. ذكره ابن عبد البر في الجامع

ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেনঃ আমি মানুষ। ভুলশুদ্ধ দু'টোই করি। আমার রায় দেখ, যা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হয় তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত হয় তা প্রত্যাখ্যান কর। আলজামে- ইবনু আব্দিল বার্র। ([2])

---

১. হাকীকাতুল ফিক্হ, - মুহাম্মদ ইউসূফ জয়পূরী, পৃ: ৬৯।

২. আল্ হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নছিরুদ্দীন আলবানী, পৃ:৭৯।

عَنِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ يَقُولُ: اِذَا وَجَدْتُمْ فِى كِتَابِى خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُوْلُوا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَعُوا مَا قُلْتُ وَفِى رِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا اِلَى قَوْلِ اَحَدٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَالنَّوَوِى وَابْنُ القَيِّمِ.

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বলেনঃ 'তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ অনুসারে কথা বলবে, আমার কথা ছেড়ে দিবে। অন্য বর্ণনায় আছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। অন্য কারো কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ কর না। - ইবনু আসকির, নববী, ইবনুল ক্বাইয়্যিম। (১)

قَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى: لَا تُقَلِّدُوْنِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِىَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ اَخَذُوا ذَكَرَهُ الْفَلَانِيُّ.

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেনঃ তোমরা আমার, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আউযায়ী এবং ছুফিয়ান ছাওরীর ত্বাকলীদ করবে না। বরং তারা যে উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরাও সেই উৎস থেকেই গ্রহণ কর।-(হিমামু উলিল্ আবছার-ফালানী।) (২)

عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى بِالرَّأْىِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ. ذَكَرَهُ فِى الْمِيْزَانِ.

ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) বলেনঃ হে লোক সকল ! দ্বীনে নিজের মন থেকে কিছু বলা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা সুন্নাহের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করে

---

১. হাকীকাতুল ফিক্বহ, পৃ: ৭৫।

২. আল্ হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নছিরুদ্দীন আলবানী, পৃ: ৮০।

নাও। যে ব্যক্তি সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরাবে সে পথভ্রষ্ট হবে। (আলমীযান -- ইমাম শারানী।) (১)

মাসআলা	৬২

ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) এর উক্তিমতে হাদীস মোতাবেক আমল হল হিদায়েত। আর হাদীসের বিপরীত হল গোমরাহী।

عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لَمْ يَزِلِ النَّاسُ فِى صَلَاحٍ مَا دَامَ فِيْهِمْ مِنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا طَلَبوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيْثٍ فَسَدوا. ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِي فِي الْمِيْزَان

ইমাম আবুহানীফা (রাহঃ) বলেনঃ মানুষ ততক্ষণ হিদায়েতের উপর থাকবে, যতক্ষণ তাদের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান অর্জনকারী থাকবে। যখন হাদীস ব্যতীত দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা হবে তখন মানুষ ধ্বংস ও ফাসাদের লিপ্ত হবে। -- মীযান। (২)

মাসআলা	৬৩

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের মতামত তালাশকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম মালেক (রাহঃ) ফিতনায় পতিত হওয়া বা আযাবে গ্রেফতার হওয়ার সতর্কবাণী করেছেন।

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ: اَرَأَيْتَ ؟ قَالَ مَالِكٌ **فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ** (٢٤:٢٣) رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

এক ব্যক্তি ইমাম মালিক (রাহঃ) এর কাছে আসলেন এবং কোন একটি মাসাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম মালেক (রাহঃ) বললেনঃ এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ

১. হাকীকাতুল ফিক্বহ্, পৃ: ৭২।
২. হাকীকাতুল ফিক্বহ্, পৃ: ৭০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ হল এই। লোকটি বললঃ এ ব্যাপারে আপনার কি মত ? ইমাম মালেক (রহঃ) উত্তরে একটি আয়াত পড়লেন, যার অর্থ হলো, 'যারা আল্লাহর রাসুলের আদেশের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত, যেন, কোন ফিতনা বা কষ্টদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস না করে। - (শরহুসসুন্নাহ ।) (১)

মাসআ'লা	৬৪

সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর কিছু উক্তি।

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اَنَّ مَن اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ اَحَدٍ. ذَكَرَهُ ابْنِ قَيِّمٍ وَالفَلَانِيُّ.

''সকল মুসলিম এ কথায় একমত যে, যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হবে তার জন্য কোন লোকের কথার খাতিরে সুন্নাহ ছেড়ে দেয়া অবৈধ হবে।'' ইবনু কায়্যিম, ফাল্লানী। (২)

اِذَا رَأَيْتُمُونِى اَقُوْلُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خِلَافُهُ فَاعْلَمُوا اَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ . ذَكَرَهُ اِبْنُ اَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ عَسَاكِرِ.

''যখন তোমরা আমাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ সুন্নাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে দেখবে, তখন মনে করবে যে আমার জ্ঞান চলে গেছে। -- ইবনু আবি হাতিম, ইবনু আসাকির।'' (৩)

عَنْ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَفِي رِوَايَةٍ اَذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِي يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطِ. ذَكَرَهُ فِي عِقْدِ الْجِيْدِ.

---

১. শারহুস্ সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২১৬।

২. আল হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী, পৃ: ৮০।

৩. ওজুবুল আমল বিসুন্নাতি রাসুলিল্লাহ, শায়খ ইবনু বায, পৃ: ২৪।

ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বলেছেনঃ যদি সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় তবে তা হবে আমার মাযহাব। অপর বর্ণনায় আছে, যখন তোমরা আমার কথাকে হাদীসের বিরুদ্ধে পাবে তখন হাদীস মতে আমল কর এবং আমার কথাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মার। - ইক্বদুলজীদ। (১)

মাসআলা	৬৫

কোন ব্যক্তির কথার খাতিরে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ছেড়ে দেয়াকে ইমাম আহমদ ধ্বংসের কারণ মনে করতেন।

قَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى: مَنْ رَدَّ حَدِيْث رَسُول اللهِ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ. ذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيُّ.

ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে পরিত্যাগ করল সে যেন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। (২)

وَقَالَ: رَأْىُ الْأَوْزَاعِيِّ وَ رَأْىُ مَالِكٍ وَرَأْىُ ابي حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْيٌ وَهُوَ عِنْدِى سَوَاءٌ وَانَّمَا الْحُجَّةُ فِى الْآثَارِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِى الْجَامِعِ.

ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেনঃ ইমাম আউযায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবুহানিফা রাহিমাহুমুল্লাহ এর মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তির কথা হল একটি অভিমত মাত্র। আমার কাছে সব সমান। প্রমাণ শুধু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতেই রয়েছে। - আল জামে- ইবনু আব্দিল বার। (৩)

---

১. হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ্, পৃ: ৭৪।

২. প্রথম খন্ড, পৃ: ২১৬।

৩. জামিউ ইবনু আব্দিল বার: ২/১৪৯।

تَـعْرِيْفُ الْبِـدْعَـةِ

বিদাতের পরিচয়

মাসআলা	৬৬

বিদা'ত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কোন বস্তুকে আবিস্কার করা বা তৈরী করা।

মাসআলা	৬৭

শরীয়তের পরিভাষায় 'বিদাত' শব্দেরে অর্থ হল, দ্বীনের মধ্যে ছাওয়াব অর্জন উদ্দেশ্যে এমন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা, যার কোন ভিত্তি সুন্নাহে পাওয়া যায় না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হামদ ও ছানা তথা আল্লাহর প্রশংসার পরে, মনে রাখবে, সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম নিয়ম পদ্ধতি হল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম পদ্ধতি। আর সবচেয়ে খ্যারাপ কাজ হল, দ্বীনে নতুন কথা আবিস্কার করা। আর প্রত্যেক বিদাত গুমরাহী। - মুসলিম। ([১])

১. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৬৭।

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجه) (صَحِيْحٌ)

হযরত ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দ্বীনে নব আবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে বাঁচ, কেননা প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী। -- ইবনু মাজাহ। ([১]) (সহীহ)।

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪০।

ذَمُّ الْبِـدْعَـةِ

বিদাতের নিন্দা

মাসআলা ৬৮

সকল বিদাত সম্পূর্ণরূপে গোমরাহী।

মাসআলা ৬৯

বিদাতে হাসানা (ভাল বিদাত) বা বিদাতে সাইয়িআহ (মন্দ বিদাত) এর নামে বিদাতের বিভক্তি সুন্নাহ বিরুদ্ধ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْى هَدْىُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হামদ ও ছানা তথা আল্লাহর প্রশংসার পরে, মনে রাখবে, সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম নিয়ম পদ্ধতি হল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম পদ্ধতি। আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হল, দ্বীনে নতুন কথা আবিস্কার করা। আর প্রত্যেক নতুন আবিস্কারই (বিদা'আত) গুমরাহী। -- মুসলিম। [১]

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) (صَحِيْحٌ)

---

১. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৬৭।

হযরত ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দ্বীনে নব আবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে বাঁচ, কেননা প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী। -- ইবনু মাজাহ। (১) (সহীহ্)।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমর বললেনঃ সকল বিদাত গোমরাহী, যদিও লোকজন তাকে আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে করে। -- (দারিমী।) (২)

মাসআলা	৭০

বিদাতীকে সহযোগিতাকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ অভিশাপ করেছেন সেই ব্যক্তিকে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জন্তু জবাই করে, আর যে জমির সীমা চুরি করে, আর যে মাতা পিতাকে অভিশাপ দেয়, আর যে বিদাতীকে আশ্রয় দেয়। -- মুসলিম। (৩)

মাসআলা	৭১

বিদাতী আমল আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য।

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজা, হাদীস নং ৪০।
২. কিতাবুল আসমা ফি যাম্মিল ইবতিদা', পৃঃ ১৭।
৩. মুসলিম, কিতাবুল আযাহী, হাদীস নং, ১৯৭৮।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা দ্বীনে নেই, সেই কাজটি আল্লাহর কাছে পরিত্যাজ্য। - বুখারী ও মুসলিম। ([১])

মাসআলা	৭২

বিদাতীর তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে বিদাত সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ. (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) (حَسَنٌ)

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা বিদাতির তাওবা গ্রহণ করেন না যতক্ষণ না সে বিদাত থেকে সম্পূর্ণ রূপে তাওবা করে। -- (ত্বাবরাণী।) ([২]) (হাসান।)

মাসআলা	৭৩

বিদাত থেকে যে কোন উপায়ে বাচাঁর আদেশ রয়েছে।

عَنِ الْعِرْبَاضِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ (رَوَاهُ ابْنُ عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ)

১. আল্লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১১২০।
২. সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৫২।

হযরত ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ লোক সকল ! তোমরা বিদাত থেকে বাঁচ। -- (কিতাবুস সুন্নাহ -- ইবনু আবি আছিম।) [১]

মাসআলা ৭৪

কিয়ামতের দিন বিদাতী হাউযে কাউছারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মাসআলা ৭৫

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন বিদাতী লোকদের থেকে বেশী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَمٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَاقُوْلُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত সাহাল ইবনু সাআদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি হাউযে কাউছারে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। যে ব্যক্তি সেখানে আসবে সে পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার পান করবে, তার কখনো তৃষ্ণা থাকবে না। কিছু লোক এমন আসবে যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। আমি মনে করব, তারা আমার উম্মত। তারপর তাদেরকে আমা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়া হবে না। আমি বলবঃ এরা তো আমার উম্মত। আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মদ! আপনি জানেন না আপনি দুনিয়া থেকে চলে আসার পর এসব লোকেরা কেমন কেমন বিদাত সৃষ্টি করেছে। তারপর আমি বলবঃ তাহলে দুর হোক, দুর হোক সে সকল লোকেরা যারা আমার পর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। - (বুখারী ও মুসলিম।) [২]

---

১. কিতাবুস সুন্নাহ - ইবনু আবি আছিম: আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৪।

২. আললু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৪৭৬।

মাসআলা	৭৬

বিদাত সৃষ্টিকারীর প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং সবলোকের অভিশাপ হয়ে থাকে।

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আছেম (রাঃ) বলেনঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মদীনাকে হেরেম আখ্যা দিয়েছেন ? তিনি বললেনঃ হাঁ অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ স্থানের কোন গাছ কাটা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদাত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং লোকসকলের অভিশাপ হবে। - (বুখারী ও মুসলিম।) (১)

মাসআলা	৭৭

বিদাত প্রচলনকারী নিজের গুণাহ ব্যতীত তার সৃষ্ট বিদাত মতে আমলকারী সব লোকের গুণাহের একটি ভাগ পাবে।

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّي حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ

১. আল্লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৮৬৫।

بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) (صَحِيْحٌ)

হযরত কাসীর ইবনু আবিদল্লাহ (রাহঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে কোন একটি সুন্নাহ কে জীবিত করেছে আর অন্য লোকেরা সেমতে আমল করেছে, তাকে সব আমলকারীর সমান ছাওয়াব দেয়া হবে। আবার তাদেরকেও কম দেয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন বিদাত চালু করেছে লোকেরা সে মতে আমল করেছে, তাকে সব আমলকারীর সমান পাপ দেয়া হবে। আবার তাদের পাপে কম করা হবে না। -- (ইবনু মাজাহ।) ([১]) (সহীহ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকজনকে হিদায়েতের দিকে আহবান করবে, তাকে সে হিদায়েত মতে আমলকারী সব লোকের ছাওয়াব দেয়া হবে। আর লোকজনের ছাওয়াবেও কোন কম করা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোকজনকে গোমরাহীর দিকে আহবান করবে, তাকে সে গোমরাহী মতে আমলকারী সব লোকের সমান পাপ দেয়া হবে। আবার লোকজনের পাপেও কোন কম করা হবে না। -- (মুসলিম।) ([২])

মাসআলা	৭৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বিদাতী লোকের সালামের উত্তর দিতেন না।

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজা, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৭৩।

২. মুসলিম, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (صَحِيْحٌ)

হযরত নাফে (রাঃ) বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং বললঃ অমুক লোক আপনাকে সালাম বলেছে। ইবনু উমর (রাঃ) বললেনঃ আমি শুনেছি সে নাকি বিদাত আবিস্কার করেছে। যদি তা ঠিক হয় তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বল না। -- (তিরমিযী।) (১) (সহীহ)।

মাসআলা ৭৯

বিদাতগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে সুন্নাহ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

عَنْ حَسَّانَ بْنَ عَطِيَةَ رَحِمَهُ اللهِ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) (صَحِيْحٌ)

হযরত হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনে কোন বিদাত গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তার থেকে ততটুকু সুন্নাত উঠিয়ে নেন। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে সে সুন্নাত ফিরিয়ে দেয়া হয় না। -- (দারিমী।) (২) (সহীহ)।

মাসআলা ৮০

অন্যান্য গুণাহের পরিবর্তে শয়তানের কাছে বিদাত বেশী প্রিয়।

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، الْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ)

১. সহীহ সুনানুত তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২১৫২।

২. মিশকাত, তাহকীক্ব আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৮৮।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) বলেনঃ শয়তান পাপের পরিবর্তে বিদাতকে বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তো লোকেরা তাওবা করে নেয়, কিন্তু বিদাত থেকে তাওবা করে না।-- (শরহুস সুন্নাহ।) (১)

বিঃদ্রঃ বিদাতী কাজ যেহেতু ছাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেহেতু বিদাত থেকে তাওবা করার চিন্তাও করা হয় না। সুতরাং বিদাতীর মৌলিক আকীদা সংশোধন হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

মাসআলা ৮১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বিদাতীদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَهْرًا فَقَامَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: مَا عَهِدْنَا ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَمَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِيْنَ وَمَا زَالَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ. (رَوَاهُ أَبُونُعَيْم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) জানতে পারলেন যে, কিছু লোক মসজিদে একত্রিত হয়ে উচ্চ স্বরে যিকির এবং দরূদ শরীফ পড়তেছিলেন। তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যমানায় এরূপভাবে যিকির করতে বা দরূদ পড়তে কাউকে দেখিনি। অতএব আমি তোমাদেরকে বিদাতী মনে করি। তিনি একথাটি বার বার বলছিলেন এমনকি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।-- (আবু নুআইম।) (২)

---

১. শারহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃ: ২১৬।

২. কিতাবুস সুন্নাহ, আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৩।

মাসআলা	৮২

মুহাদ্দিসগণের নিকট বিদাতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মুহাম্মদ ইবনু সীরিন (রাহঃ) বলেনঃ প্রথম প্রথম লোকেরা হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিতনা [বিদাত ও মনগড়া বর্ণনা] প্রসার হতে লাগল, তখন হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অপরিহার্য হয়ে গেল। যদি হাদীস বর্ণনাকারী আহলে সুন্নাহ হয়, তাহলে তা গ্রহন করা হয় আর যদি বর্ণনাকারী বিদাতপন্থী হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হয় না। -- (মুসলিম।) (১)

মাসআলা	৮৩

বিদাত ফিতনায় পতিত হওয়া বা কষ্টদায়ক শাস্তিযোগ্য হওয়ার বড় কারণ।

سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ ! مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ، قَالَ: لَا تَفْعَل وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ : وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذِهِ؟ إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالُ أُرِيْدُهَا. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ فَضِيْلَةً قَصُرَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ إِنِّي

১. মুসলিম ভুমিকাঃ পৃ: ২৪।

سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُولُ: فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. (رَوَاهُ فِي الْاِعْتِصَامُ)

ইমাম মালেক (রাহঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবু আব্দিল্লাহ ! ইহরাম কোথা থেকে বাঁধব ? উত্তরে বললেনঃ আমি মসজিদে নববী তথা কবর শরীফের কাছ থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই। ইমাম মালিক (রাহঃ) বললেনঃ এরূপ কর না। আমার ভয় হয় হয়ত তুমি ফিতনায় পতিত হবে। লোকটি বললঃ এখানে ফিতনার কি আছে ? আমি তো শুধু কয়েক মাইল পূর্বে ইহরাম বাঁধতে চাইছি। ইমাম মালেক (রাহঃ) বললেনঃ এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হবে যে, তুমি মনে করছ যে, ইহরাম বাঁধার ছাওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আগে বেড়ে যাচ্ছ। আমি আল্লাহ তাআ'লাকে বলতে শুনেছি, যারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অমান্য করে তাদের ভয় থাকা উচিত যেন, তারা কোন ফিতনা বা কষ্টদায়ক শাস্তিতে পতিত না হয়। -- (আল ইতিছাম।) (১)

মাসআলা ৮৪

দ্বীনের ব্যাপারে নিজের খেয়াল খুশী বা মনের চাহিদা মতে চলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِى بُطُوْنَكُمْ وَفُرُوْجَكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْاَهْوَاءِ. (رَوَاهُ ابْنُ اَبِى عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ) (صَحِيْحٌ)

হযরত আবুবারযা আসলামী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে পেট, লজ্জাস্থান এবং বিপথগামী মনবাসনাকে ভয় করছি। -- (কিতাবুসসুন্নাহ , ইবনু আবি আছিম।) (২) (সহীহ)।

১. আলকাউলুল আসমা ফি যাম্মিল ইবতিদা, পৃঃ ২১, ২২।
২. কিতাবুস সুন্নাহ, তাহক্বীক্ব ঃ আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৩।

মাসআলা	৮৫

বিদাত পন্থী লোকের কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে না।

عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: اِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيْقٍ فَخُذْ فِي طَرِيْقٍ آخَرَ وَلَا يُرْفَعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلٌ وَمَنْ أَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الدِّيْنِ. (رَوَاهُ فِي خَصَائِصِ اَهْلِ السُّنَّةِ)

হযরত ফুযাইল ইবনু আয়ায (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা বিদাত পন্থী কোন লোক আসতে দেখবে তখন সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা গ্রহণ কর। বিদাতীর কোন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি বিদাতপন্থীকে সহযোগীতা করল সে যেন দ্বীন ধ্বংস করতে সাহায্য করল। -- (খাছায়িছু আহলিসসুন্নাহ ।) ([১])

---

১. খাছায়িছু আহলিসসুন্নাহ, পৃঃ ২২।

اَلْأَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

দুর্বল ও জ্বাল হাদীস সমূহ

(١) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ، كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ: فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لا آلُوْ ، قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا يَرْضى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

(১) 'হযরত মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে গভর্নর নির্ধারণ করে ইয়েমেনে পাঠালেন, তখন বললেনঃ হে মুআ'য! তোমার সামনে যখণ কোন মুকাদ্দামা পেশ হবে তখন তুমি কিভাবে মীমাংসা করবে? হযরত মুআয বললেনঃ আল্লাহর কিতাব মতে। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি তা আল্লাহর কিতাবে না পাও ? হযরত মুআ'য বললেনঃ তাহলে আল্লাহর রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মতে মীমাংসা করব। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি সুন্নাতে রসূলেও না পাও? হযরত মুআ'য (রাঃ) বললেনঃ আমি নিজে ইজতেহাদ করব এবং পুর্ণ চেষ্টা করব। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বক্ষে হাত মেরে বললেনঃ সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রাসূল নিজেও সন্তুষ্ট।'

আলোচনাঃ এ হাদীসটি যয়ীফ (দূর্বল)। অর্থাৎ মুনকার। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিলসিলা যয়ীফাঃ ২য় খন্ড, হাদীস নং ৮৮১।

(٢) اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

(২) 'আমার উম্মতের মধ্যে ইখতিলাফ রহমত।'

আলোচনাঃ এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিলসিলা যয়ীফাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং ৫৭।

(٣) اِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُوْنَ عَنِّى الْحَدِيْثَ فَأَعْرِضُوا حَدِيْثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذُوْهُ بِهِ.

(৩) 'আমার পরে লোকেরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করবে। তাদের বর্ণনাকৃত হাদীসকে কুরআন এর কষ্টিপাথরে যাচাই কর। যে হাদীস কুরআনের সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যা কুরআনের বিরুদ্ধে হয় তা গ্রহণ কর না।'

আলোচনাঃ এটি দুর্বল হাদীস। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'সিলসিলা যয়ীফাঃ খন্ড ৩, হাদীস নং ১০৮৭।

(٤) أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

(৪) 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের মত, যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়েত পাবে।'

আলোচনাঃ এটি জাল হাদীস। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সিলসিলা যয়ীফা, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৬২।

(٥) اَهْلُ الْبَيْتِ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

(৫) 'আমার পরিবার পরিজন নক্ষত্রের মত, তাঁদের থেকে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হিদায়েত পাবে।'

আলোচনাঃ এটি জ্বাল হাদীস। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিলসিলা যয়ীফা, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৬২।

(٦) يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْس أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إبْلِيْس وَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي.

(৬) 'আমার উম্মতের এক ব্যক্তি, যার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস (ইমাম শাফেয়ী) যে আমার উম্মতের জন্য ইবলিসের চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক হবে। আর আমার উম্মতের এক বাক্তি হবে আবুহানীফা, সে হবে আমার উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকা সমতুল্য।'

আলোচনাঃ এটি জ্বাল হাদীস। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সিলসিলা যয়ীফা, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৫৭০।

(٧) اتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا وَمَصَابِيْحُ الْآخِرَةِ.

(৭) 'আলেম ওলামাদের অনুসরণ কর, কারণ তাঁরা দুনিয়াতে আলোকবর্তিকা এবং আখেরাতে ফানোস।'

আলোচনাঃ হাদীসটি জ্বাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিলসিলা যয়ীফা, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৩৭৮।

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب اليك

সমাপ্ত

الحمدُ لله الَّذي بنعمته تَتِمُّ الصّالحاتُ

وألفُ ألفِ صلاةٍ وسلامٍ على

أفضلِ البرِيّاتِ وعَلى آله وصَحبه

أجمعينَ بِرَحمتكَ يَا أرحم الراحِمينَ